রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৩ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ৩১ শ্রাবণ – ৬ ভাদ্র, ১৪২৬ ঃ ১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০১৯

Kolkata : 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 43, 17 August - 23 August, 2019 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : কদিন আগেই প্রয়াত হয়েছেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী সুষমা স্বরাজ। এর মধ্যে ফের গুরুতর শ্বাসকষ্ট নিয়ে এইমসে ভর্তি হলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলি। উল্লেখ্য, নমো'র প্রত্যাবর্তন ঘটলেও নিজে থেকেই সেই মন্ত্রিসভায় শামিল হন নি এই দুজন।

রবিবার: কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র নিয়ে বহু বিতর্ক রয়েছে। মোটের ওপরে সকলেই একমত কংগ্রেস ও নেহরু–গান্ধি পরিবার যেন একাকার হয়ে যাচ্ছে। সেই জল্পনাকে অব্যাহত রেখে ফের কংগ্রেস সভানেত্রী হিসাবে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন সোনিয়া গান্ধি। প্রসঙ্গত, বিগত লোকসভা নির্বাচনে দলের বিপর্যয়ের দায় নিয়ে সরে দাঁড়ান কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধি।

সোমবার : অনলাইনে খাবার সরবরাহ সংস্থার কর্মীরা বিফ ও পর্ক নিয়ে আন্দোলনে মনে পড়ে যাচ্ছে সেই সিপাহী বিদ্রোহের কথা।

মঙ্গলবার: কাশ্মীর নিয়ে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই উপত্যকায় শান্তির ঈদ পালিত হল। এর ফলে নিঃসন্দেহে কেন্দ্রের মোদী সরকার ষোলোআনা সফল বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

বুধবার: টালিগঞ্জ থানায় পুলিশ পেটানোর ঘটনা নিয়ে তৃণমূলের কাজিয়া বেআব্রু হল শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্যে। প্রশাসনে থেকে কেউ সেই পদের অপব্যবহার করলে তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তসাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে অভিমত পার্থের। মন্ত্রীর অভিযোগের তীর আসলে মেয়র–মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের দিকেই বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

বৃহস্পতিবার: শেষপর্যন্ত দীর্ঘ জল্পনার অবসান ঘটিয়ে পদ্ম শিবিরে শামিল হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একসময়ের স্নেহধন্য তথা প্রাক্তন মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গেই বিজেপিতে যোগ দিলেন তাঁর বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ও।

শুক্রবার: সারা দেশজুড়ে ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস পালিত হল শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনার সঙ্গে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ষষ্ঠবারের মতো জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলেন লালকেল্লা থেকে। কাশ্মীরেও সগৌরবে উড়ল জাতীয় পতাকা।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

গরু পাচার রুখেও সমস্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বিস্তীর্ণ হয়ে রয়েছে সীমান্তবর্তী এলাকা প্রায় ৯১৩ কিলোমিটার জুড়ে এই সীমান্ত এলাকার মধ্যে রয়েছে ৫৫০ কিলোমিটার স্থলভাগ এবং ৩৬৫ কিলোমিটার নদী পথ বা জলভাগ। যার মধ্যে মাত্র ৪০৫ কিলোমিটার বেড়া এলাকা এবং ৪১৪ কিলোমিটার বেড়া না দেওয়া এলাকা। উত্তর ২৪ পরগনা এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনা বিস্তীর্ণ এলাকাই সীমান্তের, সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ের অধীনস্থ এই এলাকা প্রায় ৫ শতাংশ বেড়া না হওয়া এলাকা। এইসব এলাকা দিয়েই পাচার হয় গরু থেকে শুরু করে অস্ত্রশস্ত্র , মাদক। বিভিন্ন অভিনব পন্থা বার করেছে পাচারকারীরা সেই পন্থাতেই পাচার হয়ে যাচ্ছে প্রতিনিয়ত। সোনা রুপা থেকে শুরু করে সব থেকে বেশি পাচার হয় ইয়াবা ট্যাবলেট

বেআইনি ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ও দিনকে দিন বেড়ে চলেছে যারা বেআইনিভাবে ব্যবসা চালাচ্ছে এই সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে। লিথেল অস্ত্র অর্থাৎ বন্দুক, দা, কাটারি হেঁসো জাতীয় অস্ত্র ২০১৭ সালে উদ্ধার হয়েছিল ৭২ টি ২০১৮ সালে উদ্ধার হয়েছে ৩৮ টি এবং ইতিমধ্যেই ২০১৯সালে উদ্ধার হয়েছে ২১৮ টি। এছাড়াও উদ্ধারের তালিকায় রয়েছে গুলি–বন্দুক সোনাদানা রুপো গাঁজা হেরোইন ইয়াবা অন্যান্য বছরের থেকে এবছর সবকিছু সংখ্যায় উল্লেখযোগ্য ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে গরু পাচারের ঘা ক্রমশ বেড়েই চলেছে সীমান্তবর্তী এলাকায় যার বহু কারণ রয়েছে যেমন সীমান্ত সংলগ্ন যা সীমান্তরক্ষীর আওতায় নেই সেসব এলাকা যেখান দিয়ে পাচারকারীরা প্রবেশ করে। সেইসব এলাকা পুলিশ বা থানার অধিনস্ত কিন্তু তাদের গা এলিয়ে দেওয়া বা ঠিকঠাক নজর না রাখার কারণেই গরু পাচার বিভিন্ন দুঃসাহসীক পদ্ধতি অবলম্বন করে পাচারকারীরা। কলাগাছ কেটে কলা গাছের মধ্যে খানে তারা আটকিয়ে ফেলে দেওয়া হয় জলের নদীর জলে ভাসতে ভাসতে চলে যায় বাংলাদেশ বা কাঠের গাড়িতে কাঠের স্তুপের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় গরু। বিভিন্ন ইনজেকশন দিয়ে দেওয়া হয় তাদের যাতে তারা ডাকতে না পারে বা ঝিমিয়ে পড়ে বা এমনও ইনজেকশন দেওয়া হয় যাতে গরু ধরতে গেলেই সীমান্ত রক্ষীদের গুঁতিয়ে দেয় বা আহত করে দেয়।

এরপর পাঁচের পাতায়

গরু পাচার রোধ

২০১৭	৫১৪৪২টি
২০১৮	৩৮৬৫৭টি
২০১৯(জুন অবধি)	১৯৪৮৯টি

মাদক দ্রব্য রোধ (গাঁজা হেরোইন)

২০১৭	২৭.৫৫৬ কিলো
২০১৯(জুন অবধি)	২.২ কিলো

গত ১৪ আগস্ট রাজারহাটে বিএসএফের কার্য্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পাচার নিয়ে বক্তব্য রাখছেন সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের সীমা সুরক্ষা বল–এর প্রধান ওয়াই বি খুরানা। ছবি : উৎপল কুমার রায়

অর্থের অভাবে ধুঁকছে হাওড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রায় ত্রিশ কোটি টাকা কোষাগারে ঘাটতি হচ্ছে ফি বছর। ফলে থমকে গিয়েছে হাওড়া পুরসভার সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজ। আর্থিক সংকট এমনই পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, বর্ষার পরে রাস্তা সংস্কারের জন্য পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের কাছে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট বা ডিপিআর আগাম পাঠাতে হচ্ছে অর্থের জন্য। পুরকর্তারা হিমশিম খাচ্ছেন আয়ের উৎস খুঁজতে। ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে হাওড়া পুরসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গিয়েছে। এরপর নির্বাচন না করে হাওড়া পুরসভার প্রশাসক নিয়োগ করে রাজ্য সরকার। এরপর পুরসভায় কাজের গতি আনার জন্য পুর কমিশনারকে চেয়ারম্যান করে হাওড়া জেলার তিন মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, লক্ষ্মীরতন শুক্লা ও প্রাক্তন মেয়র ডাঃ রথীন চক্রবর্তীকে নিয়ে প্রশাসক মণ্ডলী তৈরি হয়। পুরসভার কোষাগারে অর্থ সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি পুরসভার আয়–ব্যয়ের হিসাব থেকে তা স্পষ্ট হয়েছে। পুরসভার অর্থ দফতর থেকে পাওয়া তথ্যে দেখা যায়, ফ্রি বছরে খরচ দেখানো হয়েছে দু'শো কোটি টাকা। আয় হচ্ছে একশ পঁচাত্তর কোটি টাকা। এই খরচ হচ্ছে স্থায়ী ও অস্থায়ী কর্মীদের বেতন, একশো দিনের কাজের মজুরি, দৈনন্দিন অত্যাবশ্যক পরিষেবা খরচ, প্রশাসনিক ও অন্যান্য ব্যয়। পুরসভার দেওয়া হিসাবানুযায়ী স্থায়ী কর্মীদের বেতন বাবদ ও চুক্তি ভিত্তিক অস্থায়ী কর্মীদের বেতন বাবদ ফি বছর যথাক্রমে ৩৯ ও ৩৮ কোটি টাকা।

এরপর পাঁচের পাতায়

লালকেল্লায় প্রধানমন্ত্রীর ভাষণে

হারানো সুর কর্মসংস্থান

ওঁকার মিত্র

কাশ্মীরে ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বিলোপের কয়েকদিন পর গত ১৫ আগস্ট স্বমহিমায় এল ভারতের ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস। ভূস্বর্গকে আরও নিজের করে পেয়ে ১৯৪৭ সালের পর এই প্রথম নতুন মশলায় স্বাদই বদলে গিয়েছে স্বাধীনতার। নিয়মমাফিক এল লালকেল্লার ভাষণও। নতুন উদ্যমে ষষ্ঠ বারের জন্য ফের আসলেন নরেন্দ্র মোদী। ৯২ মিনিটের ভাষণে শব্দের সুতোয় স্বপ্নের জাল বুনলেন তিনি। তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করল ভারতবাসী। ভাষণের রূপ, রস, গন্ধের বেশির ভাগটা কাশ্মীর শুষে নিলেও দিল্লির গুমোট সকালে ঝুলি থেকে বেশ কিছু আগামীর পরিকল্পনা বের করলেন বিজেপির স্যান্টাক্লজ। জল–জীবন মিশন, প্লাস্টিক মুক্ত ভারত, ৫ ট্রিলিয়ন ডলারের অর্থনীতি, তিন সেনাবাহিনীর সমন্বয় সাধন, একদেশ–এক নির্বাচনের পাশাপাশি দেশভক্তিকে জুড়ে দিলেন পরিবার পরিকল্পনার সঙ্গে। নাম না করে বিঁধলেন সন্ত্রাসবাদের কারখানা পাকিস্তান আর ভুলের মাশুল গোনা কংগ্রেসকে। প্রত্যাশিত ভাবেই মাঝে মাঝেই উপচে পড়ল করতালির শব্দ।

পুলওয়ামা আক্রমণের পর জাতীয়তাবাদের যে হাওয়া উঠেছিল ভারতবর্ষে এয়ার স্ট্রাইক, অভিনন্দনের প্রত্যাবর্তন, চন্দ্র অভিযান, তিন তালাক বিরোধী আইন পাশ সহ কাশ্মীরের বিশেষ মর্যাদা প্রত্যাহারের চাপে তা এখন ঝড়ে পরিণত হয়েছে। হাওয়ার গতির মুখে উড়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক মন্দা, মূল্যবৃদ্ধির হুমকি, কর্মসংস্থানের মত ব্যক্তিগত দাবিগুলি। লালকেল্লায় দাঁড়িয়ে

নরেন্দ্র মোদীও এই সুযোগে বারবার ভাষণে মনে করিয়ে দিয়েছেন আগে দেশ, পরে ব্যক্তি বা দল। জাতীয়তাবাদ ও ঐক্যবদ্ধ ভারতের মধু ভরা মৌচাকে ভারতবাসী যে 'ম ম' করছে তার প্রমাণ মিলেছে দেশ জুড়ে। কাশ্মীরেও ভারতের পতাকা উড়েছে। নাচে গানে পালিত হয়েছে স্বাধীনতা দিবস! সব জ্বালা যন্ত্রণা ভুলে সেই আবেগেই বিভোর ভারতবাসী। কট্টর বিজেপি বিরোধী শাসকের পশ্চিমবঙ্গেও ভারতমাতার পুজো বেড়েছে কয়েকশো। চিরশত্রু পাকিস্তানকে সবক শেখাতে পেরে ভারতবাসী এখন জয়ের আনন্দে মশগুল।

কিন্তু মনে রাখতে হবে প্রধানমন্ত্রী ৭৩তম স্বাধীনতা দিবসে যে ভারতবাসীর সামনে স্বপ্নের জাল বুনলেন তার গড় বয়স মাত্র ২৯। দেশের দুই–তৃতীয়াংশ জনগণ ৩৫ বছরের নিচে। আর এই বিপুল যৌবনের প্রথম চাহিদা কাজ, রোজগার। অথচ প্রধানমন্ত্রী এই অমোঘ দাবির ধার পাশ দিয়েও গেলেন না। একটি শব্দও খরচ করলেন না কর্মসংস্থানের স্বপক্ষে। গত লোকসভা নির্বাচনের প্রতিশ্রুতি পত্রে কাজের অধিকার প্রতিষ্ঠার কথা থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর এবারের ভাষণে তার অনুপস্থিতি হতাশ করেছে কাজের সন্ধানে হাপিত্যেশ করা যুবক–যুবতীদের। গাল ভরা বিনিয়োগের হাত ধরে কাজের সুযোগ বৃদ্ধি তো দূরঅস্ত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হচ্ছে স্থায়ী সংস্থানেও। কর্মী ছাঁটাইয়ের পরিকল্পনা চলছে রেলে। ৪৫ বছরে সবচেয়ে নিচে নেমে এসেছে কর্মসংস্থানের হার। স্তব্ধ হয়ে আছে সরকারি নিয়োগ। এসব নিয়ে লালকেল্লাকে হয়ত অপেক্ষা করতে হবে আরও একটা বছর। মনে কাজের তেষ্টা, বেরোজগারির বেদনা আর পেটের জ্বালা দীর্ঘদিন জাতীয়তাবাদের ছাই দিয়ে চাপা দেওয়া সম্ভব নয়। সাম্প্রতিক সমীক্ষায় শ্রেষ্ঠ ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর শিরোপা মাথায় নিয়ে অকুণ্ঠ জনসমর্থন পাওয়া নরেন্দ্র মোদী এই দায় অস্বীকার করলে তা হবে বিশ্বাসঘাতকতার সামিল।

স্বপ্নের জাল
- জল জীবন মিশন
- প্লাস্টিক মুক্ত ভারতবর্ষ
- ট্রিলিয়ন ৫ বছরের অর্থনীতি
- তিন বাহিনীর সমন্বয়সাধন
- এক দেশ এক নির্বাচন

হারানো সুর
- কর্মসংস্থান ও কাজের অধিকার

জেলার দায়িত্বে কী শোভন?

কুনাল মালিক: কলকাতার প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একদা প্রিয় 'কানন' (শোভন চট্টোপাধ্যায়) পদ্ম শিবিরে যোগ দেওয়ার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় নতুন করে একটি গুঞ্জন শুরু হয়েছে। এবার শোভন চট্টোপাধ্যায় কি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার (পশ্চিম) বিজেপির সভাপতি হচ্ছেন? যদিও এ ব্যাপারে শোভনবাবু কিংবা রাজ্য বিজেপির নেতৃত্ব কেউই মুখ খুলতে চাননি। বর্তমানে জেলার পশ্চিমভাগের (ডায়মন্ড হারবার ও মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্র) সভাপতির দায়িত্বে আছেন অভিজিৎ দাস (ববি), প্রসঙ্গত গত লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের অন্যান্য জেলায় পদ্মফুল বিকশিত হলেও, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় তৃণমূলের দুর্গ অটুট রয়েছে। বরং ডায়মন্ড হারবার এবং মথুরাপুরে তৃণমূলের ভোট কয়েকগুণ বেড়েছে। এরজন্য বিজেপি নেতৃত্ব তৃণমূলের সন্ত্রাসকে দায়ী করলেও, অনেকেই দাবি করেছেন বিজেপির দুর্বল সংগঠনের কারণেই তৃণমূলের দুর্গ অটুট থাকল। সূত্রের খবর, বিজেপি নেতা মুকুল রায় এই জেলার ক্ষেত্রে একজন দক্ষ সংগঠককে চাইছেন, যিনি তৃণমূলের বুথ স্তর থেকে জেলা স্তর পর্যন্ত খুঁটিনাটি বিষয় জানেন। সেক্ষেত্রে শোভন চট্টোপাধ্যায় উপযুক্ত বলেই অনেকেই মনে করছেন। কারণ ২০০৮ সালে দক্ষিণ পরগনা জেলা পরিষদ তৃণমূলের দখলে আসে।

এরপর পাঁচের পাতায়

কন্যাশ্রী দিবসে টাকা না পাওয়ার অভিযোগ ছাত্রীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিভিন্ন স্কুলের বেশকিছু ছাত্রীরা কন্যাশ্রীর প্রকল্পের টাকা না–পাওয়ার অভিযোগ তুলেছে। বুধবার ছিল কন্যাশ্রী দিবস। এদিন সরকারি 'কন্যাশ্রী দিবস' অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল ছাত্রীরা। হাজির ছিলেন এলাকার বিধায়ক শ্যামল মন্ডল। তাঁকে কাছে পেয়ে অভিযোগ জানানোর বহু চেষ্টা করেও অভিযোগ জানাতে পারেনি। বিধায়ক ব্যস্ত ছিলেন। গালভরা ভাষণ দিয়ে কন্যাশ্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে চলে গেলেন। দূর থেকে এসে তারা বিধায়কের কাছে স্কুলের বিরুদ্ধে নালিশ করতে না–পেরে হতাশ হয়েছে। কাঁদো কাঁদো মনে জলভরা চোখে ফিরে গিয়েছে। বিধায়কের ব্যস্ততার কারণে অভিযোগকারী ছাত্রীরা বিধায়ক শ্যামলবাবুর নাগাল পায়নি। পরে ছাত্রীরা জানিয়েছে, আমরা 'দিদিকে বলো' ফোনে একাধিকবার ফোন করেও লাইন পাইনি। তাই এমএলএ–কে বলতে এলেছিলাম। উনি আমাদের কথা শুনলেনই না। মঞ্চে আমাদের সমস্যার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের কাউকে বলার সুযোগ দেওয়া হয়না। উনি তো আমাদের কথা শুনলেনই না।'

পাশে নেই বিধায়ক, উত্তর নেই দিদিরও

রাজ্যের নারী ও শিশু বিকাশ এবং সমাজকল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে এদিন সুন্দরবন–সহ জেলার সবক'টি ব্লকে ঢাকঢোল পিটিয়ে মহাসমারোহে জাঁকজমক করে কন্যাশ্রী দিবস দিনটি পালিত হয়েছে। ক্যানিং–১ ব্লকেও নাচ,গান, আবৃত্তির মাধ্যমে পালিত হয় দিনটি। এদিন এলাকার বিধায়ক শ্যামল মন্ডলকে কাছে পেয়ে প্রকল্পের টাকা না পাওয়ার অভিযোগ জানাতে এসেছিল তাঁরই ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের কয়েকটি স্কুলের পড়ুয়ারা। কিন্তু সুযোগ পায়নি।

এরপর পাঁচের পাতায়

আমন বসেছে অর্ধেক জমিতে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রাবণ মাস শেষ হয়ে গেলেও পর্যাপ্ত বৃষ্টির দেখা নেই। ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আমন ধান চাষের ক্ষেত্রে এখনও পর্যন্ত পঞ্চাশ শতাংশ জমিতে বীজতলা পোতা সম্ভব হয়নি। জেলা কৃষি দফতর প্রতিবছর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত আমন ধান চাষের উপযুক্ত সময় বলে মনে করে। কিন্তু এবছর বৃষ্টির ব্যাপক ঘাটতির দরুন অধিকাংশ ব্লকে পর্যাপ্ত বীজতলা তৈরি করা যায়নি। চড়া রোদের তাপে অনেক বীজতলা নষ্টও হয়ে গেছে। জুলাইয়ের শেষ দিকে কিছুটা বৃষ্টি দেখে কৃষি দফতর আশা করেছিল সমস্যার

বৃষ্টির ঘাটতি

সমাধান হয়ে যাবে। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি। অধিকাংশ জমিতেই আগাছায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তাছাড়া অধিকাংশ স্লুইস গেট বন্ধ থাকায় নদীর জল থেকেও বঞ্চিত হয়েছে জেলার কৃষকরা। জেলা কৃষি দফতরের এক আধিকারিক জানালেন, সেচ দফতরের অনেক বিভাগ থাকায় প্রকৃত সমস্যা সমাধানে নানা জটিলতা দেখা দেয়। কৃষি দফতরের এক সহ কৃষি অধিকর্তা ডঃ শান্তনু পাল জানালেন, ৭০ শতাংশের মতো জমিতে আমন ধান চাষ হয়েছে। চাষিদের আমন ধান চাষের ঘাটতি পোষাতে এখনও কোনও বিকল্প সাহায্যের কথা কৃষি দফতর ঘোষণা করেনি। কৃষি দফতর প্রতিদিনই জেলার চাষের ব্যাপারে দৃষ্টি রাখছে। নতুন কিছু উদ্যোগ নেওয়া হলে, যথা সময়ে ঘোষণা করা হবে।

এইচআইভি রুখতে সাইকেলে বিশ্ব প্রচারে সোমেন

সুভাষ চন্দ্র দাশ

এক আজব নেশাতেই মজেছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের যুবক সোমেন দেবনাথ। গত ২০০৪ সালে যাত্রা শুরু করে ইতিমধ্যেই অতিক্রম করেছেন পৃথিবীর ১৫১টি দেশ। সাইকেলে চেপে পিছনে ফেলে এসেছেন প্রায় ১,৬৫,৩০০ কিলোমিটারেরও বেশি পথ।

সবকিছুর যেমন একটা শুরু থাকে। সোমেনের এই বিশ্ব ভ্রমণের একটা শুরু ছিল।তাঁর বয়স যখন সবে মাত্র ১৪ বছর,তখন এডস এর ভয়াবহতা নিয়ে খবরের কাগজে একটি আর্টিকেল পড়ে জানতে পারেন ভবিষতে এই রোগ ক্যান্সারের থেকেও ভয়াবহ মারাত্মক আকার ধারণ করবে। কিন্তু কলকাতা থেকে বহু দূরে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীতে বসে অনুভব করলেন এই রোগ সম্মন্ধে সচেতনতার অভাব। আর্টিকেলে লেখা কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনের বাড়ি থেকে তাড়িত, সহায়সম্বলহীন এডস রোগীর জীবন ছুঁয়ে গেছিল সোমেনকে।তখনই শপথ নেন এইডস বিষয়ে মানুষকে সচেতন করার।প্রস্তুতি শুরু হয়। বছর খানেকের মধ্যে রাজ্যে সরকারের এডস ট্রেনিং সংস্থা, ওয়েস্ট বেঙ্গল সোসাইটি ফর এডস কন্ট্রোল থেকে প্রশিক্ষণ নেন। তারপর নিজের স্কুলে এই রোগের বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে ক্যাম্পেনিং শুরু করেন। এরপর প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তীতে নিজের গ্রামের মানুষকে এডস নিয়ে শিক্ষিত করে তোলেন। এরপর স্কুল শেষ করে কলেজ সেখানেও চলে একই কাজ।

কলেজে জিওলজি আর পাশাপাশি ফাইন আর্টসের ডিগ্রি শেষে তিন মাসের প্রস্তুতি। তারপর ২০০৪ সালের ২৭ মে বাবা মাকে বিদায় জানিয়ে সাইকেল নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন এইচআইভি এডস নিয়ে বিশ্ব প্রচারে। প্রথম দু'বছর ঘুরলেন সমগ্র ভারত। দেখা করলেন দেশের ২৫টি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও ২৬ জন গভর্নরের সঙ্গে। ভারতে

প্রত্যন্ত প্রান্তেও গড়িয়েছে তার সাইকেলের চাকা। তারপর ভারত ভ্রমণ শেষ করে বেড়িয়ে পড়লেন সমগ্র বিশ্বদুনিয়া দেখতে। দিল্লির ইন্ডিয়া গেটে তাঁকে ফ্ল্যাগ অফ করেছিলেন তৎকালীন বিদেশমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান পার হয়ে আফগানিস্তানে ঢুকতেই বিপত্তি। কাবুল শহরের অদূরে তালিবানদের হাতে আটক হয়ে পড়েন সোমেন। প্রথম কয়েকটা দিন অন্ধকার ঘরে,পাশাপাশি চলল অকথ্য শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার। সুদূর ঘানা থেকে তিনি জানিয়ে ছিলেন চার দিন না খেতে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছিল। শুধু মারধোর করতো তালিবানরা।

তবে সোমেনের কথায় আমি একদিনও হতাশ হইনি,জেদ ছিল হার মানব না। বিশ্ব ভ্রমণের যে স্বপ্ন চোখে নিয়ে সুন্দরবনের বাসন্তী ছেড়েছিলাম তা বাস্তব করতে হবে যে। সব অত্যাচার সহ্য করছিলাম। ধীরে ধীরে ওরা বুঝল আমার কোনও খারাপ উদ্দেশ্য নেই। তখন আমাকে কুকের কাজে লাগালো। ১১ দিন ওদের রান্নার কাজ করলাম। আমার হাতের সুন্দরবনের রান্না খেয়ে মন গলল কাবুলি তালিবানদের। তারপর ২৪ দিনের বন্দিদশা কাটল। এই ২৪ দিনের ৪দিন না খেয়ে,৯ দিন তালিবানদের সাফাই এর কাজ করে,আর ১১ দিন রাঁধুনির কাজ করে কাটিয়ে দিয়েছিলেন সোমেন।

ডাকাতের হাতে নিঃস্ব হওয়ার মতো খারাপ অভিজ্ঞতা যেমন হয়েছে। তেমনি ভালো অভিজ্ঞতাও রয়েছে প্রচুর। স্বাচ্ছন্দ্য, প্রাচুর্যের মাঝে দিন কাটানোর পাশাপাশি আফ্রিকার খোলা আকাশের নীচে আদিবাসীদের সাথে চিতা, গন্ডারের গায়ে গা লাগিয়ে দিন কাটানোর অভিজ্ঞতাও হয়েছে। ২০১১ সালে উত্তর মেরুতে যাত্রার সময় মাইনাস ৪৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে জমে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। উত্তর মেরুতে এস্কিমোদের সঙ্গে দিন কাটানোর স্মৃতি তাঁর কাছে আজও অন্যতম সেরা অনুভূতি।বিবেকানন্দের ভারত এর বানী পাথেয় করে পথে নেমেছেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের বাসন্তী ব্লকের সোমেন। তিনি বলেছিলেন গোটা বিশ্বজুড়ে খণ্ড,খণ্ড ভারতবর্ষ ছড়িয়ে রয়েছে। আর এই ভারতবর্ষকে খুঁজতেই যেন পথে নামা।

ইউরোপ হোক বা মধ্যপ্রাচ্য অথবা আফ্রিকা ভারতীয় ভাই বোনেরা ঠিক খুঁজে পেতে আপন করে নিয়েছেন সোমেনকে। সফরকালে আজ অবধি ২৬ টি দেশের প্রেসিডেন্ট, ৫৬ টি দেশের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাতের পাশাপাশি ১০৫ টি দেশে ভারতীয় হাই–কমিশনার সহ দেশ বিদেশের লক্ষ লক্ষ মানুষের মনকে ছুঁয়ে গেছেন।কিন্তু এত লোকের মাঝে আজও সোমেনের চোখে দেখা সব থেকে সুখী মানুষ হলেন একজন বাংলাদেশী। যিনি মাত্র ২০ টাকা দৈনিক রোজগারেও নিজের পরিবারকে নিয়ে আনন্দে দিন কাটান।

এরপর পাঁচের পাতায়

Alipur Barta: 53 year : Vol No.: 53, Issue No. 43, 17 August - 23 August, 2019

বুলের চাকা ঘুরছে, লগ্নিও দানা বাঁধছে

পার্থসারথি গুহ

বিশাল জনমত নিয়ে নমোর প্রত্যাবর্তনের পরেও দেশজুড়ে বিরোধী দলগুলির কথা শুনলে মনে হবে কেন্দ্রে বোধহয় কোনও সরকারই নেই। যাও বা আছে তা অত্যন্ত নড়বড়ে। একবার ভোট হলে সেটাও ভেঙে পড়বে। অথচ দেশের আর্থিক সূচক ঠিক উলটো কথাটাই বলে আসছে। কিছুদিন আগেও ১২ হাজারের ওপর নিফটি আর ৪০ হাজারের ওপর সেনসেক্সের অবস্থান সাফ বুঝিয়ে দিয়েছে ভারতের আর্থিক অবস্থা মোটেই তেমন খারাপ নয়। শক্তিশালী একটা শাসন ব্যবস্থা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ না থাকলে এভাবে ভারতীয় শেয়ার বাজারের লাগাতার বেড়ে চলা সম্ভব নয়।

যদিও বিরোধীরা শেয়ার বাজারের বৃদ্ধির সঙ্গে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক কোনও যোগসূত্র পাচ্ছেন না। ঘুরিয়ে অর্থবাজারের এই রমরমার পিছনে অপারেটর নির্ভর চালাকির কথা তুলে ধরছেন তারা। কিন্তু বিদেশি আর্থিক বিশেষজ্ঞ সংস্থা মর্গ্যান স্ট্যানলি, মুডিজ যে ভারতীয় বাজারকে লেটার মার্কস দিচ্ছেন তা তো আর অস্বীকার করা যায় না। যে বিদেশিরা কোনও দেশের সেআর্থিক ভিত মজবুত না হলে লগ্নি করেন না তাদের ভারতের অর্থবাজারের প্রতি এত আগ্রহ তো আর এমনি এমনি গড়ে ওঠেনি। নিশ্চিতভাবে ভারত বিদেশি লগ্নিকারীদের কাছে একটা বড় গন্তব্য হয়ে উঠেছে।

সেই প্রেক্ষাপটে অন্যতম প্রধান কারণ হয়ে উঠেছে চিনের বৃদ্ধি থমকে যাওয়া। চিনের সর্বনাশ কার্যত ভারতের বাজারে পৌষমাস হিসাবে আবির্ভূত হয়েছে। অনেকে বলেন বিদেশি লগ্নিকারীরা হল পরিযায়ী পাখির মতো। কখন তাদের বিনিয়োগ তুলে নেবেন তার গ্যারান্টি নেই।

সেক্ষেত্রে বলতে হবে ভারতীয় ফান্ডগুলির সাবালক হয়ে ওঠা দেশের অর্থবাজারের বড় প্রাপ্তি। বিশেষ করে গত ২ বছর

অর্থনীতি

ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ব্যাপক উত্থানের পিছনে সবথেকে বড় ভূমিকা নিতে দেখা গিয়েছে ডোমেস্টিক ফান্ড বা এলআইসির মতো অগ্রনী সংস্থাকে। তাও বিদেশি লগ্নিকারীদের আস্থা ছাড়া এই বৃদ্ধি ধরে রাখা যেত না বলে অভিমত শেয়ার বিশেষজ্ঞদের। চিনের খারাপ অবস্থা ছাড়াও দেশে স্থায়ী সরকারের অবস্থান, আর্থিক উদারীকরণের পথে কেন্দ্রীয় সরকারের সচেষ্ট থাকা সবকিছুই অনুঘটকের কাজ করেছে। তাছাড়া জিএসটি নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে যতই চাপানাউতোর থাকুক না কেন, একে লগ্নিকারীরা যে ভালচোখে দেখছেন তাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বস্তুত এতকিছুর যোগফল ভারতীয় শেয়ার বাজারের এই ক্রমোত্থান। যা আগামী ২–৩ বছর জারি থাকার সম্ভাবনা প্রবল। সেক্ষেত্রে ভারতীয় সূচক জোর নিফটি ও সেনসেক্সের যথাক্রমে ১৬ হাজার ও ৫০ হাজার হয়ে ওঠাও অস্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে বেশি হলেও অবাক হওয়ার

কিছু নেই।

ঝাপাঝপ প্রথম ৪–৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হয়ে গেলে একটা টিমের যেমন ল্যাজেগোবরে হাল হয় সাম্প্রতিক পতনে এই অবস্থাই হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারের। নিফটি ও সেনসেক্স দুমরে মুচরে একাকার হয়ে গিয়েছিল। এরকম খারাপ পরিস্থিতিতে যে কোনও টিমের প্রয়োজন হয় একটা ভালো জুটি গড়ে ওঠার। যার ওপর ভর করে ফের ঘুরে দাঁড়াতে পারে ইনিংস। বস্তুত, এই জুটি বাঁধার কাজটাই এতদিন চলছিল সন্তর্পণে। যার ভরপুর প্রকাশ ঘটল গত কয়েক সপ্তাহে।

এই বাজারে যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল একটা প্রতিরোধ কিন্তু আসছে এই ১০– সাড়ে ১০ হাজারের জায়গা থেকে। নিফটি আপাতত যেন দৃঢ় ভাষায় বুঝিয়ে দিতে চাইছে সে আর বেশি নিচে যাবে না। তা বলে এমন ভাবার কারণ নেই যে সব একেবারে আমূল পালটে গিয়েছে, বাজার এবার তা থই তা থই করে নাচবে তা কিন্তু নয় মোটেই। বড়সড় কোনও বিপদ এসে এখনই হানা দেবে না।

এখন প্রশ্ন উঠছে শেয়ার বাজার সম্পর্কে অন্ধকারটা কি পুরোপুরি কেটেছে বাঙালির মন থেকে। এই কথাটা সেজন্যই উঠছে সময়ের সঙ্গে যুগের সাথে তাল মেলালেও এখনও অর্থবাজার নিয়ে অনেকটাই অন্ধকারে গ।পরতা বাঙালি। শেয়ার বাজার কী, খায় না মাথায় মাখে সেটাই তো পরিস্কার নয়। অনেকে তো বেমালুম একে জুয়ার আড়ত বলে

আখ্যা দিয়ে দেন। অদ্ভুত এক প্রশান্তি লাভ করেন শেয়ার বাজার নিয়ে চারটি গাঁজাখুরি তথ্য তুলে ধরে। যারা শেয়ার বাজারকে নিয়ে এত কটুক্তি করেন তারাই আবার চিটফান্ডে টাকা রেখে ফেঁসে গিয়েছেন এমন উদাহরণও কিন্তু ভুরি ভুরি। তারা একবারও ভেবে দেখেন না শেয়ার বাজার কিন্তু ভারত সরকার অনুমোদিত। হয়তো সেখানে অনেক আজে বাজে কোম্পানির শেয়ার ফাঁকতালে গছিয়ে গিয়েছে সেখানে। কিন্তু, পাশাপাশি প্রচুর সংস্থা রয়েছে যারা চুটিয়ে মাথা উচু করে ব্যবসা করে চলেছে। বছরের পর বছর একেকটা ত্রৈমাসিকের দুর্দান্ত পারফরমেন্স, ভাল ব্যবসা ধরে রাখা, ঠিকঠাক অর্ডার পাওয়া ইত্যাদি ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এরা শেয়ার বাজারে আইকন হয়ে উঠেছে। পোশাকি ভাষায় এদের বলা হয় ব্লু চিপ শেয়ার। এদের কাজের দক্ষতার নিরিখেই এরা অভিজাত

হয়ে উঠেছে শেয়ার বাজারে। সেজন্যই শেয়ার বাজারে পা রাখা ইস্তক বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন ধারাবাহিকতায় সেরা এইসব ব্লু চিপ শেয়ার কিনতে। ইনফোসিস, টিসিএস, আইটিসি, এইচডিএফসি, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক, টাটা স্টিল, হিন্দুস্থান উইনিলিভার, ডাবর প্রভৃতি বেশ কিছু নাম আছে যাদের শেয়ার কিনলে আপনি চোখ বুজে থাকতে পারেন। অনেকটা ফিক্সড ডিপোজিটের মতো ব্যাপার আর কি। বলাবাহুল্য, ফিক্সড ডিপোজিটের চেয়ে লাভের পরিমাণও এখানে অনেকটা বেশি। তাও বিশেষজ্ঞরা এও বলে থাকেন, বাজারে যে অংশের টাকা লগ্নি করবেন তার পুরোটাই শেয়ার বাজারে না খাটিয়ে এর অন্তত ২৫–৩০ শতাংশ অর্থ বিনিয়োগ করা। বাকিটা অবশ্যই ফিক্সড ডিপোজিট ও অন্যান্য খাতে লগ্নি করা উচিত। শেয়ার বাজারের ঝুঁকির কথা মাথায় রেখেই এই কথা বলা। তবে বয়স কম হলে ঝুকি নেওয়ার ক্ষমতা অনেকটাই বেড়ে যায়। মোটের ওপর শেয়ার বাজারে যদি সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে এগনো যায় তাহলে এখান থেকে জীবনের অনেক সাধ আহ্লাদ মেটানো সম্ভব। আয়ের একটা অংশ যদি মাসে মাসে অল্প অল্প করে শেয়ারে লগ্নি করা যায় তাহলেও সুন্দর ভবিষ্যত গড়া সম্ভব।

সেজন্য এখন থেকেই তাই শেয়ার বাজারে কাজ করার মানসিকতা নিয়ে এগতে হবে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে কাজ করলে খুবই ভাল। আর শেয়ার বাজারে কাজ করতে হলে এই মুহূর্তে জরুরি যেটা সেটা হল একটা ভাল জায়গায় ডিম্যাট ও ট্রেডিং আকাউন্ট খুলে ফেলা। আর আস্তে আস্তে কাজ আরম্ভ করা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০১৯

মেষ : ব্যবসা–বাণিজ্যে সফলতারযোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি যোগ রয়েছে। লেখাপড়ার ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার যোগ রয়েছে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ।

বৃষ : বন্ধুরা আপনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। দায়িত্বমূলক কাজে সাফল্যের যোগ রয়েছে। কিন্তু সপ্তাহের শেষ দিকে কোনও দায়িত্বের মধ্যে যাবেন না। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। কর্মক্ষেত্রে যশ পাবেন।

মিথুন : ভাই বোনদের কাছ থেকে যথেষ্ট সাহায্য পাবেন। শিক্ষায় অগ্রগতির যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে গোলযোগ থাকলেও ক্ষতি হবে না। আয় ভালই হবে। বন্ধুর দ্বারা অর্থ প্রাপ্তি।

কর্কট : অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভ ফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে সপ্তাহের শেষে শুভ যোগাযোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় সাফল্যের যোগ রয়েছে। ব্যবসায় লাভ যোগ লক্ষিত হয়। কর্মক্ষেত্রে সুনাম যশ বজায় থাকবে। আত্মীয়দের সঙ্গে সদ্ভাব বজায় থাকবে।

সিংহ : আপনার দৃঢ়তার জন্য সাফল্যের পথে অগ্রসর হতে পারবেন। আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতির যোগ রয়েছে। মনের মত মানুষের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। সন্তান সন্ততি বিষয়ে শুভযোগ রয়েছে।

কন্যা : যতই ঝামেলা ঝঞ্ঝাট, বাধা–বিপত্তি আসুক না কেন আপনি অবশ্যই জয় লাভ করতে সমর্থ হবেন। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। গৃহ ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে অগ্রসর না হওয়াই ভাল। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। শিক্ষায় শুভ হবে।

তুলা : স্নেহ প্রীতির যোগ রয়েছে কিন্তু সতর্কে চলতে হবে। আর্থিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ থাকলেও বুদ্ধির ভুলে ক্ষতির যোগ রয়েছে। দায়িত্বমূলক কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। লেখাপড়ায় মিশ্রফল পাবেন।

বৃশ্চিক : বেকারত্বের অবসান হবে। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। ব্যবসা–বাণিজ্যে লাভযোগ লক্ষিত হয়। আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফলভাল হবে। পিতার স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। যোগাযোগমূলক কাজে সাফল্য পাবেন। সতর্কে চলবেন।

ধনু : বন্ধু–বান্ধব থেকে সতর্ক থাকবেন। মনের কতা কাউকে না জানানোই ভাল, বাধার মধ্য দিয়ে আর্থিক উন্নতির যোগ রয়েছে। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। নাড়ীঘটিত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। ভাগ্যের উন্নতির যোগ রয়েছে।

মকর : মানসিকতার দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়বেন। দায়িত্বমূলক কাজে বাধা। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় ফল ভাল হবে। যকৃৎ সংক্রান্ত পীড়ায় ও সংক্রামক পীড়ায় কষ্ট পাবেন। বুদ্ধি করে না চললে ক্ষতি হবে।

কুম্ভ : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা আসবে। তথাপি আপনি অর্থনৈতিক উন্নতিতে সক্ষম হবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে ভাল ফল করবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট। দূর ভ্রমণের যোগ রয়েছে।

মীন : শরীর ভাল যাবে না। বায়ু সংক্রান্ত পীড়ায় কষ্ট পাবেন। ব্যবসা–বাণিজ্যে বাধার মধ্য দিয়ে সাফল্য পাবেন। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। কর্মক্ষেত্রে উন্নতির যোগ রয়েছে। আয়ের ক্ষেত্রে মিশ্র ফল পাবেন। বন্ধুদের থেকে দূরে থাকবেন।

কলকাতা পুলিশে ৩৩৪ সিভিক ভলান্টিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৩৩৪ জন সিভিক ভলান্টিয়ার নেবে কলকাতা পুলিশ। নিয়োগ করা হবে কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন ডিভিশন ও ইউনিটে। প্রথমে ২ সপ্তাহের ট্রেনিং। মহিলারাও আবেদন করতে পারেন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : FRC/Recruit/04/2019.

শূন্যপদের বিবরণ : কলকাতা হোম গার্ড অর্গানাইজেশন : ১১৬টি, ট্রাফিক গার্ড অর্গানাইজেশন : ১১৬টি, ট্রাফিক বিভাগ : ৮০টি, সাউথ সুবার্বান ডিভিশন : ১০টি, সাউথ ইস্ট ডিভিশন : ১৫টি, ইস্ট ডিভিশন : ৮টি, নর্থ ও নর্থ সুবার্বন ডিভিশন : ৩০টি, ইস্টার্ন সুবার্বন ডিভিশন : ১০টি, সাউথ ডিভিশন : ৮টি, পোর্ট ডিভিশন : ২৫টি, সাউথ ওয়েস্ট ডিভিশন : ১৫টি, সেন্ট্রাল ডিভিশন : ৫টি, ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার : ১০টি, কলকাতা মাউন্টেড পুলিশ : ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ক্লাস এইট। শারীরিক ও মানসিক ভাবে সুস্থ হতে হবে। খেলাধুলায় পারদর্শী হলে এবং এন সি সি ক্যাডেট বা বয় স্কাউট বা এন এস এস গাইড বা সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার। কলকাতা পুলিশের আওতাধীন এলাকার স্থায়ী বাসিন্দারা অগ্রাধিকার পাবেন। হোম গার্ডের ক্ষেত্রে প্লাম্বিং, ইলেক্ট্রিক, সাফাই এবং রান্নার কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। মাউন্টেড পুলিশের ক্ষেত্রে জীবজন্তুর সঙ্গে মেলামেশায় স্বচ্ছন্দ হতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

কাজের খবর

বয়স : ১–১–২০১৯ তারিখে ২০ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। তবে, কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত প্রার্থীরা কলকাতা পুলিশ বা রাজ্য সরকারের অন্য কোনও দফতরে এই নিয়োগকে স্থায়ী চাকরি বলে দাবি করতে পারবেন না।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান পাবেন এই ওয়েবসাইটে : www.kolkatapolice.gov.in দরখাস্তের বয়ান এ–ফোর মাপের কাগজে প্রিন্ট করিয়ে নেবেন। যে–কোনও একটি ইউনিটের শূন্যপদের জন্য আবেদন করবেন। দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন : * প্রার্থীর এক কপি পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। ফটোটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। * বয়স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় প্রমানপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর সচিত্র পরিচয়পত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল। * প্রযোজ্য ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ভরা খামের উপর লিখবেন : APPLICATION FOR THE POST OF CIVIC VOLUNTEER. দরখাস্ত যে–ইউনিটের শূন্যপদের জন্য আবেদন করেছেন সেই ইউনিটের ঠিকানায় রাখা নির্দিষ্ট ড্রপ বক্সে ১৬ আগস্ট, বিকেল ৫টার মধ্যে সরাসরি গিয়ে জমা দিতে হবে।

ইউনিট ও ডিভিশন অনুসারে দরখাস্ত জমা দেওয়ার ঠিকানা : North & North Suburban Division : Deputy Commissioner of Police, North & North Suburban Division, 113, A. P. C. Road, Kolkata 700 009, Central Division : Deputy Commissioner of Police, Central Division : 138, S. N. Banerjee Road, Kolkata– 700 013, South Division : Deputy Commissioner of Police, South Division : Duputy Commissioner of Police, South Division, 34, Park Street, Kolkata – 700 016, East Division : Deputy Commissioner of Police, East Division, 512, Hossenpur, Kolkata – 700 107, Eastern Suburban Division : Deputy Commissioner of Police, South Division, 105, Hem Chandra Naskar Road, Kolkata 700 010, South East Division : Deputy Commissioner of Police, South East Division, 2, Syed Amir Ali Avenue, Kolkata 700 017, South Suburban Division : Deputy Commissioner of police, South Suburban Division, Tollygunge Emergency Force Lines, 255/257, D. P. S Road, Kolkata 700 033, South West Division : Deputy Commissioner of Police, South West Division, Tollygunge Emergency Force Lines, 255/257, D. P. S Road, Kolkata 700 033, Traffic Trainin School, 8, Tarashankar Sarani, Kolkata – 700 037. Port Division, Kolkata Police : Deputy Commissioner of Police, Port Division, 1, Dumayune Avenue, Kolkata 700 043. Home Guard Organization এবং Kolkata Mounted Police : Deputy Commissioner of Police, Home Guard Organization, 29 , R. N. Mukherjee Road, Kolkata 700 001, Brigade Headquarter : Senior Deputy Commissioner of Police, Armed Police, Kolkata : 7, Diamond Harbour Road, Kolkata 700 027.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

এল আই সি হাউজিং ফিনান্সে ৩০০ অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসোসিয়েট ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসোসিয়েট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে ৩০০ জন কর্মী নেবে লাই ইনশিওরেন্স কর্পোরেশন হাউজিং ফিনান্স। অ্যাসিস্ট্যান্ট ও অ্যাসোসিয়েট পদের ক্ষেত্রে প্রথমে ৬ মাসের প্রবেশন। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে নিয়োগ হবে ম্যানেজমেন্ট ট্রেনি পদে। ১ বছরের ট্রেনিং শেষে সফল প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদে। প্রার্থী বাছাই হবে অনলাইন পরীক্ষার মাধ্যমে। পশ্চিমবঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্র আছে। অ্যাসিস্ট্যান্ট, অ্যাসোসিয়েট এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের মধ্যে যে কোনও একটি পদেই আবেদন করা যাবে। অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট পদের ক্ষেত্রে যে কোনও একটি রিজিয়নের নির্দিষ্ট একটি শূন্যপদের জন্যই আবেদন করতে পারবেন। সে জন্য এখানে ইস্টার্ন রিজিয়নে উপরোক্ত দুটি পদের জন্য নির্দিষ্ট শূন্যপদের বিষয়ে জানানে হল। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার পদের ক্ষেতের আঞ্চলিক কোনও বিধিনিষেধ নেই।

শূন্যপদের বিবরণ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার : ১০০টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ স্নাতক। সেই সঙ্গে মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ নিম্নলিখিত যোগ্যতার যে কোনও একটি থাকতে হবে– মাস্টার অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এম বি এ), মাস্টার অব ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ (এম এম এস), পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন , পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা ইন ম্যানেজমেন্ট। সেই সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে।

বেতন : ট্রেনিং চলাকালীন প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা। ট্রেনিং শেষে নিয়োগের পর বেতনক্রম : ৩২,৮১৫–৬১,৬৭০ টাকা।

অ্যাসিস্ট্যান্ট : ইস্টার্ন রিজিয়ন (পশ্চিমবঙ্গ, অসম, সিকিম, ত্রিপুরা) : ১৪টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৫৫ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক। সেই সঙ্গে কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। বেতনক্রম : ১৩,৯৮০–৩২,১১০ টাকা।

অ্যাসোসিয়েট : ইস্টার্ন রিজিয়ন (পশ্চিমবঙ্গ, অসম, সিকিম, ত্রিপুরা) : ৮টি। শিক্ষাগত যোগ্যতা : মোট অন্তত ৬০ শতাংশ নম্বর সহ যে কোনও শাখায় স্নাতক, সঙ্গে সি এ ইন্টারমিডিয়েট এক্সামিনেশন পাশ করে থাকতে হবে। কম্পিউটার জ্ঞান থাকতে হবে। বেতনক্রম : ২১,২৭০–৫০,৭০০ টাকা।

বয়স : সব ক্ষেত্রেই ১–১–২০১৯ তারিখে ২১ থেকে ২৮ বছরের মধ্যে হতে হবে।

প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি অনলাইন পরীক্ষা এবং ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে। সব শেষে মেডিক্যাল এক্সামিনেশন। পশ্চিমবঙ্গের পরীক্ষাকেন্দ্র কলকাতা এবং শিলিগুড়ি। পরীক্ষা ৯ বা ১০ অক্টোবর।

অনলাইন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : ইংলিশ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর), জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর)। সময়সীমা ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : ইংলিশ (৫০ নম্বর), লজিক্যাল রিজনিং (৫০ নম্বর) জেনারেল অ্যাওয়ারনেস (৫০ নম্বর) এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে নিউমেরিক্যাল এবিলিটি বা কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড (৫০ নম্বর)। সময়সীমা ২ ঘন্টা। নেগেটিভ মার্কিং আছে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.lichousing.com অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৬ আগস্ট। প্রার্থীর চালু ই–মেল আই ডি থকতে হবে।

অনলাইন দরখাস্তের সময় জে পি জি বা জেপেগ ফর্ম্যাটে স্ক্যান করা প্রার্থীর পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফটো (২০০ × ২৩০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), কালো কালিতে করা সই (১৪০ × ৬০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ১০ থেকে ২০ কেবি সাইজের মধ্যে), বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ছাপ (২৪০ × ২৪০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ২০ থেকে ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে) এবং ইংরেজিতে প্রার্থীর নিজে হাতে লেখা একটি ডিক্লারেশন (৮০০× ৪০০ পিক্সেল ডাইমেনশনে, ৫০ থেকে ১০০ কেবি সাইজের মধ্যে) আপলোড করতে হবে। ডিক্লারেশনের বয়ান পাবেন উপরোক্ত ওয়েবসাইটে। অনলাইন দরখাস্ত যথাযথভাবে পূরণ করে সাবমিটের পর একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর এবং পাসওয়ার্ড পাওয়া যাবে। এগুলি লিখে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

ফি বাবদ দিতে হবে ৫০০ টাকা। সেই সঙ্গে জি এস টি বাবদ অতিরিক্ত ১৮ শতাংশ। ফি দেওয়া যাবে অনলাইনে ডেবিট (রূপে/ভিসা/মাস্টার কার্ড/মায়েস্ট্রো) বা ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাঙ্কিং বা আই এম পি এস বা ক্যাশ কার্ড অথবা মোবাইল ওয়ালেটের মাধ্যমে। অনলাইনে ফি জমা দিয়ে পাওয়া ই–রিসিপ্টের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

অনলাইনে দরখাস্ত যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা দরখাস্তের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না। নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৪১

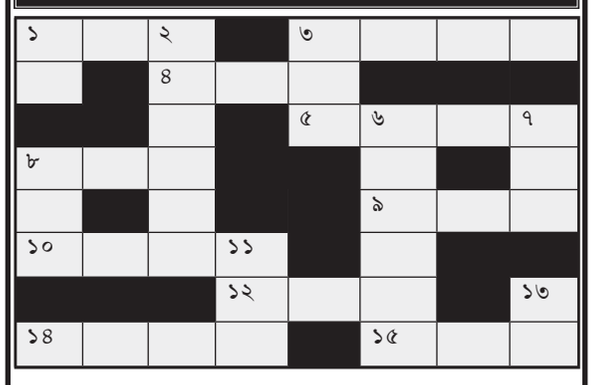

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। গুণাগুণ পরীক্ষা, যাচাই ৩। আঞ্চলিক ভাষায় বয়োজেষ্ঠ্য ভগিনীপতি ৪। প্রতিশোধ ৫। প্রণাম, আদাব ৮। কিরণ, জ্যোতি ৯। সলজ্জ, বীড়াযুক্ত ১০। কোলাহল ১২। হাতির পিঠে বসার আসন ১৪। বাকচাতুরী ১৫। মিল্লা হলে ফুটবলার বিনি হলে ক্রিকেটার।

উপর–নীচ

১। বাংলাদেশের এক নদী ২। তত্ত্বতালাশ, খোঁজখবর ৩। ঢাকা বারান্দা বা মন্ডপ ৬। জায়গিরপ্রাপ্ত সেনাপতির উপাধি বিশেষ ৭। মজা, কৌতুক ৮। অগ্রভাগ, মাথা ১১। বজায় থাকা ১৩। মুসলমান সাধুপুরুষ।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৪০

পাশাপাশি : ১। ওডিকোলন ৪। দাস ৬। নদীকূল ৭। ধরণী ৯। মহলা ১১। বিনশ্বর ১২। বন্ধু ১৩। চরণ রেণু।

উপর–নীচ : ২। ডিসেম্বর ৩। নতুনত্ব ৫। সকালবেলা ৭। ধর্মবিপ্লব ৮। মারপ্যাঁচ ১০। হরেদরে।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে টি ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : টি ম্যানেজমেন্টের স্নাতকোত্তর ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি নিচ্ছে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের টি সায়েন্স বিভাগ। কোর্সের মেয়াদ ১ ছর। কোর্স শুরু হবে ১৮ সেপ্টেম্বর।

আসন সংখ্যা : ৪৩টি। সাধারণ ২১, তফসিলি জাতি ১০, তফসিলি উপজাতি ৩, ও বি সি–এ ৪, ও বি সি–বি ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধী ১, দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী বা অন্ত্যোদয় ক্যাটেগরি ১।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : যে কোনও শাখায় স্নাতক। বয়স : ১–৬–২০১৯ তারিখে ২৫ বছরের মধ্যে হতে হবে। কোর্স ফি : ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে ৩০,০০০ টাকা। প্রার্থী বাছাই করা হবে একটি লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। ৫০ নম্বরের পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে এই সব বিষয়ে : বটানি, জুলজি, কেমিস্ট্রি, ইংরেজি, জেনারেল নলেজ ও কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স এবং রিজনিং, সময়সীমা ১ ঘন্টা। পরীক্ষা ১২ সেপ্টেম্বর। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.nbu.ac.in আবেদনপত্র পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা আবেদনপত্রের সঙ্গে দেবেন

* ফি বাবদ ২০০ টাকার ব্যাঙ্ক ড্রাফট। ড্রাফটি 'University of North Bengal'–এর অনুকূলে প্রদেয় হতে হবে। * প্রার্থীর চার কপি স্ট্যাম্প সাইজ ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো আবেদন পত্রের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন। বাকি ৩টি ফটো আবেদনপত্রের সঙ্গে গেঁথে দেবেন। * শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রমাণপত্র হিসেবে যাবতীয় মার্কশিট ও সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল। * কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের প্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)। * বি পি এল কার্ডধারী বা অন্ত্যোদয় ক্যাটেগরিভুক্তদের ক্ষেত্রে যথাযথ নথিপত্রের প্রত্যয়িত নকল। * প্রার্থীর নাম ঠিকানা লেখা ও যথাযথ মূল্যের ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ পূরণ করা আবেদনপত্র ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The Registrar. UNIVERSITY OF NORTH BENGAL, P. O. NORTH BENGAL, UNIVERSITY, Raja Rammohunpur, Siliguri– 734014, Dist : Darjeeling. খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : (০৩৫৩)২৭৭৬৩৮০

আতস কাঁচে

জমি বিবাদে খুন বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জমিজমা সংক্রান্ত বিবাদের জেরে খুড়তুতো ভাইদের হাতে খুন হলেন বছর পঁয়ষট্টির এক বৃদ্ধ। নিহতের নাম বনমালি হালদার। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানার অন্তর্গত হোমরা পলতা গ্রামে। রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করে দেহ ঝুলিয়ে দেওয়া হয় ঘরের চালে। এরপর অভিযুক্তরা ধারালো অস্ত্র দিয়ে বনমালির যৌনাঙ্গ কেটে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ। এই ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। খবর পেয়েই রাতে জীবনতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছেন। তবে এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত কেউ আটক বা গ্রেফতার হয়নি।

মাস দুয়েক আগে থেকেই জমি নিয়ে বনমালি হালদারের সাথে খুড়তুতো ভাই শ্রীধর হালদার, কেশব হালদার, হরিদাস ও তাদের অন্যান্য ভাইদের সাথে বিবাদ চলছিল। এ নিয়ে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত ও এলাকার মাতব্বররা বিচার করে দিলেও সেই বিচার মানতে চাননি শ্রীধর, হরিদাসরা। ফলে বিবাদ লেগেই ছিল। অন্যান্য দিনের মত বনমালি রবিবার খাওয়া দাওয়া করে রান্নাঘরে ঘুমিয়েছিলেন। রাত দুটো নাগাদ বনমালিকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে যায় অভিযুক্তরা। পরিবারের সকলের অজ্ঞাতেই বনমালিকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। এরপর খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করে বলে অভিযোগ বনমালী হালদারের পরিবারের। তবে ঘটনার পর থেকে পলাতক অভিযুক্তরা।

বজ্রপাতে মৃত পিতা–পুত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গ্রামে বজ্রপাতে মৃত্যু হল পিতা–পুত্র সহ তিনজনের।ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিগাছী গ্রাম ও পরশমনি গ্রামে।মৃতরা হল শান্তিগাছী গ্রামের পিতা–পুত্র শ্রীবাস মৃধা(৫২),হরপ্রসাদ মৃধা (২৭),এবং পরশমণি গ্রামের কপিল মন্ডল(২৭)।

এমন মর্মান্তিক ঘটনায় তিনজনের আচমকা মৃত্যুতে লাহিড়িপুর গ্রাম পঞ্চায়েত জুড়ে নেমে এসেছে বিশাল শোকের ছায়া। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে গত কয়েকদিন ঝিরঝিরে বৃষ্টি হওয়ায় নিজেদের চাষের ধানজমিতে সামান্য জল জমলে চাষের কাজে নেমে পড়েন শ্রীবাস মৃধা,কপিল মন্ডলরা। অন্যান্য দিনের মতো সোমবার সকালে শ্রীবাস,হরপ্রসাদ,কপিল মন্ডলরা মাঠে গিয়ে ছিলেন ধানরোয়ার কাজ করতে।

এদিন সকাল থেকেই বৃষ্টি হচ্ছিল জোরকদমে। পাশাপাশি বিদ্যুতের ঝলকানি আর মেঘের গর্জন চলছিল ব্যাপক ভাবেড়েরায়ার কাজ সেরে দুপুরে শান্তিগাছী গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন বাবা শ্রীবাস মৃধা ও ছেলে হরপ্রসাদ মৃধা।অন্য দিকে পার্শ্ববর্তী পরশমণি গ্রামের কপিল মন্ডল ও রোয়ার কাজ সেরে মাঠ থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। সেই সময় আচমকা বজ্রপাত ঘটলে ঘটনাস্থলেই তিন জনেরই মৃত্যু হয়।

নরেন্দ্রপুরে তিনটি খুনের আসামী এখনো অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: নরেন্দ্রপুর থানার অধীনে খেয়াদহ গ্রাম পঞ্চায়েত ২নং এ খরকীর খালে কুচি কুচি করে দেহ রাতের বেলায় প্যাকেট করে ফেলে দিয়ে গেলো কে বা কারা নরেন্দ্রপুর থানা অন্ধকারে। কিছুদিন আগে ২কিলোমিটার দূরে আর একটি খুন হয় তিহুড়িতে ॥ বাগানবাড়ির কেয়ার টেকার স্বামী স্ত্রী দুজনকে খুন করে পালিয়ে গেলো রাতের অন্ধকারে। এখনো অধরা। বেশ কয়েকদিন ধরে এই খুনের ঘটনা নিয়ে পুলিশের বড় কর্তাদের আনাগোনা ছিলো। কিন্তু ব্যর্থ। শুনশান জায়গা খেয়াদহ । পুলিশ চিহ্নিত করে পুরুষের দেহ । গ্রামের লোকেরা কেউ বলতে পারেনি । সুতরাং বাইরে থেকে এসে খালে ফেলে দিয়ে গেছে এই দেহ খুবই স্বাভাবিক। এলাকায় এবাপারে পর পর দু জায়গায় তিনটি খুন হবার পর খুব ই আতঙ্কিত এলকার মানুষজন। সোনারপুর থানা এসব আসামীদের ধরতো , কিন্তু সোনারপুর থানা ভেঙে দু ভাগে ভাগ হোয়ে নরেন্দ্রপুর থানা হোল। এখন তো এলাকা কমে যাবার জন্য অনেকটাই সহজ হয়েছে ।কিন্তু এতো বড় মাপের কেস সে কারণে আসামী অধরা থেকে যাচ্ছে।এ ব্যাপারে জেলা পুলিশ স্থানীয় পুলিশ এসওজি, প্রত্যেকে তন্ন তন্ন করে খুজে এখোনো মূল অভিযুক্তকে খুজে পাওয়া গেলো না। এরপর নরেন্দ্রপুর থানার এলাকায় আর একটি খুন হয় স্বামী স্ত্রীকে খুন করে পালায়। তাকে ধরা হয়েছে টালিগঞ্জ থেকে। মানুষের বক্তব্য প্রফেশন্যাল খুনীদের পুলিশ সহজে ধরতে পারে না।

বাসন্তীর গ্রামে ধরা পড়ল বিরল প্রজাতির বাঘরোল

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধরা পড়ল এক বিরল প্রজাতির বাঘরোল। সোমবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের বাসন্তী হাইস্কুলপাড়া এলাকায়। গ্রামবাসীরা বিরল প্রজাতির বাঘরোলটিকে

না মেরে বনদফতরের হাতে তুলে দিয়েছেন।বনদফতরের কর্মীরা বিরল প্রজাতির বাঘরোলটি উদ্ধার করে মঙ্গলবার সুন্দরবনের ঝড়খালি জঙ্গলে ছেড়ে দিয়েছেন।

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে দীর্ঘ প্রায় একমাস যাব বাঘরোল টি বিভিন্ন মুরগীর খামারে এবং গৃহস্থের বাড়িতে রাতের অন্ধকারে হানা দিয়ে সকলের অলক্ষে একের পর এক মুরগী হাঁস সাবাড় করে উদরস্থ করছিল। গ্রামবাসীরা কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলেন না।তাঁরা ভেবে ছিলেন পাড়ার ছিঁচকে চোরেদের কাজ এসব।প্রতিদিন এমন ঘটনা ঘটায় গ্রামবাসীদের সন্দেহ ঘনীভুত হতে থাকে।

অন্যদিকে পোল্ট্রি ফার্মের মালিক বুঝতে পারেন তাঁর খামার থেকে প্রতিদিন একটি দুটি করে মুরগী চুরি হচ্ছে।এই ভাবে শতাধিক মুরগী চুরি হওয়ায় পোল্ট্রি ফার্ম মালিক একটি লোহার খাঁচা দিয়ে ফাঁদ পাতেন। গত এক সপ্তাহ পর অবশেষে সোমবার রাতে ধরা পড়ে শতাধিক মুরগী চোর বিরল প্রজাতির বাঘরোল। উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ধরা পড়া বাঘরোল দেখতে এসে অনেকেই মেরে ফেলার জন্য উদ্যত হলেও পোল্ট্রি ফার্ম মালিক বাঘরোল কে না মেরে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য বনদফতর কে খবর দিলে ,বনদফতরের লোকজন ঘটনাস্থলে গিয়ে বাঘরোলটি কে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করে সুন্দরবনের ঝড়খালি জঙ্গলে ছেড়ে দেন। মুরগী চোর ধরা পড়ায় স্বস্তি মেলে গ্রামবাসীদের।

পর্যটন মানচিত্রে স্থান পেতে বিশেষ উদ্যোগ

কুনাল মালিক : দক্ষিণ শহরতলির বজবজ–২ নম্বর ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ঐতিহাসিক এবং প্রাকৃতিক ক্ষেত্রগুলিকে পর্যটন মানচিত্রে স্থান করে দেওয়ার জন্য এতদিন পর তৎপরতা শুরু হল। বজবজ–২ নম্বর ব্লকে অবস্থিত বাওয়ালি জমিদারদের সব ঐতিহাসিক মন্দির ও স্থাপত্য নিদর্শনগুলি এতদিন সংস্কারের অভাবে ধ্বংস হচ্ছিল। এছাড়াও হুগলি নদী তীরবর্তী বুড়ুলের প্রাকৃতিক দৃশ্য ও সকলকে মুগ্ধ করে। শীতকালে হাজার হাজার মানুষ এখানে পিকনিক করতে আসেন। এছাড়াও নলদাঁড়ি নামে একটি ঐতিহাসিক ফেরিঘাট আছে। যেখান দিয়ে একসময় অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামী গোপনে যাতায়াত করতেন।

যেমন শহিদ অনুরূপ সেন। সম্প্রতি বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিডিও নবকুমার দাস পর্যটন বিষয় নিয়ে একটি সভা ডেকে ছিলেন। সূত্রের খবর জেলার পর্যটন আধিকারিক তানিয়া পারভিন বিডিও সাহেবকে নিয়ে বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখেন। তিনি সন্তুষ্টও হন। নির্দিষ্ট প্রকল্প পাঠাতে বলেছেন তিনি। বজবজ–২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র এবং সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জীও এ ব্যাপারে যথেষ্ট তৎপর হয়েছেন।

বুচান বাবু বলেন, বুড়ুলে একটি পিকনিক স্পট এবং রিসর্ট তৈরি হচ্ছে। ওয়াটার ট্যাক্সিরও ব্যবস্থা করা হবে। বাওয়ালির ঐতিহাসিক মন্দিরগুলো সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। নলদাঁড়ি ঘাটেও একটি বোর্ড লাগানো হবে। বিভিন্ন পিকনিক স্পটে ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর নানা উৎপাদিত সামগ্রীর স্টল করা হবে। বুচান বাবু বিডিও সাহেবের তৎপরতার যথেষ্ট প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত, বাওয়ালী রাজবাড়ি নামে একটি ভবন বর্তমানে খুব জনপ্রিয় হয়েছে। কিন্তু এটি একজন ব্যবসায়ীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। এ রাজ্য সহ ভিন দেশের পর্যটকরাও এখানে আসছেন। এখানে থাকা খাওয়ার জন্য মোটা অর্থ খরচ করতে হয়। সূত্রের খবর বজবজ ২ নম্বর ব্লক প্রশাসন চাইছে এই রাজবাড়িতে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর উৎপাদিত সামগ্রীর একটি স্টল করতে, এর ফলে এলাকার আর্থ সামাজিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন হবে।

বকুলতলা থানার পুলিশের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ ও স্বচ্ছতা অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি: প্রবাদে আছে যারা রাঁধে তারাও চুল বাঁধে। ঠিক যেমন যাঁদের কাজ এলাকার আইন শৃঙ্খলা দেখা,সন্ত্রাস দমন করে সুস্থ পরিবেশে সাধারণ মানুষ কে বসবাস করতে সহযোগিতা করা। এক কথায় রাত দিন ২৪ ঘন্টাই সাধারণ মানুষের পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর।এবার তাঁদের কে দেখা গেল প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার উদ্যোগ নিয়ে বৃক্ষরোপন ও স্বচ্ছতা অভিযানের কাজে। এলাকার মানুষের সুবিধার্থে জয়নগর থানা ভেঙে বকুলতলা থানা জন্ম নিয়েছে।আর সেই থানায় ওসির দায়িত্ব নিয়েই সুশোভন সরকার এর নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা থানায় বৃক্ষ রোপন করলেন। পাশাপাশি এলাকায় স্বচ্ছ রাখতে উর্দি পরেই ঝাড়ু হাতে সাফাই অভিযানে নেমে পড়লেন পুলিশ

কর্মীরা।যত্রতত্র নোংরা আবর্জনা পরিষ্কার করে ছা্লেন ব্লিচিং পাউডার।রোপণ করলেন একাধিক নারকেল,মেহগণি,সোনাঝুরির মতো বৃক্ষ। ওসি সুশোভন সরকার বলেন প্রথমতো যে কোন কাজ করতে গেলেই প্রয়োজন সুস্থ সবুজ পরিবেশ। তা ছাড়াও বর্তমান সময়ে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে বৃক্ষরোপণ অত্যন্ত জরুরি। যার জন্য থানার সমস্ত পুলিশ কর্মী ও সিভিক ভলেন্টিয়ারদের সহযোগিতায় সুস্থ সমাজ ও পরিবেশ গঠনের উদ্যোগ নিয়ে বৃক্ষরোপণ ও সচ্ছতা অভিযানে সামিল হয়েছি। আগামী দিনে স্থানীয় মানুষজনদের সহযোগিতায় সমগ্র বকুলতলা থানা জুড়ে এমন কর্মসূচি চালানো হবে।

এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন এলাকার রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে বিশিষ্ট সমাজসেবীরা।

কন্যাশ্রীদের নিয়ে ‘বাল্য বিবাহ’ সচেতনতা শিবির

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ঝড়খালি: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গোসাবা, বাসন্তী, ক্যানিং এবং জীবনতলা সহ জেলার অন্যান্য থানা এলাকা থেকে প্রতিবছরই মেয়েরা পাচার হয়ে চলে যাচ্ছে রাজ্য থেকে ভিনরাজ্যে। দারিদ্রতার সুযোগ নিয়ে সক্রিয় পাচারকারীরা। দারিদ্রতার ফলে অনেকেই পড়াশোনা বন্ধ করে কাজের খোঁজ করতেই পাচারকারীর খপ্পরে পড়ে ভিনরাজ্য সহ বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ বা বাবা মায়ের কাছে বোঝা হওয়ায় ১৮ বছরের আগেই বিয়ে হয়ে সংসারের হাল সামলাতে দায়িত্বভার গ্রহণ করেই বসে রয়েছে। বিশেষ করে ক্যানিং মহকুমা এলাকায় ইদানিং নাবালক নাবালিকা বিয়ে বেড়েই চলেছে। পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়ায় ফেসবুক, হোয়াটস্ অ্যাপ ব্যবহার করে অনেকেই পাচার চক্রে পড়ে পাচার হয়ে গেছে। সেই বাল্যবিবাহ এবং পাচারচক্র যাতে বন্ধ করা সম্ভব হয় সেই উদ্যোগ নিয়ে এক সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করলো ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া নামক এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার বাসন্তী ব্লকের ঝড়খালি হেড়োভাঙ্গা

বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির প্রাঙ্গনে আয়োজিত সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ক্যানিং মহিলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক মুনমুন চৌধুরী, সিআই সৌমকান্ত পাহাড়ি, ঝড়খালি থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক প্রশান্ত দাস, হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দিরের প্রধান শিক্ষক শঙ্কর ভূষণ মুখার্জী, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সদস্য সন্দীপ ভৌমিক, রাজকুমার দাস, দেবু পাত্র সহ বিশিষ্টরা।

এদিন বাল্য বিবাহ সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠানে হেড়োভাঙা বিদ্যাসাগর বিদ্যামন্দির বিদ্যালয় সহ অন্যান্য বিদ্যালয়ের প্রায় দুশোর অধিক কনাশ্রী উপস্থিত ছিল।

সচেতনতা শিবির উপস্থিত নাবালিক ছাত্রদের উদ্দেশ্যে ক্যানিং মহিলা থানার আধিকারীক মুনমুন চৌধুরী বলেন তোমাদের ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে এবং সমস্ত দিক বিবেক বিবেচনা করেই মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চালু করেছিলেন কন্যাশ্রী প্রকল্প। রাজ্য সরকারের উদ্যোগে ২০১৩ সালে কন্যাশ্রী, প্রকল্প সাফল্যের সাথে অগ্রগতি হয়েছে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর অনুপ্রেরণায় রাজ্য সরকারে কন্যাশ্রী প্রকল্প ২০১৭ সালের ২৩ জুন আন্তর্জাতিকস্তরে সমাদৃত হয়ে ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের অন্যান্য দেশে সমাদৃত হয়ে এক নবজাগরণ বিপ্লব সৃষ্টি করেছেড়েতমরাও আগামী দিনে অনন্য কনাশ্রী হয়ে বাংলার গৌরব অক্ষুন্ন রাখবে।

পড়ুয়ারা বাড়ি বাড়ি গেল নির্মল বাংলা গড়তে

নিজস্ব প্রতিনিধি: আমতার মধ্যকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদে পড়ুয়ারা ঘরে ঘরে পৌঁছে ডেঙ্গুমুক্ত সমাজ এবং সবুজ ও নির্মল হোক গ্রাম এই লক্ষ্যে গ্রামবাসীদের সচেতন করল। বিদ্যালয়ে পড়াশোনার পাঠ নেওয়া ছাত্র–ছাত্রীরা নীল সাদা জামা পড়ে বোর্ডে লাগানো কাগজ ও পেন হাতে নিয়ে গ্রামের ঘরে ঘরে পৌঁছে যেতেই চমকে গেছে গ্রামবাসীরা। সরকারের পক্ষ থেকে একাধিক বিষয় নিয়ে স্বাস্থ্যকর্মীরা সচেতন করতে আসে। কিন্তু শিক্ষকদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীরা এভাবে সচেতন করতে টালির ছাউনি ঘরে চলে আসবে এটা ভাবতেই পারছে না রূপা দলুই, শম্পা পাঁজা, রীতা মিদ্যার মতো গৃহবধূরা।

স্কুলের প্রধান শিক্ষক দীপক মল্লিক বলেন, ২০১৮ সালে মধ্যকুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জল সংরক্ষণ নিয়ে একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে গ্রামবাসীদের সামনে একাধিক বিষয় আলোচনা হয়। সেই মতো আমাদের কাছে একটা পরিকল্পনা ছিল। তারপর সিরাজবাটি চক্রের এসআই দীপঙ্কর কোলে আমাদের জানানোয় আমি ও শিক্ষক দিব্যেন্দু পাত্র এবং শিক্ষিকা ঝুম্পা দাস সঙ্গে জনা সতেরো ছাত্র–ছাত্রীদের কাছ থেকে ডেঙ্গুর কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গে সেই জল ফেলে দেয়। দেখা গেছে বেশ কিছু গ্রামবাসী শৌচাগার থাকা সত্ত্বেও মাঠে ঘাটে শৌচকর্ম সারেন। গ্রামের মানুষকে মাঠে ঘাটে শৌচকর্ম না সারতে বোঝানো হয়। পাশাপাশি গাছ লাগানোর উপকারিতাও বোঝানো হয়। আমাদের সঙ্গে থাকা স্বাস্থ্যকর্মী মলিনা মণ্ডল ছাত্রছাত্রীদের হাতে থাকা নথি গ্রামবাসীদের কাছে দেন। ডেঙ্গু প্রতিরোধ, জল সংরক্ষণ এবং গাছ বসাবার জন্য স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে গ্রাম সমীক্ষা করানোকে সাধুবাদ জানিয়ে আমতা ১ নম্বর ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক লোকনাথ সরকার। তিনি বলেন, স্কুলের পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ অবশ্যই সাধুবাদযোগ্য। আমরা গ্রামবাসীদের মধ্যে ডেঙ্গু বিষয়ে সচেতনামূলক প্রচার করছি। গ্রামের মানুষদের শৌচাগার তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। এরপরেও মাঠে ঘাটে শৌচকর্ম করাটা উচিত নয়। আমরা খোঁজখবর নেব।

এদিন আমতা ১ নম্বর ব্লকের সিরাজবাটি চক্রের মধ্যকুল গ্রামের তিরিশটির উপর বাড়িতে খুদেরা সমীক্ষা করে। স্কুলের নীল–সাদা পোশাক পরে হাতে পেন নিয়ে পরিপাটি করে খাতায় লিখে স্বাস্থ্যকর্মীর হাতে তুলে দেন কাগজ। এমন দৃশ্য চোখে লেগেছে কলেজ পড়ুয়া যুবক প্রীতম কোলের। এই ধরনের সমীক্ষার ফলে ছোট থেকে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সচেতনতা গড়ে উঠবে। পাশাপাশি গ্রামের মানুষদের কাছে এক অভিনব বার্তা দিয়ে গেল খুদে পড়ুয়ারা। স্বাস্থ্য সচেতন হলে সবারই উপকার হবে।

ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টার্মিনাসের দাবিতে গণসাক্ষর

নিজস্ব প্রতিনিধি: শিয়ালদহ ষ্টেশন ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দে চালু হয়। এখান থেকে তৎকালীন পূর্ব বঙ্গীয় রেল বিভাগ এর আওতায় ছিল। দেশভাগের আগে দার্জিলিং মেল শিয়ালদহ হতে রাণাঘাট, গেদে–দর্শনা পথ ধরে বর্তমান বাংলাদেশের মধ্যে দিয়ে শিলিগুড়ি পৌঁছিয়ে যেতো। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পূর্ববঙ্গীয় রেলের শিয়ালদহ বিভাগ ভারতের পূর্ব রেলের আওতা ভুক্ত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ তদান্তিন পূর্ব পাকিস্তান এর অন্তর্গত হয়। তদান্তিন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের বৃহ অংশের মানুষজনের লক্ষ্য ছিল কোনমতে কলকাতায় পৌঁছানো। শিয়ালদহ ষ্টেশনে তখন মানুষের দীর্ঘ সারি। খাদ্য,পানীয় জল,ওষুধ সহ কোন কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। সেই সমস্ত অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে দীর্ঘ লড়াই করেছিলেন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী। সেই সময় কালে শিয়ালদহ ষ্টেশনে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুদের দুঃখ দুর্দশা অবসানের জন্য সচেষ্ট হন ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী।

তাঁর সেই অবদানের জন্য শিয়ালদহ ষ্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টার্মিনাস করার জন্য রাজ্যের বিভিন্ন রেলওয়ে ষ্টেশনে গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযানে পথে নামলে হিন্দু সংহতি। জানা গেছে হিন্দু সংহতির পক্ষ থেকে প্রায় শতাধিক ষ্টেশনে এই গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু হয়েছে গত ৮ আগষ্ট থেকে,চলবে আগামী ১৪ আগষ্ট পর্যন্ত। শুক্রবার সকালে শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার ক্যানিং ষ্টেশনে গণস্বাক্ষর অভিযানে উপস্থিত ছিলেন হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য রজত রায়,রাজ্য কমিটির সদস্য মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল,হিন্দু সংহতির বারুইপুর জেলার সভাপতি স্বপন মন্ডল, সহ সভাপতি শ্যামল মণ্ডল,ভাস্কর সরদার,নিমাই হালদার,সুরজিত সরদার ও অন্যান্যরা। হিন্দু সংহতির কেন্দ্রীয় সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য্য বলেন, ১৪ আগষ্ট গণস্বাক্ষর সংগ্রহ অভিযান শেষ হয়ে গেলেই,কয়েক কোটি গণস্বাক্ষর সম্বলিত পত্র নিয়ে আমরা শিয়ালদহ ষ্টেশনের নাম পরিবর্তন করে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী টার্মিনাস নামকরণ করার জন্য দাবি জানিয়ে মহামান্য রাষ্ট্রপতি,৭ প্রধানমন্ত্রী এবং রেলমন্ত্রীর দ্বারস্থ হবো।আমাদের এই দাবি যতদিন না পর্যন্ত পূরণ হবে,ততদিন পর্যন্ত আন্দোলন চলবে।

গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠনের স্মারকলিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি: বিভিন্ন দাবি নিয়ে মঙ্গলবার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার গ্রামীণ সম্পদ কর্মীরা জেলা শাসকের নিকট একটি স্মারকলিপি প্রদান করেন।তাঁদের মূলত দাবি ভিআরপি দের নিয়োগ পত্র দিতে হবে, মাসিক বেতন,স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্প,৬২ বছর কর্ম নিশ্চয়তা সহ সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদান করতে হবে। রাজ্যের ৩৩০০০ গ্রামীণ সম্পদ কর্মী। এরা মূলত সোশ্যাল অডিটের কাজ করে থাকেন।এখন তারা মাসে ২০ দিন ভিবিডির কাজ করে থাকেন।সেখানে দৈনিক মজুরি ১৫০টাকা,তাঁদের দাবি, বর্তমান দুর্মূল্য বাজারে সেই টাকাও তাঁরা সময় মতো পান না। এছাড়া যা দিয়ে বর্তমান বাজারে সংসার চালানো খুবই কষ্টকর এবং বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। উল্লেখ্য লোকসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রী প্রায় প্রতিটি জনসভায় কথা দিয়েছিলেন ভোটের পর ভিআরপি দের মাসিক বেতনের ব্যবস্থা করা হবে কিন্তু আজও কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। তাই নিজেদের জীবন জীবিকার তাগিদে একপ্রকার বাধ্যহয়েই আমরা সম্পদ কর্মীরা আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছি। আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন লড়াকু কর্মী রাজ্য কমিটির

সদস্য মিন্টুরাজ সরদার,এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী ব্লকের সুরঞ্জন সরদার, উদয় বল,সংযুক্তা মন্ডল প্রমুখ। মিন্টুরাজ সরদার বলেন আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলতে বাধ্য থাকবো।প্রয়োজনে শুরু হবে অনির্দিষ্টকালের জন্য অনশন কর্মসূচি। আর এক সদস্য সুরঞ্জন সরদার বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নিজেদের বেতন বাড়ান,নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারেন না,যুব সমাজকে মৃত্যুর পথে ঠেলে ফেলে দিচ্ছেন।সেখানে অনশনই একমাত্র পথ।

শিবের মাথায় জল ঢালতে কুলতলীতে লাখো ভক্তের ভীড়

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার : শ্রাবণ মাসের শেষ সোমবার কুলতলীর কৈখালী আশ্রম ঘাটে মাতলা নদী তে লাখ মানুষের জল নিয়ে শিবের মাথায় জল দেওয়ার জন্য বাঁক নিয়ে ব্যপক ভীড় হয় । এই ভীড় সমলাতে রীতিমতো প্রশাসনকে হিমশিম খেতে হয়েছে । বিশেষ করে কুলতলী থানার বড় বাবু থেকে শুরু করে বড় সাহেব পর্যন্ত। এছাড়া কাটামরী হাটের পাশে মাতলা মোহনা নবী পুকুরিয়া থেকে জল নিয়ে মাইলের পর মাইল হেটে থেকে জল নিয়ে নং জালাবেড়িয়া আশ্রমে জল ঢালতে ঢোকে ভক্তরা। কুলতলী থানার এস আই প্রবীর দাস বলেন, এবারে অনেক বেশি ভীড় হয়েছে আগের বারের তুলনায়।রাস্তা জুড়ে বাঁক নিয়ে কাতারে কাতারে মানুষ হেটে চলেছে এ যেন ছোটো তারকেশ্বর। অটো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিলো যাও বা কয়েকটা অটো চললেও ভাড়া ৩০টাকার পরিবর্তে ৪০ বা ৫০ কিন্তু এতো ভীড় থাকা সত্ত্বেও প্রশাসনের ব্যবস্থায় কোনো অপ্রতিকর ঘটনা ঘটেনি সেদিন।

সুন্দরবনে নারী পাচার রোধে কর্মশালা

সহেলী সরদার: গত ৯ আগস্ট শুক্রবার সুন্দরবনের গোসাবা থানার পাঠানখালি হাজী দেশারত মহাবিদ্যালয়ের অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ব্যবস্থাপনায় এবং শুধু সুন্দরবন চর্চা’ পত্রিকা ও তেপান্তরের স্বপ্ন’ সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এক দিবসীয় সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল, নারী পাচার ও সাইবার অপরাধ বিষয়ে। সুন্দরবন অঞ্চলে নারী পাচারের ভয়াবহ অবস্থার ওপরে এমন কর্মশালা সত্যই ভীষণ প্রাসঙ্গিক। এ অনুষ্ঠানের বিশেষ বক্তা ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চিফ কন্ট্রোলার অফ কারেকশনাল সার্ভিস প্রসেনজিত কোলে, কলকাতার ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট– আই পি এস দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, শুধু সুন্দরবন চর্চা’ পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি, তেপান্তরের স্বপ্ন’ সংগঠনের মুখ্য সঞ্চালিকা সৃজনী লাহিড়ি, ওই কলেজের অর্থনীতি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান গ্রন্থনা সেনগুপ্ত। অনুষ্ঠানে সব সময়ের জন্য উপস্থিত ছিলেন গোসাবার বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর ও গোসাবা ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক সৌরভ মিত্র মহাশয়।

অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণ দেন কলেজের অধ্যক্ষ তরুণ মণ্ডল মহাশয়। বিধায়ক জয়ন্ত নস্কর অনুষ্ঠানের শুরুতেই নারী পাচার সংক্রান্ত তার স্থানীয় বেশ কিছু অভিজ্ঞতার কথা জানান। প্রসঙ্গক্রমে নারী পাচার রোধে পুলিশ আধিকারিক দের বিশেষ সক্রিতার কথাও তিনি জানান। বি ডি ও সৌরভ মিত্র তার বক্তব্যে পাচার হয়ে যাওয়া ও পরবর্তীতে ফিরে আসা হাসনাবাদের মেয়ে ফিরোজার কথা তুলে ধরে কলেজের ছাত্রী দের সামনে বিশেষ দৃষ্টান্ত রাখেন। শুধু সুন্দরবন চর্চা’ পত্রিকার সম্পাদক লাহিড়ি সুন্দরবনের আর্থ সামাজিক দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে

এখানকার মেয়েদের সচেতন করেন। সাধারণ বেশ কিছু প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে এই কলেজের মেয়েদের নারী পাচার ও সাইবার অপরাধ সংক্রান্ত ধারণা ও গ্রহণ করা হয়। সুন্দরবনের মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে লাহিড়ি দম্পতি দীর্ঘ দিন ধরে কাজ করে চলেছেন। অনুষ্ঠানে তেপান্তরের স্বপ্ন’ সংগঠনের সঞ্চালিকা শ্রীমতী লাহিড়ি মহিলা দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নারী পাচারের বিষয়ে মেয়েদের যেমন সচেতন করেন তেমনই এ বিষয়ে ছেলেদের কে ও পাচারের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসতে উৎসাহিত করেন। এই কলেজের অধ্যাপিকা গ্রন্থনা সেনগুপ্তের বক্তব্যে পাচার প্রতিরোধের জন্য মেয়েদের আরও বেশি অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার পক্ষ্যে দাবি ওঠে।

মাননীয় প্রসেনজিত কোলে মানব পাচার নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা করেন তা ছিল অনবদ্য। আধুনিক দাসত্ব প্রথা হিসাবে এই পাচার কে তিনি চিহ্নিত করেন। পরিবারের বিশ্বস্ত পরিচিত, প্রতিবেশী, গ্রামের দোকানদাররাই যে পাচারকারীদের মাধ্যম তা তিনি বলেন। আইনের বিভিন্ন ধারা উল্লেখ করে তিনি পাচার এর বিরুদ্ধে মেয়েদের রুখে দাঁড়ানোর জন্য ও সচেতন করেন। অনুষ্ঠানের শেষে বক্তব্য রাখেন স্পেশাল সুপারিন্টেনডেন্ট দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। অসাধারণ মনোজ্ঞ ভাবে তিনি সুন্দরবনের মেয়েদের মোবাইল ব্যবহারের বিষয়ে যেমন সজাগ করেন তেমনই তার কর্মজীবনের অভিজ্ঞতার কথা ও সকলের সাথে কথায় ও ছবিতে ভাগ করে নেন। পুরুলিয়া থেকে পাচার হয়ে যাওয়া মেয়ে কে কিভাবে তিনি রাজস্থানের প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উদ্ধার করে এনেছেন সেই রোমহর্ষক কাহিনীতে কলেজের মেয়েরা এক প্রকার বাকরুদ্ধ বালা যায়।

নারী পাচার রোধের জন্য তিনি বেশি বেশি করে মেয়েদের এগিয়ে আসার জন্য বিশেষ সাহস যেমন দেন তেমনই মোবাইলে গুজব ছড়ানো বা বিশৃঙ্খলা থেকে বিরত থাকতেও সচেতন মূলক কথা তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানের সব শেষে এই কলেজের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান পম্পা ভট্টাচার্য সকলকে ধন্যবাদসূচক বক্তব্য পেশ করেন।

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামের মেয়েদের নিয়ে এধরণের যত সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান করা যাবে তাতেই যে পাচার অনেকাংশে রোখা যাবে তা এক কথায় সকলেই স্বীকার করেন। কলেজের ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানের বিষয়ে উদ্দীপনা ছিল নজরকাড়া। সুন্দরবনের বাসন্তী ও গোসাবা এই দুই ব্লকের ছাত্র ছাত্রী তে ভরপুর এই কলেজটির পরিবেশ ও পঠন পাঠনের বিশেষ উপযোগী।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৩ বর্ষ, ৪৩ সংখ্যা, ১৭ আগস্ট – ২৩ আগস্ট, ২০১৯

বঙ্গ রাজনীতিতে এ কোন বার্তা

কথায় বলে রণে আর প্রেমে কোনও নৈতিকতাই নাকি খাটে না। সাম্প্রতিক বঙ্গ রাজনীতিতে অকাল ঝড় উঠেছে শোভন বৈশাখীর পদ্ম কাননে বিচরণ নিয়ে। বাংলার বিভিন্ন গণ মাধ্যমে কলকাতার একদা 'জল শোভন' এবং মহানাগরিকের সঙ্গে জনৈক অধ্যাপিকা সম্পর্ক ঘিরে নানা চর্চা চলছে। বাংলার মানুষ স্বাভাবিক ভাবেই বিবাহ বহির্ভূত নানা সম্পর্ক নিয়ে একটু স্পর্শকাতর হয়ে পড়েন। সাম্প্রতিক টেলিভিশনের সিরিয়াল গুলি এই সব বিষয়ে মধ্যবিত্ত বাঙালিকে অনুপ্রেরণা ও শিক্ষিত করে তোলে। শোভন–বৈশাখীর সম্পর্ক আদৌ ওই পর্যায় পড়ে না। নিছকই গুজবের ঝড় তোলা হয় সান্ধ্য চ্যানেল–প্যানেলের আলোচনায়। সুন্দর বন্ধুত্বের সম্পর্ককে নানাভাবে পরিবেশন করা হয়ে থাকে। পরিবেশনের গুণে খাদ্যের স্বাদ আলাদা আলাদা হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ঘটেনি। শোভনবাবুর ধর্মপত্নী রত্না দেবী ও বৈশাখী দেবীর স্বামী দুজনেই ওই 'বন্ধুত্ব' নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। গণতান্ত্রিক দেশে পরিণত বয়স্ক মানুষজন তাদের ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত সাধারণত ব্যক্তিগত স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখেন। এক্ষেত্রে মহানাগরিকের বিষয় হওয়ায় 'গোপন কথাটি' আর গোপনে থাকেনি। রুচি অনুযায়ী বৈশাখী শোভনকে নিয়ে নানা চর্চা চলেছে। কিন্তু এবারের চর্চা ভিন্ন পথে মোড় নিয়েছে। এতদিন সাধারণ মানুষের মনে 'ভালবাসার টানে' সব কিছু ত্যাগ করার যে মহত্ব ছিল, যা আরোপ করা হয়েছিল এই সম্পর্কের ওপর তা আর রইল না। মন্ত্রীত্ব, মহানাগরিকত্ব, দল, স্বজন, পরিজন স্রেফ 'বন্ধুত্বের জোয়ারে' ভাসিয়ে দেওয়ার নজির সাম্প্রতিক কালে বিশেষ দেখা যায় না। একদা লন্ডনের রাজ পরিবারে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল।

নিন্দুকেরা বলে বেড়াচ্ছেন সম্প্রতি দিল্লিতে শোভন–বৈখাখীর জুটি গেরুয়া শিবিরে নাম লেখানোর নেপথ্যে 'নাকি' সারদা–নারদার ছায়া রয়েছে। সে যাই হোক, যে চর্চাই চলুক বঙ্গ রাজনীতিতে বিজেপির ঘনঘটা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের অক্লান্ত পরিশ্রম বলে মনে করা হয়। শ্রীরামচন্দ্রের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ভারতীয় জনতা পার্টি ভারতের সনাতন আদর্শ নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার দাবি করে থাকেন। নরেন্দ্র মোদীও বিপুল ভোটে ভারতের চালকের আসনে বসেছেন সংঘ ও বিজেপির আদর্শের প্রভাবে। পশ্চিমবঙ্গের সংঘ পরিবার শোভন–বৈশাখীর জুটির হঠাৎ পদ্ম শিবিরে প্রকট হয়ে থাকে কীভাবে দেখছে তা এখনও প্রকাশ্যে আসেনি। এক তৃণমূল বিধায়ক দেবশ্রী রায়ের পদ্ম দূর্গে আগমন ও প্রস্থান নিয়ে রহস্য রাজনীতি মহলে রয়েই গেছে। মুকুল রায় ও দিলীপ ঘোষের সরকারি ভাষ্য শোভন–বৈশাখীর অনুকূলেই। বৈশাখী দেবী ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন তিনি শিক্ষক সংগঠনের দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।

বৈশাখী–শোভনের রাজনৈতিক রেখচিত্র উর্দ্ধমুখী হবে কিনা তা আগামী দিন বলবে। তবে এই মুহূর্তে বঙ্গ রাজনীতির অন্দরমহলে সবচেয়ে আলোচিত একদা ক্ষমতা ছেড়ে আসা শোভনের কলকাতা ছেড়ে দিল্লিতে বিজেপিতে যোগদান ও তার বান্ধবীকেও সঙ্গে নেওয়ার ঘটনা। সাধারণ মধ্যবিত্ত বাড়িতে বিবাহিত নারী ও পুরুষের মেলামেশার ব্যাপারে নানা অনুশাসন রয়ে গেছে। সংঘ পরিবারেও এসব নিয়ে অনেক সনাতনী ভাবনা আছে। শোভন–বৈশাখীর আগমনে কোন দলের লাভ কিংবা ক্ষতি হলো তার হিসাব হয়তো আগামী নির্বাচনে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

অমৃত কথা

কর্মযোগ

কর্ম ও তাহার রহস্য

আমরা কি জানি না প্রত্যেক নিঃস্বার্থ ব্যক্তি জীবনে প্রতারিত হন, আঘাতপ্রাপ্ত হন? আপাততঃ তাহাই বটে। যীশুখ্রীস্ট নিঃস্বার্থ ছিলেন, তথাপি ক্রুশবিদ্ধ হইয়াছিলেন সত্য বটে, কিন্তু আমরা জানি যে, এক মহান বিজয়ের কোটি কোটি মানুষের জীবনকে প্রকৃত সাফল্যের কল্যাণে মণ্ডিত করিবার জন্যই তাঁহার এই নিঃস্বার্থপরতা।

কিছুই আকাঙ্ক্ষা করিও না, প্রতিদানে কিছুই চাহিও না। যাহা তোমার দিবার আছে দাও, ইহা তোমার নিকট ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু সে বিষয়ে এখন চিন্তা করিও না। সহস্রগুণ বর্ধিত হইয়া ইহা ফিরিয়া আসিবে, কিন্তু ইহার উপর মনোনিবেশ মোটেই করিবে না। দানের শক্তি লাভ কর, দাও ব্যস, সেখানেই শেষ। শিক্ষা কর দান করিবার জন্যই এ জীবন, প্রকৃতি তোমাকে দান করিতে বাধ্য করিবে, সুতরাং স্বেচ্ছায় দান কর। শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক, তোমাকে ত্যাগ করিতেই হইবে যাহা দেয়, তাহা দিতে হইবে। তুমি এই সংসারে আস সঞ্চয় করিবার জন্য। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া তুমি গ্রহণ করিতে চাও, কিন্তু প্রকৃতি তোমার গলা টিপিয়া তোমাকে দান করিতে বাধ্য করে। তোমার ইচ্ছা থাকুক বা না থাকুক, তোমাকে দিতেই হইবে। যে মুহূর্তে তুমি বলিবে, 'আমি দিব না', সেই মুহূর্তেই আঘাত আসিয়া তোমাকে দুঃখ দিবে। এমন কেহই নাই, যে পরিণামে সর্বস্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য না হইবে। এই নিয়মের বিরুদ্ধে যে যত বেশি সংগ্রাম করিবে সে তত বেশি দুঃখ অনুভব করিবে। আমরা ত্যাগ করিতে সাহস করি না বলিয়াই প্রকৃতির এই বিরাট দাবি বিনীতভাবে মানিয়া লইতে স্বীকার করি না বলিয়াই দুঃখ পাই। ধর, অরণ্য লোপ পাইল।

ফেসবুক বার্তা

তন্ত্রের নাম বদল হয় কিন্তু প্রজা প্রজাই থাকে

নির্মল গোস্বামী

এই সবে মাত্র ভারত প্রজাতন্ত্রের ৭৩তম উৎসব সমাপ্ত হল। ভারতের স্বাধীনতা যৌবনের জৌলুস হারিয়ে আজ বার্ধক্যের স্থবিরতা প্রাপ্ত হয়েছে। আর সামনের দিকে অগ্রসর হতে পারছে না। সামনের দিকে মানে নাগরিক অধিকারের পরিসর বাড়ানো। আমরা বরঞ্চ উল্টোটাই দেখছি। UAPA, NIA অ্যাক্টে নতুন নতুন ধারা করে নাগরিক অধিকার হরণ করছে সরকার–বিরোধীদের এমনটাই দাবি। কোনও কোনও বোদ্ধা বলছেন যে সরকার নাগরিক চায় না চায় অনুগত প্রজা। সরকার বন্দুকের নলের মুখে কাশ্মীর থেকে ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বাতিল করেছে। এবং সেখানকার নাগরিকদের মতামতকে গ্রাহ্য না করেই। বিরোধীরা একটাও অলীক কথা বলেন নি। তাদের অভিযোগ সব সত্যি ধরেও কিছু প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাওয়া যায় না সাধারণ ভাবে। তবে একটু তলিয়ে ভাবলেই কিন্তু সহজেই সব পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায়।

প্রথমে নাগরিক আর প্রজার পার্থক্যটা বোঝা প্রয়োজন। আক্ষরিক অর্থে নগরে বসবাসকারীদের নাগরিক বলা যেতে পারে। কারণ নগর থেকেই নাগরিক শব্দের উৎপত্তি। নাগরিকরা একটু শিক্ষিত হবে। গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে তারা সব সময় সচেতন থাকে। তাই সরকারের কাজের ভালমন্দ নির্ধারণ সম্পর্কে তারা সব সময় সচেতন থাকে। তাই সরকারের কাজের ভালমন্দ নির্ধারণ করতে পারে দ্রুত। অন্যদিকে গ্রামের নিরক্ষর নিরন্ন অভাবী মানুষদের আমরা প্রজা বলতে পারি। সরকারি কাজের সমালোচনার থেকে শত হাত দূরে এদের অবস্থান। সরকার তাদের কী আর্থিক সহায়তা করছে সেটার উপর নির্ভর করেই তারা ভাল সরকার, মন্দ সরকার নির্ধারণ করে। এক কথায় বলা যায় প্রজার সঙ্গে অধিকার বোধের সচেতনা যোগ হলেই প্রজা থেকে নাগরিক হওয়া যায়।

যাই হোক আসল কথা হল রাষ্ট্র কবে নাগরিক চেয়ে হা হুতাশ করেছে? রাষ্ট্র চিরকাল প্রজাই চেয়ে এসেছে। এখানে রাষ্ট্র মানে সরকারের কথা বলা হচ্ছে। সংবিধানের প্রস্তাবনাতেই আছে ভারত গণ–প্রজাতন্ত্র। এই যে প্রজা শব্দটাকে এতো গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলেই কি প্রজাদের তন্ত্র স্থাপিত হয়ে গেছে? শাসন ক্ষমতার অলিন্দে ঢুকে পড়ে সকল প্রজাই কিন্তু ব–কলমে রাজায় পরিণত হয়ে যায়। আর রাজার আমিত্ব না থাকলে প্রজার গুরুত্ব তো থাকবে না। হ্যাঁ এ কথা ঠিক যে এখনকার রাজা জমকালো পোশাক পরে গলায় দু তিন ছড়া মুক্তার মালা পরে, মাথায় হীরে বসানো কিরীট পরে সিংহাসনে বসে থাকে না। কিন্তু কোটি কোটি টাকার রোলস রয়েল–এর কনভয় সঙ্গে ব্ল্যাক ক্যাট কমান্ডো পরিবেষ্টিত হয়ে ঘুরে তো বেড়ায়। ওই তারাই রাজা তবে একথা সত্যি রাজার ব্যাটা রাজা হতে পারে না। প্রজাদের রাজা নির্বাচনের অধিকার টুকু আছে– তাকেই আমরা গাল ভরা বুলি দিয়ে বিশেষিত করে প্রচার করছি প্রজাতন্ত্র প্রজাতন্ত বলে। তাও প্রজারা তো ঘোঁটায় বাঁধা গরু। ওই দড়ির দূরত্ব টুকুর মধ্যেই ঘোরাফেরা করতে হয়। কাকে রাজা বাছব তা নির্ভর করে পার্টির দাঁড় করানো প্রার্থীর উপর। তার বাইরে যাবার উপায় নেই প্রজাদের। কলকাতার প্রজারা (থুড়ি নাগরিকরা) কি মনে প্রাণে চেয়েছিল মিমি, নুসরৎ আমাদের প্রতিনিধি হোক সর্বোচ্চ আইনসভায়? কিন্তু পার্টির প্রার্থী আর আমরা অনুগত প্রজা তাই তো নির্বাচিত হল। শাসকরা যদি আমাদের অনুগত প্রজা না ভাবত তাহলে বাংলায় মিমি, নুসরৎকে দাঁড় করানোর সাহসই পেত না। বর্তমানে প্রজারা যতটা না রাজার তার থেকে বেশি পার্টির প্রজা।

রাজার প্রজারা রাজার রাজত্বেও যা আবার প্রজাতন্ত্রের রাজত্বেও তাই। তাদের ভূমিকা নগণ্য মাত্র। সবই ঠিক করে রাজারা–প্রজারা তার আজ্ঞাবাহী দাস মাত্র। ভারতের প্রজাতন্ত্রের শুরু হয়েছিল দেশভাগ দিয়ে। এই ভাগ করার জন্য কি অবিভক্ত ভারতের জনগণের গণভোট নেওয়া হয়েছিল? হয়নি। অর্থাৎ প্রজাদের কোনও মূল্যই ছিল না প্রজাতন্ত্রের সূচনা লগ্ন থেকেই। নেহেরু–জিন্না–মাউন্টব্যাটেন এই দিন রাজা মিলে ঠিক করেছিল ভারত ভাগ হবে। কোন কোন প্রদেশ কোন দিকে থাকবে তাও তারা ঠিক করে নিল। দেশ ভাগের ফলে উদ্বাস্তু মানুষরা কোথায় পুনর্বাসন পাবে তাতেও তাদের মতের কোনও বালাই ছিল না। সুজলা–সুফলা বাংলাদেশের মানুষদের মাধ্য করল সরকার সমুদ্রবেষ্টিত বিপদ সঙ্কুল আন্দামানে যেতে। কিছু মানুষদের মধ্য প্রদেশের পাথুরে দণ্ডকারণ্যে। এই তো প্রজাতন্ত্রের নামে রাজ মর্জিরই কামাল।

রাজার ছেলে শাসন করল নাকি নির্বাচিত কেউ শাসন করল তাতে প্রজাদের কিছুই যায় আসে না। হরি সিং যখন কাশ্মীরকে ভারতের সঙ্গে যোগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তখনও কাশ্মীরের জনমত যাচাই করা হয়নি। নেহেরু (রাজা) যখন কাশ্মীরকে স্পেশাল স্ট্যাটাস দেয় তখন কিন্তু বাকি ভারতের জনমত নেওয়া হয়নি। তাহলে আজ হঠাৎ করে ৩৭০ এবং ৩৫এ ধারা বিলোপের সময় কেন জনমত যাচাইয়ের প্রশ্ন উঠবে। রাজারা যা ভালো বুঝবে তাই করবে। ভারতে কি নতুন করে প্রজাদের শাসন ব্যবস্থা চালু হবে? যারা জনমতের প্রশ্ন তুলছে তারা এক সময় দীর্ঘদিন ধরে এই বাংলায় রাজত্ব করছে। সিঙ্গুরে জমি অধিগ্রহণের সময় জনমত যাচাই করেছিল কি? একজনের সাত পুরুষের জোত থেকে উৎখাত করছে অথচ তার মতামত নেওয়া হচ্ছে না। এ কেমন প্রজাতন্ত্রের ধারক এরা। টাটার জন্য গরিব কৃষক নিপীড়ন যখন হয় তখন চিমটি কাটতে ইচ্ছা করে নিজের দেহে। বেঁচে আছি তো? সাম্যবাদী শ্রমিক কৃষকের জন্য লড়াই করা নেতারা আজ আক্ষরিক অর্থেই সাধারণ মানুষকে সরকারের অথবা পার্টির প্রজা মনে করে। টাটার সঙ্গে কি শর্তে চুক্তি হয়েছিল সেই তথ্যটুকু পর্যন্ত দুটো বিপরীত মেরুর সরকার (আপাতদৃষ্টিতে) প্রকাশ করতে পারল না। এর থেকেই কি প্রমাণিত হয় না যে সব রাজারা রাজাই হয়।

অনেকেই গাল ভরা বুলি বলে থাকেন আইনের শাসন বলে। সর্বত্র আইনের শাসনের নাকি জয় জয়কার। এই টুকু আমাদের হুঁশ নেই যে আইনের শাসন হবে কি করে আইনের তো চোখ বাঁধা। যে দেখতে পায় না সে ন্যায়–অন্যায় জানবে কেমন করে? সরকার কান দিয়ে শুনে সরকারের চোখ দিয়ে দেখে তাকে। বিচার করতে হয়। আদালতে সত্যের বিচার হয় না বিচার হয় সাক্ষ্য প্রমাণের। তথ্য প্রমাণের অভাব ঘটলে সত্য মাথা কুটে মরে গেলেও ন্যায় বিচার পাওয়া যায় না। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে সত্য আইনের লুকোচুরি খেলায় আইন জয়ী হয়। পরাজিত সত্য মুখ লুকায় অভিমানে। ভুক্তভোগী থেকে প্রচার মাধ্যম সকলেই দেখছে কি ভাবে বিরোধীদের মারধর দিয়ে তাড়িয়ে দিয়ে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছিল। থানা বিরোধীদের অভিযোগ নেয়নি। তাই কোনও তথ্য প্রমাণ নেই যে সন্ত্রাস হয়েছে। হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট কোথাওই সত্যের বিচার হয় না। লোকসভা নির্বাচনে জনগণ সেই সত্যকে প্রমাণ করেছে।

যারা গণতন্ত্রের ধারক বলে জাহির করে নিজেদের তারা কতটা গণতান্ত্রিক? সংসদে বিল পাশ হল মানে ভারত রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হল সংখ্যা গরিষ্ঠের ভোটে। বাইরে সকলকেই একবাক্যে সেই আইন মানা উচিত। ভোটাভুটির আগে পর্যন্ত যত ইচ্ছা সমালোচনা কর। কিন্তু বিল পাশ হওয়ার পর সেই আইনের বিরোধিতা করা মানে রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা। গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণার সঙ্গে সহমত পোষণ না করা। সেটা বড় অপরাধ। অথচ রাজনৈতিক দলগুলো যখন বিরোধী পক্ষে থাকে তখন এই কাজটাই করে। জানে না গণতন্ত্রের অবমাননা। ক্ষমতা দখলের পন্থা ছাড়া কেউই গণতন্ত্র মানে না। এখন আবার সেইটুকু অধিকারও কেড়ে নিতে চায় শাসক। তাই সব তন্ত্রেই প্রজা মার খায়। আইন মানে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করে আর কাজের জন্য বশ্যতা স্বীকার করে ভালো প্রজা সাজা।

উত্তর (তিনশো) সত্তর কাণ্ড

অমিতাভ সেন

আগের সপ্তাহে আমি এক শিশু ধর্ষক পশুর কথা বলেছি। আজ এক অদ্ভুত মানুষের কথা বলবো। তাঁর নাম আব্দুল হামিদ গিলানী। যৌবনে রয়াল আর্মির অফিসর হিসাবে এলায়েড ফোর্সের পক্ষে লড়তে যান এবং এক্সিস ফোর্সের হাতে ধরা পড়েন। ক্যাপ্টেন মোহন সিং In League গঠন করলে লেফ্টেন্যান্ট হামিদ গিলানী জয়েন করেন। নেতাজির সঙ্গে আর্টিলারি দায়িত্ব নিয়ে মৈরাং পর্যন্ত এসেছিলেন। উনি বলতেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কেউই হারেনি, জিতে ছিল General Mud এবং General Cold! INA সৈন্যরাও প্রবল বৃষ্টি, পাহাড়ী জোঁক আর সাপের শিকার হন। এনার হাতে প্রবল মার খান 2nd Leutenant SAM ম্যারেশ (৭২ সালে ফিল্ড মার্শাল)। দিল্লির লাল কেল্লায় INA Trail এর সময় ব্যারিস্টার কাটজ্জ ও ব্যারিস্টার ভুলাভাই দেশাই এর সঙ্গে ব্রিফলেস ব্রগ নেহরুও Defence Lawyer হিসাবে খাড়া হয়ে যায়। প্রচারের আলো পাবার পর নেহেরু INA র বীর সেনানীদের সম্বন্ধে মন্তব্য করে : এ লোগ নিমন্মে হ্যায়। সেই রাত্রে লক্ষ্ণৌএর খান আহমদ খান (কর্নেল INA) তাঁর মরিস গাড়িতে স্টার্ট দেন : বেহুদা নেহরুকো সবক শিখানা হোগা। কর্নেল খান এর পাবলিক রিলেশনশিপ স্কিল ছিল অনবদ্য। মৈরাংএ নাগা মিজো উপজাতীয় যুবকদের INA ফোল্ড এ এনেছিলেন। পাকিস্তানে যারা OPT করেছিলেন সেইসব INA Coleague দের তিনি একজোট করেন। প্রথমতঃ এনাদের নেতৃত্বেই কাবাডিরা বানজারা উপজাতিরা সীমান্তে হামলা করেছিল।

–স্যর, আপনার role কেমন ছিল। আপনি তো তখন শ্রীনগরে...

–হ্যাঁ, রিলিজড হওয়ার পর আমি এখানে চলে আসি এবং পারিবারিক কালিম ব্যবসায় যোগ দিই। প্রাক্তন বন্ধুরা আমার সঙ্গেও যোগাযোগ করেছিলেন। আমার মত ছিল INAতে আমরা যা করেছি তার কেন্দ্রে ছিলেন নেতাজি চন্দ্রা বোস। তার লক্ষ্য ছিল ভারত মাতার শৃঙ্খল মোচন, নেহরুকে বেইজ্জৎ করা নয়। শংকা আমার ছিল।

আপনার আশংকাই তো আলটিমেটলি সত্য হলো।

গিলানী সাহেব কাশ্মিরী গড়গড়ায় লম্বা টান দিয়ে বল্লেন– জিন্না এই সুযোগ কাজে লাগালো। ৪৫ সাল থেকেই তার সঙ্গে শেখের কম্পিটিশন ছিল। কাশ্মিরী মুসলমানদের accepted leader কে শেখানো জিন্না। সে পাকিস্তানী regular army কে কাবাড়িদের ভিড়ে মিশিয়েছিল। জিন্নার লক্ষ্য শেখ আবদুল্লার স্বপ্ন বিফল করা। কর্নেল খানকে আমি নিষেধ করেছিলাম।

শ্রীনগরে সেদিনও ৭০ দশকে অনেক ভালো ভালো লাইব্রেরি ছিল। যেতেন বয়স্ক অনেক বিদ্বৎজন যাঁরা বিশ বছর আগের পালাবদলের জীবন্ত সাক্ষী। আমি কলকাতা ইউনির্ভাসিটির ডিপ্লোমা হোল্ডার সাংবাদিক জেনে তাঁরা ইন্টারভিউ দিতেন। সে সব ডায়েরী এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে। সেখান থেকে কিছু উজ্জ্বল উদ্ধার করার লোভ সামলাতে পারছিনা।

সম্রাট অশোকের আগে রাজা প্রভাকর কাশ্মীরে প্রতিষ্ঠা করেন শ্রীনগর। খৃষ্টপূর্ব যুগে রাজা বামদেব মার্তণ্ড মন্দির। রাজা কনিষ্কের আমলে Third Buddhist Council হয়। কনিষ্কের দ্বিতীয় রাজধানী ছিল মথুরা। এইসময় বৌদ্ধ প্রভাব কাশ্মীরে বাড়ে। সম্রাট অশোক (মগধ) তাঁর ছেলেমেয়ে রাজকর্মী সেনাপতি সকলকে নামিয়ে দেন অহিংসা প্রচারে– অহিংসা পরমো ধর্ম্মঃ। ভুলিয়ে দেওয়া হয় ধর্ম্ম হিংসা তথৈবচ– ধর্ম্মের কারণে হিংসা অহিংসার নামান্তর মাত্র। শূন্যবাদী অনাত্মবাদী

দর্শন সাধারণ মানুষকে নিষ্কর্মার ঢেঁকি করে তোলে। কুষাণ রাজা মিহিরকুল বৌদ্ধদের ওপর খাপ্পা হয়ে ওঠে। প্রচণ্ড অত্যাচার এর মুখে বৌদ্ধরা বেশির ভাগ তিব্বত এবং কিছু লাদাখে পালিয়ে যান। এর পর কাশ্মীরে শুরু হয় শৈব যুগ। আমার পিতৃদেব এর সতীর্থ মহামহোপাধ্যায় অনন্তলাল ঠাকুর বলতেন ব্যস্ত গুপ্ত (মন্দকারিকা রচনাকার), সে সানন্দ উৎপল দেব, কালট্টভট্ট, ক্ষেমেন্দ্রে, দামোদর গুপ্ত, সোমদেব (কথা সরিৎ সাগর রচয়িতা) সকলেই ছিলেন কাশ্মীরি শৈব পণ্ডিত। রসসাহিত্যকার অভিনব গুপ্ত এখানকার ভূমিপুতর। কলহন এর রাজতরঙ্গিনী (১২শ শতক) প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথাই বলে।

দিনের পর দিন যে গেল। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে নাদিরশা, চেঙ্গিশ খাঁ, সুলতান মামুদ মোহম্মদ ঘোরীর মতন জেহাদিরা আক্রমণ করে, শ্রীনগরেও আসে দুর্ধর্ষ দুশমন মহম্মদ গজনভি। মধ্য মোগল যুগে কিছুটা স্থিতাবস্থা আসে। জাহাঙ্গির কয়েকটা মোগল গার্ডেনস বানায়। ১৭৫০ সালে পাঠান জেহাদি আহম্মদ শা দুরানি কাশ্মীর আক্রমণ করে, বাসনা দারুল এ হারবকে দারুল এ ইসলামে পরিণত করবে। রাজা রণজিৎ সিং এর সেনাপতি হরি সিং ন্যলুয়া ১৮২১ সালে পাঠান দের তাড়িয়ে দেন। অনন্তর ডোগরা রাজবংশে প্রতিষ্ঠিত হয়– যার আলোচনা আগেই করা হয়েছে। এখানে আরেকজনার কথা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বরেণ্য সেনানী লেঃ জেঃ এস পি সিনহা। এনার বক্তৃতা আমি সম্প্রতি দিল্লির কনসটিউসন ক্লাবে, ইন্ডিয়া হ্যবিটাট সেন্টারে। এনাকে শেষবারের মতো দেখবার সুযোগ হয় ২০১১ সালে কলকাতার ইউনির্ভাসিটি ইন্সটিটিউট হলে, বাম জমানা তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে। সেই সময় মঞ্চে মা০ লালকৃষ্ণ আদবানীজি ছিলেন। জেনরল সাহেবের একটা মেময়র্স তখন প্রকাশ হয়েছে। তিনি ১৯৪৭ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানী রেগুলার আর্মিকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন রাণ্ডি নদীর ওপারে। তিনি তখন ছিলেন লেঃ কর্নেল। কলকাতায় একটা নতুন কথা বলেছিলেন যা আগের কোনও বক্তৃতায় বলতে শুনিনি। নদীর ওপারে মুজাফ্ফরাবাদ। ইনটেলিজেনস্ সূত্রে নিশ্চিত সংবাদ এসেছে পাক দুশমন মুজাফ্ফরাবাদ ডেজার্টেড করে ভেগেছে। তখন সকাল হয়েছে সবেমাত্র। অপরপারে আলো নেভাবারও কেউ নেই। তাঁর ইউনিট চায়–নাস্তা করে নিয়েছে– হুকুমের অপেক্ষা মাত্র। হঠাৎ একজন সিভিলিয়ন অফিসর মোটর সাইকেল চালিয়ে হাজির। হাতে একটা 'চিট' তাতে লেখা রয়েছে– নেহরু সিজ ফায়ার ঘোষণা করেছে – Not to proceed further। তিনি অন্য অফিসরদের নিয়ে মিটিং–এ বসলেন। সিভিলিয়ন মেসেঞ্জার অন্য টেন্টে ব্রেকফাস্ট করছে। একজন বাঙালি ক্যাপটেন, নাম বি কে চক্রবর্তী। বাঁকুড়ায় বাড়ি প্রস্তাব দিলেন– স্যর, আমরা লাঞ্চের আগেই মুজাফফরাবাদ দখল করতে পারবো। তারপা কী করা যায় তারা যাবে। At this moment ওই messangerকে shoot করে নদীতে ফেলে দিই, There is nothing wrong in war & Love. একজন সর্দারজীর ক্যাপ্টেন বললেন, ওয়াহ গুরুকী ফতে। মেসেঞ্জারকে প্যাসেজার বানানোর দায়িত্ব আমার। আজ আফশোস হয়। ইয়ং অফিসার্সদের পরামর্শ শুনিনি। শুনলে Pokএর heart Land আমাদের কব্জায় থাকতে পারতো। আমার অনুমান ছিল পাক আর্মি পালালেও ইন্টারন্যাশনাল প্রেস এর কেউ না কেউ মুজফফরাবাদে হাজির থাকবে এবং violation of International Commitment এরই অভিযোগ তুলবে। গোটা ইউনিট মার্শাল কোর্টে দাঁড়াতে হবে। সে আশংকাও অমূলক নয়। পরের দিন নিউজ পেপারে সুনসান শহরের ছবি সহ বর্ণনা ছিল। লেঃ জেনারেল সিনহা যখন বিস্তারিত বর্ণনা দিচ্ছেন সবে আদবানিজি এক দৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন। মনে হলো এই বর্ণনা তাঁর কাছেও নতুন।

লোকসভায় থারুর এবং রাজ্যসভায় চিদাম্বরম পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে যতোই ব্রিটিশ ইংলিশ কপচাক কেউই এই তথ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারেনি যে Art 370 এবং Art 35A কাশ্মীরের জনজীবনে কোন আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে এসেছে। মাত্র কয়েকটি হাতে গোনা পরিবার কাশ্মীর এর সমস্ত সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। আপেল, আখরোট, বাদাম, বাবুগুষা এইরকম অসংখ্য কিসিমের ফল উৎপন্ন করে সেখানকার মাটি। পহলগাঁও, জোজিলা পাস এ দাঁড়ালে দেখা যায় আদিগন্ত বিস্তৃত কেশর–এর ক্ষেত। ঠাণ্ডা বাতাস তার ওপর দিয়ে বয়ে যায় একটা মৃদু কেশরিয়া তরঙ্গ চলে অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। পুরনো দিনের হিন্দি ফিলমে কিছু ধরা আছে। স্ট্রেট ট্রেডিং কর্পোরেশন নেই অথচ পাকিস্তান ছিল (এখন নয়) most favoured Nation। কয়েক রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী পরিবার পাকিস্তান মারফৎ মালাই মেরেছে। কাশ্মীরে উৎপাদিত যাবতীয় প্রাকৃতিক পণ্যের আন্তর্জাতিক চাহিদা অত্যন্ত চড়া। এর লাভ উৎপাদকে গরিব কৃষক পেত না, তার চোখে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল মুসলিম ব্রাদারহুডের ধর্মীয় কাজল। ডিমানিটাইজেসন খতম করেছে কাশ্মীরে আতঙ্কবাদ। ইংরেজ জমানা থেকে একই বিদেশি সো`ভারত ও পাকিস্তানে নোট ছাপাবার কাগজ সাপ্লাই করতো। ১২ লক্ষ কোটি টাকার জাল ভারতীয় নোট নেপাল বাংলাদেশ কাশ্মীর রুটে ভারতে ঢোকাবার ফিকিরে ছিল পাকিস্তান। ডিমাসিটাইজেসন সেই জালি টাকার গুদামে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। এই টাকাই চিল টেররিজম ও ইনফরম্যল (ক্যাশ) ইকোনমির মূল উপাদান। ডিমানিটাজেশনের ফলে ভারতেও একটু ইকোনমিক স্লোডাউন হয়েছে সত্য, কিন্তু ইনফরম্যাল টু ফর্মাল ট্রানজিশন (ডিজিটাল ট্রানজ্যাকসন) যতো বাড়বে ভারতের অর্থনীতি ততো দৃঢ় হবে। শুধু জিডিপিই নয় হ্যাপিনেস ইনডেকসও বড়ো কথা। মাওবাদী হামলা, জেহাদি টেররিজম যত কমবে সমাজে শান্তি আসবে, ইনটারন্যল ইনভেস্টমেন্ট বাড়বে, সঙ্গে সঙ্গে জিডিপিও। কিন্তু পাকিস্তান এখন পথের ভিখারী।

নির্বাচন পদ্ধতিতেও কাশ্মীরে একটা অসামঞ্জস্য আছে। ভারতের সর্বত্র (এবং জম্মু ও লাদাখেও) এক লক্ষ নির্বাচকের প্রতিনিধি হন একজন এমএলএ, তবে কাশ্মীর ভ্যালিতে নয়। এখানে ল্যান্ড লিমিটেশন, অর্থাৎ এতোটা জায়গায় একজন এমএলএ, একটা কাউন্সিলর– ওয়ার্ডে একজন এমএলএ। ND of footfalls বা ইলেকটরেট ভেনসিটি যাই–ই হোক না কেন। এই কারণে ৫ লক্ষ হিন্দু শিখ উৎখাত হওয়ার পরও কাশ্মীর ভ্যালিতে এমএলএ সংখ্যা কমেনি। স্বাভাবিকভাবেই গত সত্তর বছর ধরে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রীপদ মাত্র ভ্যালির মুসলমানদের জন্য রিজার্ভড রয়ে গেছে। ভোটার টার্ন আউট মাত্র ৭% হওয়া সত্ত্বেও (মানে ৯৩% মানুষ ভোটই দেয়নি) শেখ ওমর ৫ বছর মুখ্যমন্ত্রী ছিল। ধারা ৩৭০ এইভাবে জম্মু ও কাশ্মীরে পরিবারবাদের বনিয়াদ দৃঢ় করলো। কোথা থেকে চা–ওলার পুত্র করে দিল বংশবাদের সুফরাসাফ।

এই পরিস্থিতিকেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 'নেমেছে ধূলার পরে হীন পতিতের ভগবান।'

পাঠকের কলমে

পানীয় জল অপচয় এবং সবুজায়নে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগ

মুখ্যমন্ত্রী পদযাত্রা করলেন জল ধরো জল ভরো অর্থাৎ জল সংরক্ষণ করার জন্য এবং পানীয় জল অপচয় বন্ধ করার জন্য। খুব ভালো উদ্যোগ কলকাতার বর্তমান মহানাগরিক কলকাতার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের ভূমিপুত্র বর্তমানে উনি এই ওয়ার্ডের স্থায়ী বাসিন্দা। মাননীয় মেয়র সাহেব একটু নজর দিন, এই ওয়ার্ডে প্রতিদিন নানা পয়েন্ট থেকে হাজার হাজার লিটার জল নষ্ট হচ্ছে পড়ে পড়ে। কারও ওই সমস্ত পয়েন্ট থেকে পাইপের হাওয়া বার কররার জন্য এই ব্যবস্থা।

যদি উন্নত কোনও প্রযুক্তি ব্যবহার করে এই ব্যাপারটা বন্ধ হয়। তবে হাজার হাজার লিটার জল অপচয় বন্ধ হবে। এই ওয়ার্ডের ১০/১১ পয়েন্টে প্রায় প্রতিদিন শত শত গাড়ি ধোয়া হচ্ছে পানীয় জল দিয়ে চলছে মন্দির এবং মন্দিরের চাতাল এবং মন্দির সংলগ্ন রাস্তাও ধোয়া হচ্ছে প্রতিদিন দুই বেলা। আরও বলছি কলকাতার বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে একটা নিয়ম চালু করা হোক যে প্রতিটি বাড়ি বা বড় বড় আবাসনের জলের পাইপ কভার এরিয়া বা ঢাকা জায়গা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হোক । নিচ থেকে উপরে বা উপর ছেঁকে নিচে যেখান থাক এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হোক কারণ বছরের প্রায় ছয় মাস এই মতো বাড়ির পাইপের জল গরম থাকে সকাল ৯টা থেকে সন্ধ্যা ছয়টা পর্যন্ত তাই হয়। কভার এরিয়া দিয়ে গেল ঢোকে। জল গরম হবে না জল নষ্টও হবে না।

সবুজ রক্ষায় আমরা যতটা বেশি আন্তরিক সবুজ অংশ আমরা তত বেশি উদাসীনতা চোখ বুজে থাকি। যেখানে মানুষ পরের জমি বা সরকারের জমি দখল করে বসে আছে বা আরও বসে পড়ছে সেই খানে মানুষ ইচ্ছা মতন গাছ ধ্বংস করছে যা দেখেও দেখে না। চেতলা লক গেট অঞ্চলে একটা ৫০ বছরের পুরনো বট গাছ কেটে ফেলা হলো, একটা ফলন্ত তাল গাছও কেটে ফেললো দিনের আলোয় প্রশাসন উদাসীন ছিল।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগকে সম্মান জানানোর জন্য কিছু একটা করা হোক। বন্ধ হোক জল অপচয়, বন্ধ হোক সবুজ ধ্বংস, লাগানো হোক আরও গাছ।

শ্যামল কুমার সাহা

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

কৌশিকি অমাবস্যায় চোলাই বন্ধের নির্দেশ, থাকবে ডুবুরিও

অভীক মিত্র : আগামী ৩০শে আগস্ট সন্ধ্যা থেকে ৩১শে আগস্ট বিকাল পর্যন্ত থাকবে কৌশিকী অমাবস্যা। কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে ভক্ত ভিড় উপচে পড়ে তারাপীঠে। 'কৌশিকী অমাবস্যায় চারজন ডুবুরি এবার সর্বক্ষণ নদীঘাটগুলিতে নজর রাখবে' বলে জানান তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দোপাধ্যায়। তারাপীঠে কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে চোলাই মদ বিক্রির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে প্রশাসন বলে প্রশাসনসূত্রে জানা গিয়েছে। গতবছর কৌশিকী অমাবস্যায় তারাপীঠের দ্বারকা নদীতে স্নান করতে নেমে তলিয়ে যায় ভাগলপুরের ব্রজেশ কুমার। ১০ই আগস্ট আসন্ন কৌশিকী অমাবস্যা উপলক্ষ্যে প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তারাপীঠ রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান কৃষিমন্ত্রী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়।

আত্মঘাতী অধ্যাপিকা গ্রেফতার প্রেমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রেমিককে হোয়াটসঅ্যাপে ছবি পাঠিয়ে রবিবার রাত্রে সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ায় গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের জিওলজি বিভাগের অতিথি অধ্যাপিকা শুভ্রা মন্ডল (২৫)। শুভ্রার বাবার অভিযোগের ভিত্তিতে রাত্রেই পুলিশ কড়িধ্যার বাড়ি থেকে প্রেমিক বেসরকারী বিদ্যালয়ের শিক্ষক সুমন চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেপ্তার করেছে। বিএড পড়ার সময় থেকে সম্পর্ক তৈরি হয় শুভ্রার সঙ্গে সুমনের। তৈরি হয় শারীরিক সম্পর্কও। শুভ্রা বিয়ের কথা সুমনকে বললে সুমন ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি দিতো। শুভ্রা মানসিক অবসাদে ভুগছিলো। মঙ্গলবার সিউড়ি আদালতে তোলা হলে সুমনকে দুইদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শামীম খুনে গ্রেফতার তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৩ আগস্ট সিউড়ি পার্চ নং ওয়ার্ডে রাজমিস্ত্রী শামীম শাহের রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। পাশের বাড়ির সিসিটিভি দেখে শামীম খুনে বেবী খাতুন,মা জাহানারা খাতুন,ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অভিযুক্তদের বাড়িতে ভাঙচুর করে স্থানীয়রা। গত ৬ই আগস্ট সিউড়ি আদালতে তোলা হলে ধৃতদের তিনজনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রেমিকার বাবার হাতে বেধরক মার খেলো প্রেমিক সাহিল খানের বন্ধ নবম শ্রেনীর ছাত্র ইমরান খান। বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যায় ইমরান। প্রেমিকার বাবাকে গ্রেপ্তার এবং প্রেমিককে আটক করেছে পুলিশ। সিউড়ি প্রশাসন ভবনের সামনে দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় হুসনাবাদ গ্রামের বাসিন্দারা।

৩৭০ : বীরভূমে মিষ্টি বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জম্মুকাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫অ ধারা বাতিল হতেই উৎসবের উচ্ছাসে মেতেছে দেশ। সেই উৎসবের ঢেউ এসে পড়েছে বীরভূম জেলাতেও। ৬ই আগস্ট সকালে সিউড়ি এসপি মোড়ে মহান রাষ্ট্রনেতা ড: শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান বিজেপি জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মন্ডল। শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জীর অবদান তুলে ধরেন সমাজসেবক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী। পথচলতি মানুষজনকে মিষ্টি বিতরণ করে বিজেপি কর্মী সমর্থকেরা। ১১ই আগস্ট বিকালে এবিভিপির উদ্যোগে সিউড়ি বাসস্ট্যান্ডে মিষ্টি বিতরণ করা হয়। জন্মুকাশ্মীরে ৩৭০ ও ৩৫অ ধারা বাতিলের প্রতিবাদে ১১ই আগস্ট বিকালে সিউড়ি,চিনপাই সহ জেলার বিভিন্নপ্রান্তে প্রতিবাদ মিছিল করে সিপিএম। সংসদের উভয়কক্ষে তিন তালাক বিল পাশ হয়ে যাওয়ায় দুবরাজপুর ধর্মশালায় প্রধানমন্ত্রীর ছবি লাগিয়ে মিষ্টিমুখ করায় দুবরাজপুরের মুসলিম মহিলারা।

যুবকের আত্মহত্যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক যুবক। মৃতের নাম অর্জুন মন্ডল(২০)। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কোড়াকাটি গ্রামে। রাখিপূর্ণিমার দিন এমন ঘটনা ঘটায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে এদিন সকালে কয়েকজন বন্ধুবান্ধব মিলে মদের আসর বসায়।এরপর মদ্যপ যুবক বাড়িতে গিয়ে আচমকা গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে থাকে। সেই সময় ওই যুবকের বাড়িতে থাকা তার বছর বারোর দুই ভাইবোন দাদা অর্জুন কে গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলতে দেখে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিকে ওই যুবকের মৃত্যুর খবর তার পরিবারের কাছে পৌঁছালে শোকের ছায়া নেমে আসে।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে পাশাপাশি ঠিক কি কারণে ওই যুবক আত্মহত্যা করলো সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

অর্থের অভাবে ধুঁকছে হাওড়া

প্রথম পাতার পর

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ৪১৯ জন অস্থায়ী কর্মীর জন্য আরও ৬ কোটি টাকা। অর্থাৎ বেতন বাবদ খরচ হচ্ছে মোট ৪৪ কোটি টাকা। ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে মজুরি বাবদ খরচ বছরে ৯০ কোটি টাকা। এছাড়াও প্রশাসনিক কাজকর্ম চালাতে ও অন্যান্য খরচ চালাতে যায় ২৫ কোটি টাকা। সব মিলিয়ে আনুমানিক খরচ বছরে প্রায় ২০০ কোটি টাকা।

আয়ের যে চিত্র পাওয়া গেছে তাতে দেখা যাচ্ছে সম্পত্তি কর বাবদ রাজস্ব ধরা হয়েছে বছরে ৪০ কোটি টাকা। বিল্ডিং দফতর ও বিজ্ঞাপন বাবদ আয় ৪০ কোটি টাকা ধরা হয়েছে। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত অনুদান বাবদ আয় ৯০ কোটি টাকা। অর্থাৎ ফি বছর সব দিক থেকে মিলিয়ে আয় ধরা হয়েছে ১৭০ কোটি টাকা। হাওড়া পুরসভার কর্মকর্তারা জানালেন, শুধুমাত্র পুরসভার স্বাভাবিক খরচ চালাতেই বছরে ৩০ কোটি টাকা করে ঘাটতি হচ্ছে। ওই হিসাবে উন্নয়নমূলক কাজের হিসাব তো ধরাই হয়নি। অর্থাৎ উন্নয়নমূলক কাজ করতে গেলে বর্তমানে পুরসভার অর্থের কোনও সংস্থানই নেই।

পুরসভার এক পদস্থ কর্তা জানালেন 'টাকার অভাবে পুরসভার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প (যেমন ওলাবিবিতলায় আন্তর্জাতিক সুইমিং পুল, ডুমুরজলা ইন্ডোর স্টেডিয়াম, শরৎ সদনের ভিতরে প্ল্যানেটোরিয়াম, বেড়াপুকুরে ভূগর্ভস্থ জলাধার, আলামোহন দাস স্পোর্টস কমপ্লেক্স) অসম্পূর্ণ হয়ে পড়ে রয়েছে। সেই সমস্ত কাজ শেষ করতে প্রায় ৭০ কোটি টাকার প্রয়োজন। রাজ্য সরকার এই অর্থ না দিলে পুরসভা কোনওভাবেই ওই কাজ শেষ করতে পারবে না।''

হাওড়া পুরসভা যে অর্থ সংকটের মধ্যে আছে তা স্বীকার করে নিয়েছেন পুরসভার কমিশনার বিজিন কৃষ্ণও। তিনি বলেন, 'হাওড়া পুরসভায় ফি বছর যে ঘাটতি হচ্ছে, তা কমানোর জন্য খরচ আর না বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কর পুনর্মূল্যায়নের কাজেও গতি আনার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাড়ির নকশা অনুমোদন আগের চেয়ে দ্রুততার সাথে করা হবে। যাতে মানুষের সুবিধা ও রাজস্ব বৃদ্ধি, দুটোই হবে। সেই সঙ্গে শহরে হোর্ডিং ও লাইসেন্স থেকেও আয় বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

নাম / পদবি পরিবর্তন

আমি রেখা সরকার, স্বামী-সুভাষ সরকার, গ্রাম-বৌঠাকুরাণী পশ্চিম পাড়া, থানা-সন্দেশখালি, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা। ভুলবশতঃ আমার এলআইসি পলিসি তে বনানী সরকার নাম উল্লেখিত হয়েছে। গত ২৬ জুলাই ২০১৯ তারিখে আলিপুর প্রথম শ্রেণীর জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে আমি আমার এল আই সি পলিসি তে উল্লিখিত বনানী সরকার হইতে রেখা সরকার নামে পরিচিত হইলাম। বনানী সরকার ও রেখা সরকার এক এবং অভিন্নিত্য ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম।

রবীন্দ্র সরবরে ধুন্ধুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত দুদিন ধরে একটি লোকের প্রবেশ ঘটছিল সরবর লেকে। তাকে ঘিরেই যত কাণ্ড। কাশ্মীরের ৩৭০ ধারা বিলোপের পরে তার বিরোধিতা করে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে ওই ব্যক্তি। প্রাতঃভ্রমণকারী ছাড়াও ওই এলাকা চলে একটি লাফিং ক্লাব এবং আরএসএস–এর একটি শাখা। ১৫ তারিখ লাফিং ক্লাবের পতাকা উত্তোলনের পরে ওই ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু সাম্প্রদায়িক আচরণ শুরু করেন। জানা গিয়েছে স্থানীয় সূত্রে। এরপর ১৬ আগস্ট এক আগ্নেয়াস্ত্র জাতীয় জিনিস নিয়ে সে আবার শান্তি ভঙ্গের চেষ্টা করে। তাকে তুলে দেওয়া হয় রবীন্দ্র সরবর থানার হাতে। তবে পুলিশ সূত্রের খবর আগ্নেয়াস্ত্র কিছু পাওয়া যায়নি এবং সে মানসিক রোগগ্রস্ত। তাকে রাত্রে বাড়ি পৌঁছে দেয় পুলিশ।

ভারতীয় মজদুর সংঘের অধিবেশন

মলয় সুর, হুগলি : কুরবানি উৎসবের দিন ব্যান্ডেলে রেলে অডিটোরিয়াম ভবনে হুগলির ভারতীয় মজদুর সংঘ সংগঠনের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল। রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল মুখার্জী বলেন, এই জুট মিল ও অন্যান্য কারখানার শ্রমিকদের এ জি এম প্রায় ৩৬০ জন প্রতিনিধি হাজির থাকেন। হুগলিতে গোন্দলপাড়া জুট মিল বন্ধ আছে। প্রতিটি কারখানায় তাদের সাংগঠনিক শক্তি মজবুত থাকার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি পরামর্শ দেওয়া হয়। রাজ্যে বেশ কয়েকটি আসনে জয়ী হওয়ার দরুন আত্মবিশ্বাস এখন তুঙ্গে গেরুয়া শিবিরের। এদিন মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন জয়নাথ চৌবে, শিউপ্রসাদ সিং, বিজেপির মহিলা মোর্চার নেত্রী রাজকুমারী কেশরী, ঘনশ্যাম প্রসাদ, হরিশংকর প্রসাদ, সুরিন্দর যাদব, ভগীরথ মাহাতো। প্রসঙ্গ উল্লেখ্য বিভিন্ন ইউনিয়ন থেকে শ্রমিকরা বিজেপির ভারতীয় মজদুর সংঘে যোগ দিলেন।

কন্যাশ্রী, রাখীবন্ধন ও স্বাধীনতা দিবসে উৎসবের আমেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার আলিপুর সদর মহকুমার অন্তর্গত বজবজ–২ নম্বর ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতি গত ১৪ আগস্ট কন্যাশ্রী দিবস ও ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস ও রাখীবন্ধন উৎসবকে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল। কন্যাশ্রী দিবসে সুসজ্য র‍্যালি, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা নানা বৈচিত্রমূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন। স্বনির্ভর দলের উৎপাদিত দ্রব্যের প্রদর্শনীমূলক মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক নবকুমার দাসের ঐকান্তিক উদ্যোগে স্বয়ম্ভর গোষ্ঠীর লোগো এবং বজবজ–২ নম্বর ব্লকের ওয়েবসাইট উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রকল্প আধিকারিক সুদীপ মুখোপাধ্যায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। ১৫ আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উদযাপন, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া দফতরের উদ্যোগে রাখী বন্ধন উৎসব অন্য মাত্রা পায়। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও নৃত্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমিতির সহ সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, বিডিও নবকুমার দাস, নোদাখালি থানার আইসি পলাশ চট্টোপাধ্যায়, জেলা পরিষদের সদস্যা শিখা রায়, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ নিখিল মাখাল, চিত্তরঞ্জন জাটি, সুপ্রিয়া ঘোষ, শুভেন্দু দাস, রুনা দাস সাঁতরা প্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন কুনাল মালিক।

গরু পাচার রুখেও সমস্যা

প্রথম পাতার পর

সীমান্তরক্ষীরাও পাচারকারীদের হাতে তুমুল ভাবে আক্রান্ত হতে হয়। দা, কাটারি, ভোজালি দিয়ে কুপিয়ে মারার চেষ্টাও করা হয় সীমান্ত রক্ষীদের এমনই কয়েকদিন আগে এক সীমান্তরক্ষী মারের চোটে তার হাত খুইয়েছে। এখনো তার চিকিৎসা চলছে হাসপাতালে। এমনকী ইদানিং পাচার হওয়া গরুর গায়ে সকেট বোম লাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে যাতে ধরতে গেলেই বিস্ফোরণ ঘটে। দুঃখের বিষয় হলো সরকার থেকে আইন করা হয়েছিল যাতে পনেরো কিলোমিটারের মধ্যে সীমান্ত পার্শ্ববর্তী এলাকায় কোনো গরু বা অন্যান্য জীব জন্তুর হাট না বসে কিন্তু তা বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এখনো চলছে। কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি তা বন্ধ করবার জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে। এছাড়াও আরো এক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় সীমান্তরক্ষীদের পাচার যাওয়া গরু ধরার পর তাদেরকে রাখার জায়গার অভাব, ইতিমধ্যেই প্রায় ২৫০০ গরু এমন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসেছে তবে এতে যথেষ্ট নয়, আরো এগিয়ে আসতে হবে এবং সামিল হতে হবে এই কাজে, সরকারকেও এক অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে যাতে এমন সমস্যার সম্মুখীন না হতে হয় সীমান্ত রক্ষীদের। গরু পাচারের থেকে মুক্তি পায় কিন্তু অস্বাস্থ্যকর জায়গায় তাদের পড়ে থাকতে হয় দিনের পর দিন ধরে পরিচর্যার অভাবে। সীমান্তরক্ষীদের সীমান্ত ও পাচারকারীদের ওপর দৃষ্টি রাখতে গিয়ে অবলা পশু দের দিকে দৃষ্টি দিতে পারে না বেশি করে। যতই সরকার পক্ষ বা বিরোধী রাজনৈতিক দলেরা প্রশ্ন তোলে গরু পাচার নিয়ে কিন্তু তাদের এবিষয়ে কোনও ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। গরু পাচার রোধ হয়েছে অনেকটাই তার প্রমাণও আছে।

কিন্তু এইসব অবলা পশু দের জন্য সুব্যবস্থা প্রয়োজন। সরকার এই সব পশু গুলির দুধ বা অন্যান্য কিছু থেকে উৎপাদন সম্ভব। যাতে করে সীমান্তবর্তী এলাকার মানুষদের দিয়েই একটি ছোট্ট শিল্পে পরিণত করা যেতে পারে। তাতে বাড়বে কর্মসংস্থানও।

সীমান্তবর্তী এলাকাকে আরও কঠোর নজরদারী করতে গেলে প্রয়োজন দুই দেশের সীমান্তরক্ষীর পারস্পরিক সম্পর্ক যা অনেকটাই ভালো। বছরে একযোগে সীমান্ত এলাকায় টহলের সাথে সাথে বিভিন্ন সামাজিক কাজে নিযুক্ত হয় সীমান্তরক্ষীরা।এছাড়াও সম্প্রতি স্থানীয় পুলিশের সাথেও একযোগে কাজ করছে সীমান্তরক্ষীরা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৫০০টি এফআইআর–এর মাধ্যমে তদন্ত চলছে। দুঃখের বিষয় গত কয়েক বছরে তদন্তর সংখ্যা ছিল অতি কম। সাউথ বেঙ্গল ফ্রন্টইয়ারের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর প্রধান ওয়াই বি খুরানা বলেন, কাঁটা তারের বেড়া দেওয়ার জন্য যে জমির প্রয়োজন ছিল তা নিয়ে কথাবার্তা চলছে রাজ্য সরকারের সাথে। এছাড়াও সীমান্তবর্তী এলাকাকে ১০০ শতাংশ নজরদারী ক্যামেরার মধ্যে আনার প্রকল্প বাস্তবায়িত হবে আর কিছুদিনের মধ্যে। ভাসমান বিওপি দক্ষিণ ২৪ পরগনা সুন্দরবনে ছিল মাত্র তিনটি এবছরই আরও ৬টি যুক্ত হবে। এবং স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে ৯টি কাজ করবে একযোগে। তিনি আরও বলেন, সীমা সুরক্ষা বল তাদের যথাসাধ্য চেষ্টা করবে পাচার সহ বেআইনি কার্যকলাপ বন্ধ করতে।

হাওড়ার দুষ্কৃতী সঞ্জয় যাদব চুঁচুড়ার মহিলা ও শিশুপুত্রকে অপহরণ করে

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছর দুয়েক ধরে অপহৃত বাড়ির গৃহবধূ ও তাঁর শিশু পুত্র। এ বিষয়ে চুঁচুড়া থানা, জেলা শাসক ও বিভিন্ন প্রশাসনে তরফে চিঠি মারফত জানানো হয়েছে। এমন কি খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়িতে গিয়ে কাগজপত্র সহ নালিশ জানানো হয়। কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের তরফে কোনও ভূমিকা বা হেলদোল দেখা যায়নি। ঘটনার সূত্রপাত, ২০১৭ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর হাওড়া স্টেশন থেকে চুঁচুড়া ধরমপুর তাঁতিপাড়ার বাসিন্দা জগাই বাগের স্ত্রী রূপা বাগ (৩৪) ও তাঁর ছয় বছরের ছেলে নিলাদ্রীকে ভুলিয়ে আদতে বিহারের বাসিন্দা সঞ্জয় যাদব কিডন্যাপ করে। চারিদিকে জোর খোঁজ তল্লাশি করে জানতে পারা যায় চোরাই পালিয়ে গিয়েছে। যদিও বিশ্বস্ত সূত্র মারফত জানা যায়, রূপার বাপের বাড়ির কাছেই সঞ্জয়ের হাওড়ার সালকিয়া বাধাঘাটে একই পাড়ায় বাড়ি। সেই কারণে সঞ্জয়ের সাথে আগে থেকেই মেলামেশা ছিল। এখন চোরাই বহাল তবিয়তে সঞ্জয় রয়েছে। তবে ডিসেম্বরে চুঁচুড়া থানার এস আই আপন দাস পুলিশের দলবল সহ চোরাই যান। কিন্তু তাঁরা সন্ধান না পেয়ে খালি হাতে ফিরে আসেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে সাংবাদিক প্রদীপ দত্ত, রবি সামন্ত ও যাদু ঘোষের নেতৃত্বে চুঁচুড়া থানার পুলিশ অফিসার অরিজিৎ দাশগুপ্ত ও জেলাশাসক ওয়াই রত্নাকর রাওয়ের সচিবকে স্মারকলিপি জমা দেওয়া হয়। সঞ্জয় বিবাহিত। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারে নি। এজন্য প্রদীপ দত্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হন এবং প্রতিবাদ করেন। বর্তমানে জগাইবাবু ও তাঁর মেয়ে তৃষ্ণা একাকীত্ব মনে বাড়িতে দিন গুজরান করছেন। তৃষ্ণ চুঁচুড়া বালিকা বাণী মন্দির স্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী। তাঁরা এখন মা-ভাইয়ের আশায় হাপিত্যেশ করে পথ চেয়ে বসে আছেন।

জীবনতলায় কন্যাশ্রী দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সারাবিশ্বে সমাদৃত সেই আর্ন্তজাতিক কন্যাশ্রী দিবস পালিত হল জীবনতলা এলাকায়। এদিন সকালে ক্যানিং ২নং ব্লক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের নেতৃত্বে জীবনতলা থানা এলাকার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের কে নিয়ে এক পদযাত্রা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।পদযাত্রা পরিক্রমার পর জীবনতলা ব্লকের অডিটোরিয়াম হলে একটি অনুষ্ঠান উদযাপিত হয়।অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিশ্বমাঝে কন্যাশ্রী উদ্বোধনী সঙ্গীত দিয়েই। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জীবনতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি,জীবনতলা বিডিও বিশিষ্টরা। অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কন্যাশ্রী প্রকল্প নিয়ে এক বিশেষ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।উল্লেখ্য কন্যাশ্রীর সাফল্যে আজ মেয়েরা শিক্ষিত হয়ে প্রতিষ্ঠিত হতে পারছে,কমেছে পাচার,নাবালিকা বিয়ের সংখ্যাও।কন্যাশ্রী ক্লাব তৈরি হয়েছে সেই ক্লাবের মাধ্যমে তাদের এবং সমাজের উন্নয়নের বাতাবরণ তৈরি হবে।

টাকা না পাওয়ার অভিযোগ ছাত্রীদের

প্রথম পাতার পর

আমতলা এলাকার একটি স্কুলের ছাত্রীরা জানিয়েছে, তারা একবছর টাকা পেয়েছে। পরের বছর আর টাকা পায়নি। স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ তুলেছে। এই বিষয়ে স্কুলের তরফ থেকে কোনও সহযোগিতা পায়নি। সেই অভিযোগ সরাসরি ক্যানিং পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল জানানোর জন্য এসেছিল। বিষয়কের মঞ্চে ভাষণের পর দেখা করার চেষ্টা করেও ছিল। কিন্তু সময় দিতে পারেনি। পরে ঘটনার কথা জানতে পেতে তৃণমূল বিধায়ক অবশ্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন। বলেছেন, 'কোন কোন স্কুলের কন্যারা কন্যাশ্রীর টাকা পাচ্ছে না আমাকে জানালে আমি ওই স্কুল গুলির সঙ্গে কথা বলবো।'

এই প্রসঙ্গে জেলার 'কন্যাশ্রী প্রকল্প' আধিকারীক কাবেরী ঘোষ বলেছেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে জেলার ২৯ ব্লকের কয়েকহাজার ছাত্রী এবার কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকা (২০১৯–২০ শিক্ষাবর্ষে) পাওয়া থেকে বঞ্চিত হবে। সমস্ত ছাত্রীরা যাতে টাকা পায় সেই চেষ্টা করার জন্য আমরা স্কুল গুলিকে চিঠি দিয়ে বারবার জানানো হয়েছে। তবুও কিছু হচ্ছে না। বিষয়টি রাজ্য দপ্তরে জানানো হয়েছে।'

সাইকেলে বিশ্ব প্রচারে সোমেন

প্রথম পাতার পর

যেখানেই গেছেন সেখানকার স্কুল,বিশ্ববিদ্যালয়, এনজিও রেস্টুরেন্ট হোক বা ফ্যাক্টরি সবজায়গাতেই ওয়াকশপ করেছেন। মুগ্ধ হয়েছে সকলে। এইচআইভি, এডস এর পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতির উপরও সেমিনার কনফারেন্স করেন সোমেন। কোনও রকম স্পনসরশিপ ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তিগত উদ্যোগেই দীর্ঘ এতটা পথ পাড়ি দিয়েছেন তিনি। কিন্তু চান শেষের পাঁচ বছরে অর্থের কারণে যাতে তার যাত্রা ব্যহত না হয়। যেখানেই গেছেন স্থানীয় মানুষ ও ভারতীয়রা তার এই জার্নিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। আর সবদেশেই এক টুকরো ভারতের সাক্ষী থেকেছেন তিনি।

সবকিছু ছেড়ে সাইকেলে বিশ্বভ্রমণ কেন? সোমেনের মতে এর চারটে কারণ ছিল।

আমার কোনও স্পনসর ছিল না,সাইকেল হচ্ছে মানুষের কাছে পৌঁছবার সবচাইতে সেরা মাধ্যম,এটা কোনও পরিবেশ দূষণ করে না, ফিট থাকবার জন্য সাইক্লিং এর কোন বিকল্প নেই।তবে সাইকেলে ঘুরতেও খরচ আছে,কোন স্পনসরশিপ ছাড়া শুধুমাত্র ব্যক্তিগত সাহায্যে এতদুর এসেছি।লোকজনের সাহায্য ছাড়া এই যাত্রা সম্ভব হত না।

এডস মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন সোমেন। তার জন্য সচেতনতা বাড়াতে ২০২০ সালের মধ্যে বিশ্বের ১৯১ টি দেশ অতিক্রম করে ২,০০,০০০ কিলোমিটার সাইকেল পাড়ি

দেবেন তিনি। তাঁর ইচ্ছা পথে দুকোটি লোককে তাঁর এই ক্যাম্পেইনের মাধ্যমে ছুঁয়ে যাওয়া। সেই স্বপ্নের পিছনে সাইকেল নিয়ে ছুটে চলেছেন সুন্দরবনের রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সোমেন দেবনাথ।

গত ২০০৪ সাল থেকে এর বিষয়ে সচেতনতা ছড়াতে পাড়ি দিয়ে ১৮০ টির বেশি দেশ ইতিমধ্যে ভ্রমণ করে ফেলেছেন।২০০৯ সালে এশিয়া মহাদেশ,২০১১সালে ইউরোপ,২০১৫ সালে আফ্রিকা,২০১৬দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা,২০১৮ কানাডা,সাইবেরিয়া,মঙ্গোলিয়া,রাশিয়া,চীন২০১৯সালে অস্ট্রেলিয়া,জাপান,ফিলিপিন্স নিউজিল্যান্ড২০২০ সালে মালেশিয়া,বাংলাদেশ মায়নমার হয়ে ভারতে ফিরবেন সুন্দরবনের সোমেন দেবনাথ।বর্তমানে ১৫১ টি দেশ ভ্রমণ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কায় রয়েছেন সুন্দরবনের সোমেন।

ইজ্জত তুচ্ছ করে বাঁচালেন সাপেকাটা রোগীকে

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : দীর্ঘ কয়েক দশকের পরিচয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিংয়ের তালদি গ্রাম পঞ্চায়েতের শিবনগর গ্রামের দুর সম্পর্কের পাতানো ভাই আমির আলি সেখ। আচমকা ছুটি পেয়ে সোমবার সকালে দক্ষিণ কলকাতার বালিগঞ্জ রেলকোয়ার্টারের বাসিন্দা মধ্য বয়স্কা মহিলা গোলাপী মল্লিক বেড়াতে এসেছিলেন পাতানো ভাই আমীর আলির গ্রামের বাড়িতে।

সোমবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চা-মুড়ি খেতে খেতে গল্পগুজব করছিলেন দুই ভাইবোন। দীর্ঘদিন পর আলাপ হওয়ায় আমীর আলির পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা গল্পে মশগুল ছিলেন দিদি গোলাপী মল্লিকের সাথে। ঠিক ছোঁড়া দূরত্বে বাড়ির পাশেই পুকুর পাড়ে আচমকা বাড়ির মেয়ে সেরিনার চিৎকার চেঁচামেচি শুনে সম্বিত ফেরে সকলের। চিৎকার শুনে বাড়ির সকলে অন্ধকারে পুকুর পাড়ে দৌড়ে গিয়ে জানতে পারেন, আমীর আলি বাবুর বছর আঠারোর মেয়ে সেরিনাকে বিষধর সাপে কামড় দিয়ে পালিয়েছে।

চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরাও দৌড়ে আসেন আমীর আলির বাড়িতে। একে বারেই নাম জানাতে অনিচ্ছুক পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকজন ওঝা গুণীনও চলে আসেন ঘটনাস্থলে। বাড়ির সকলে তখন আতঙ্কের মধ্যে কি করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না। প্রতিবেশীরা ওঝা গুণীন কে দেখানোর কথা বলাবলি করতে থাকেন এবং সেই আলোচনার কথা গুণীনদের কানে পৌঁছালে তারা সাপে কামড়ানো সেরিনা কে হাসপাতালে না নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। এবং কোনও প্রকার বিপদ হবে না বলেও আশ্বাসও দিতে থাকেন। এমনই কুসংস্কারের কথা শুনতে পেয়েই প্রতিবাদে সরব হন গোলাপী মল্লিক। তিনি তৎক্ষণাৎ রোগীকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে পড়েন। অভিযোগ তখন বেশ কয়েক জন প্রতিবেশী এবং ওঝা গুণীন গোলাপী দেবী কে হুমকি দিয়ে বলতে থাকে সেরিনা কে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মেরে ফেলবে। ওকে নিয়ে যাওয়া যাবে না। এদিকে এমন বচসার জন্য সময় যত গড়িয়েছে রোগীর অবস্থাও জটিল পর্যায়ের দিকে অতিবাহিত হয়ে চলেছে। অবস্থা বেগতিক বুঝে গোলাপী মল্লিক এক প্রকার জোর করেই সেরিনা কে নিয়ে হাসপাতালে রওনা হওয়ার চেষ্টা করলে কুসংস্কার আচ্ছন্ন মানুষজনেরা গোলাপী মল্লিকের পথ আটকে তাঁকে হুমকি দিয়ে বলে অযথা ঘটলেই দায়ভার

নিতে হবে, মোটা অঙ্কের টাকাও জরিমানা করা হবে। পাশাপাশি ইজ্জতও নষ্ট করা হবে।

নিজের বাড়ির কাছে এমন কুসংস্কারাচ্ছন্ন ঘটনা এবং জনৈক মহিলাকে ইজ্জত নিয়ে কথা উঠলেও মেয়ের চিন্তায় বিমর্ষ হয়ে কোনও প্রতিবাদ করার সাহস দেখান নি আমীর আলি।

অগত্যা নিরুপায় হয়ে নিজের মান সম্মান ইজ্জত বিসর্জন দিয়ে প্রতিবাদে মুখর হয়ে ওঠেন গোলাপী। কারোর কোনও কথা কর্ণপাত না করেই সেরিনাকে নিয়ে রাত প্রায় নটার সময় সোজা ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে হাজির হন।

ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র রায়ের সাথে ঘটনার সমস্ত কথা বলেন। ঘটনার কথা শুনে তাজ্জব হয়ে যান চিকিৎসক সমর বাবু। তিনি রোগীর লক্ষণ দেখেই মুহূর্তে চিকিৎসা শুরু করেন। পর পর দেওয়া হয় ১০ এভিএস। মিনিট কুড়ি চিকিৎসা চলার পর সেরিনার অবস্থা সংকট জনক পর্যায়ে চলে গেলে তাকে আসিসিইউ তে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

রোগীর অবস্থা সঙ্কট জনক হওয়ায় আতঙ্কে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েন গোলাপী মল্লিক।

পরে অবশ্য চিকিৎসকরা গোলাপী দেবী কে অভয় আশ্বাস দিয়ে বলেন ভয়ের কিছু নেই। সুস্থ হতে একটু সময় লাগবে।

বিশিষ্ট সমাজসেবী মেহেদী হাসান সেখ, ফারুক আহমেদ সরদার, দীনবন্ধু ঘরামীরা বলেন, বর্তমান আধুনিক সমাজ সুশিক্ষায় শিক্ষিত হলেও কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু মানুষজন তাদের কর্তৃত্ব কায়েম করে চলেছে সাধারণ মানুষের সচেতনতার অভাব এবং দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে। তবে একজন মহিলা যে ভাবে নিজের মানসম্মানের চিন্তা না করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে এক মহিলা জীবন বাঁচিয়েছেন তার কোনও তুলনা হয় না।

অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্পবিশেষজ্ঞ ডাঃ সমরেন্দ্র রায় প্রতিবাদী মহিলাকে প্রশংসা করে বলেন রোগীকে হাসপাতালে আনতে আর মিনিট ত্রিশ দেরি হলে বাঁচানো সম্ভব হতো না। তবে গোলাপী দেবীর মতো সাধারণ একজন মহিলা নিজের ইজ্জতের কথা তুচ্ছ করে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মৃত্যপ্রায় মহিলাকে যেভাবে বাঁচানোর চেষ্টা করেছেন তার কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। গোলাপী দেবীর মতো আরো হাজার হাজার প্রতিবাদী মহিলা কুসংস্কারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালে,শিক্ষিত সভ্য সমাজ থেকে কুসংস্কারের বিলুপ্তি ঘটবে।

গ্রামীণ চিকিৎসক কুমুদ ঘরামী বলেন, কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সাধারণ একজন মহিলার প্রতিবাদ দেখে সাধারণ মানুষ যদি শিক্ষা নেয় তাহলে আগামী দিনে ওঝা গুণীন পালিয়ে যেতে বাধ্য।

সেরিনা খাতুন ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠায় খুশি তার পরিবারের সদস্য সহ গোলাপী দেবী।

গোলাপী দেবী বলেন, কুসংস্কারের জন্য চোখের সামনে একজন মারা যাবে এটা মেনে নিতে না পেরে প্রতিবাদ করেছিলাম। সেরিনা সুস্থ হয়ে ওঠায় সমাজের প্রতি নিজের কর্তব্য সঠিক ভাবে পালন করতে পেরেছি বলে মনে হয়।

মহানগরে

সমস্যা কড়া নাড়ছে, প্লাস্টিক বর্জ্য বাছাই নিয়ে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরে বাড়ি বাড়ি জৈব ও অজৈব এই দুই ধরনের বর্জ্য রাখার বালতি আজ পর্যন্ত কলকাতার কোন কোন ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হয়েছে? কলকাতার ১–১৪৪ সব ক'টি ওয়ার্ডে সরবরাহ করতে আর কত সময় লাগবে? পুর বামফ্রন্ট নেত্রী ১২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সুদীর্ঘ ২৯ বছর যাবৎ পুর প্রতিনিধি রত্না রায় মজুমদারের উক্ত প্রশ্নের উত্তরে পুর জঞ্জাল সরবরাহ দফতরের মেয়র পারিষদ দেবব্রত মজুমদার বলেন, কলকাতার সাতটি ওয়ার্ডে বর্তমানে জঞ্জাল পৃথিকীকরণের কাজ বেশ কয়েক বছর যাবৎ চলছে। ওয়ার্ডগুলি হল, তিন নম্বর বরোর ৩৩ নম্বর ওয়ার্ড, ছ' নম্বর বরোর ৪৭ নম্বর ওয়ার্ড, সাত নম্বর বরোর ৬৪ নম্বর ওয়ার্ড, ১১ নম্বর বরো ১০৩ ও ১১০ নম্বর ওয়ার্ড, ১৩ নম্বর বরোর ১১৫ নম্বর ওয়ার্ড এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের ১৩০ নম্বর ওয়ার্ড। আর গত ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে চেতলার ৮২ নম্বর ওয়ার্ডে উৎসেই জঞ্জাল পৃথকীকরণ ব্যবস্থাপনা কার্যকর হয়েছে।

দেবব্রতবাবু অপর প্রশ্নের উত্তরে বলেন, কলকাতার আরও ১৯টি ওয়ার্ডে এই প্রকল্পের কাজের জন্য 'টেন্ডার' ডাকা হয়েছে। দেবব্রতবাবু জানান, এই প্রকল্পটি হয় তো আগামী এক থেকে দেড় মাসের মধ্যেই কাজটা চালু হবে। কলকাতা পুরসংস্থা এই মহানগরের বর্জ্য জৈব ও অজৈব এই দু'ভাগ করার কাজ কলকাতার সাতটি ওয়ার্ডে অনেকদিন যাবৎ চালু আছে। কিন্তু অজৈব বর্জ্যে থাকা প্রচুর প্লাস্টিক কীভাবে সামাল দেওয়া হবে, তা নিয়ে পুরকর্তারা গভীর চিন্তায়। নিয়মানুযায়ী, প্লাস্টিক বর্জ্য আর ভাগাড়ে ফেলা যাবে না। তাতেই চিন্তা বেড়েছে। দেশের কঠিন বর্জ্য এবং জাতীয় পরিবেশ আদালতের সর্বশেষ রায়ে প্লাস্টিক বর্জ্যের বিষয়ে নির্দেশিকা রয়েছে। যার ফলে এখন বর্জ্য পৃথকীকরণ বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। এখনও প্লাস্টিক বর্জ্য ভাগাড়েই ফেলা হচ্ছে। কিন্তু সেটাও আর বেশিদিন করা যাবে না। পুর সূত্রের খবর, এখনও পুরো কলকাতা পুর এলাকায় বর্জ্য পৃথকীকরণ শুরু হয়নি। গোটা শহরে পৃথকীকরণ চালু হলে প্লাস্টিক বর্জ্যের সমস্যা কলকাতায় মারাত্মক আকার ধারণ করবে। প্রসঙ্গত, পুর সূত্রে খবর, কলকাতা মহানগরে দৈনিক প্রায় সাড়ে চার হাজার মেট্রিক টন বর্জ্য উৎপন্ন হয়। আর এর বেশিটাই আসে সবজি–মাছ বাজার থেকে। এতে প্লাস্টিক যথেষ্ট কম। তবে বাড়ি বাড়ি থেকে যে বর্জ্য আসে, আর তাতেই বেশির ভাগই প্লাস্টিক। অনেকটাই অজৈব বর্জ্য।

সিবিএসই–র ফিজ বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সেন্ট্রাল বোর্ড অফ সেকেন্ডারি এডুকেশন' সংক্ষেপে সিবিএসই তাদের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফিজ বৃদ্ধি করল। সংরক্ষিত তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের এখন থেকে পূর্বের ৫০ টাকার পরিবর্তে তার ২৪ গুণ বেড়ে ১২০০ টাকা দিতে হবে। আর অসংরক্ষিত শ্রেণির পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণির ফিজ পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ১৫০০ টাকা। নয়া নিয়মানুযায়ী তফসিলি জাতি ও উপজাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীরা পাঁচটি বিষয়ের জন্য ১২০০ টাকা ফিজ জমা দেবেন। আর সাধারণ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ৭৫০ টাকার পরিবর্তে পাঁচটি বিষয়ের জন্য দিতে হবে ১৫০০ টাকা। আরও আছে, এতদিন ঐচ্ছিক বিষয়ের জন্য তফসিলি ছাত্রছাত্রীদের কোনও ফিজ দিতে হতো না। কিন্তু এবার থেকে ৩০০ টাকা দিতে হবে। আর সাধারণ শ্রেণির জন্য ওই ফিজ ১৫০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ৩০০ টাকা। দ্বাদশ শ্রেণিতেও একই নিয়ম। বিদেশে সিবিএসই স্কুলগুলির ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে এই দুই শ্রেণির বোর্ড পরীক্ষার ফিজ ৫০০০ টাকা থেকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়ে ধার্য হয়েছে ১০ হাজার টাকা। আর অতিরিক্ত বিষয়ের ফিজ দ্বিগুণ বেড়ে হয়েছে ২০০০ টাকা। তবে ১০০ শতাংশ দৃষ্টিহীনদের কোনও ফিজ পূর্বের মতোই লাগবে না। তবে মাইগ্রেশন পড়ুয়াদের ফিজ ১৫০ টাকার পরিবর্তে ৩০০ টাকা হয়েছে।

বরো–৬এ নিকাশি সমস্যা সঙ্গে বাজারের পরিষেবা বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মধ্য কলকাতার কেন্দ্রীয় পুরভবন নিকটস্থ হগ স্ট্রিট স্থিত বরো–৬–এর 'পুর প্রশাসনিক সভা'য় গত ১০ আগস্ট বসলেন মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। এই বরোটি বিভিন্ন কারণে কলকাতার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি বরো হিসাবে কলকাতাবাসীর কাছে পরিচিত। এই বরোতে মোট ওয়ার্ড আছে ১০টি (ওয়ার্ড নম্বর : ৪৬–৪৭, ৫১–৫৫, ৬০–৬২) আর ১০ পুর প্রতিনিধিই তৃণমূল কংগ্রেসের। বরো অধ্যক্ষা ৫১ নম্বর ওয়ার্ডের পুর প্রতিনিধি প্রাক্তন এমএমআইসি সঞ্চিতা মণ্ডল। তবে উল্লেখযোগ্য হল যে, এই বরোর তিন পুর প্রতিনিধি বর্তমান মেয়র পরিষদের সদস্য। আর একজন হলেন পুর আইটি দফতরের উপদেষ্টা। আবার আরেকজন হলেন প্রাক্তন উপ মহানাগরিকের কন্যা। সভায় মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম বলেন, যেহেতু বরো ৬ কলকাতার মহানগরের একটি কেন্দ্রীয় স্থান। এমনিতে 'ওভারঅল' ঠিকই আছে। কিন্তু যেহেতু ব্রিটিশ পিরিয়ডের ড্রেনেজ সিস্টেম তাই কিছুটা সমস্যা আছে। একটা বড়ো স্কিম করে 'অমৃত'কে দেওয়া হয়েছিল। ১৯২ কোটি টাকার ওই স্কিম। সেই মৌলালি থেকে নিয়ে এজিসি রোড ধরে পুরো 'ব্রিকসুয়্যার ডিসিল্টিং'–এর প্রয়োজন। সেটা এখনও স্যাংশন হয়নি। সেজন্যই বরো–৬–এর অনেকগুলি স্থানে আজও জল জমছে। এজন্যই আমি বলেছি, যতোটা সম্ভব 'ডিসিল্টিং' করে 'এগজিস্টিং সিস্টেমে' সেই সমস্যার কিছুটা সমাধান করতে। এবং আমরা আশা করছি, আগামী বছরের মধ্যে অমৃত'র স্যাংশনটা পাবো এবং পরবর্তীতে কাজটা শুরু করতে পারবো। দ্বিতীয়ত, আমরা আজ থেকে একটা 'ইনস্ট্রাকশন' দিলাম। সেটা হচ্ছে কলকাতার সমস্তটায় পুরসংস্থা স্টোর থেকে কোনও বাল্ব দেবে না। 'টোটাল এলইডি' হবে। এবং যে কনট্রাক্টর সেই বাল্বগুলি লাগাবে। এবং সেই পরবর্তী পাঁচ বছর এটাকে মেন্টেনেন্স করবে। যাতে কলকাতার কোথাও অন্ধকারে না থাকে। এবং আজকের বরো মিটিং–এ আরও একটা সাজেশন নেওয়া হয় যে, এই বরো'র ৬১ নম্বর ওয়ার্ডের ইলিয়ট লেনে কেআইটি–র একটা জায়গা আছে। এই জায়গাটা আমরা ট্রান্সফার করবো। এবং পুর শিক্ষা দফতরকে দিয়ে সুলতান আহমেদে'র নামে একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল করা হবে। আপাতত স্কুলটি অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত থাকবে। পরবর্তী সময়ে আরও বাড়ানো হবে। ওই গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড স্কুল বাড়িটি কলকাতা পুরসংস্থা করে দেবে। রাজ্যের শিক্ষা দফতর বিদ্যালয়টির পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। এবং আরও একটি বিষয় হল, এই বরোর ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৩, গিরিশ চন্দ্র বোস রোডে এন্টালি মার্কেটের কাছে 'ওয়ার্ড হেলথ ইউনিটে'র পাশে একটি পুরনো স্বাস্থ্য কেন্দ্র আছে। সেটা বর্তমানে বন্ধ আছে। ওখানে পুর সংস্থা 'পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ' মডেলে একটি 'ড্যালিসিসি ইউনিট' করা হবে। তার জন্য আগামী সাত দিনের মধ্যে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরকে চিঠি দেওয়া হবে। কলকাতায় আগে কোথাও এরকম ইউনিট ছিল না। পুরসংস্থা চেতলাতে ৮২ নম্বর ওয়ার্ডের 'দেশের খাবার' বাসস্টপের কাছে এরকম একটা করা হবে। এবং ৫৪ নম্বর ওয়ার্ডে একটা হবে। আর একটা বিষয় হল এই বরোতে পুরসংস্থার অনেকগুলি বড়ো বড়ো বাজার আছে। এমনিতে বাজারগুলি ঠিকই আছে। তা–ও পুরসংস্থা থেকে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে, ওই বাজারগুলির পরিষেবাটাকে আরও 'বেটার' কীভাবে করা যায়।

সকলকে নিয়ে ভারতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গত ১০ আগস্ট সন্ধ্যায় যাদবপুরে ইন্দুমতি সভাগৃহের মঞ্চ ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল মানসিক প্রতিবন্ধী, থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত ও লিঙ্গপরিবর্তনকারীদের।

সঙ্গে ছিলেন আয়োজক 'হেল্প আস টু হেল্প ইউ'–এর সদস্য সদস্যরাও। উদ্দেশ্য 'সকলকে নিয়ে ভারতবর্ষ। অংশগ্রহণ করে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সেরিব্রাল পালসি, থ্যালাসেমিক গার্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, আমিটি ট্রাস্ট এবং প্রয়াস এছাড়াও অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ অধ্যাপক দৃষ্টিহীন ঈশান চক্রবর্তী।

আয়োজক সংস্থার সভাপতি সুদীপ্ত ঘোষ জানালেন কিভাবে রক্তের প্রয়োজনের তাগিদে কিভাবে একজোট হলেন তাঁরা। গত পাঁচবছর ধরে সারা বছর ধরে রক্তদান, বস্ত্রদান সহ নানা সচেতনতামূলক কাজ করে চলেছেন। খুঁজে পেয়েছেন বহু হৃদয়বান মানুষকে যারা এগিয়ে এসেছেন তাঁদের সঙ্গে।

এমন ভাবনারই ফসল এবারের অনুষ্ঠান যেখানে পুতুল নাচ, নৃত্যনাট্য, দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও নৃত্যে সকলকে মাতিয়ে গেলেন সমাজে বিশেষ তকমা দেওয়া প্রতিভাগুলি। প্রমাণ করলেন সমাজের মূল স্রোতে মিশতে দিলে তারাও কারো চোয়ে কম নয়। সুদীপ্ত বাবুরা অনুষ্ঠানের নাম দিয়েছিলেন 'স্টেজ ইজ ইওরস'। সার্থক তাদের প্রয়াস।

নেহরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা ও হিন্দ সংঘের আয়োজনে চেতলায় হিন্দ সংঘ প্রাঙ্গণে তিনদিন ব্যাপী এক সমাজ সচেতনমূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উদ্বোধন করেন সংঘের সম্পাদক নন্দগোপাল ঝাঁ, সহ সভাপতি সমীর দে, বিশিষ্ট চিত্রকর মৃত্যুঞ্জয় মণ্ডল ও তাপস ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানে ছিল অঙ্কন ও ক্যুইজ প্রতিযোগিতা সহ ছিল এক পদযাত্রা এলাকা স্বচ্ছ করা ও 'বাল্য বিবাহ' রোধে নাটক, জল সংরক্ষণ নিয়ে আলোচনা। দ্বিতীয় দিন ১১ অগাস্ট পালন করা হয় শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবস। বক্তব্য রাখেন সংগঠনের স্বেচ্ছাসেবকরা ও আয়সা খাতুন।

৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস

কাটোয়ায় নজরকাড়া উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৫ আগস্ট দেশজু।ে যথাযথ মর্যাদায় ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হল। দেশের প্রতিটি কোণা এদিন নানান আকৃতির ত্রিবর্ণ রঞ্জিত জাতীয় পতাকায় সেজে উঠেছিল। সেইসঙ্গে বর্ণাঢ্য র‍্যালি, বৃক্ষরোপণ সহ নানাবিধ সেবামূলক কাজকর্ম ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সারাদেশের সঙ্গে পূর্ব বর্ধমান জেলাজু।ওে যথাযথ মর্যাদায় দিনটি উদযাপিত হয়। প্রশাসনের পাশাপাশি বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগেও এদিন নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে, কাটোয়া শহরে এদিনটি পালনে ছাত্র–যুব সম্প্রদায়ের একাধিক উদ্যোগ এলাকাবাসীর নজর কে।ে নেয়। শহরের আর এম সি গ্রাউন্ড ও পার্শ্ববর্তী পানুহাট এলাকা থেকে দু'টি সুবিশাল বর্ণাঢ্য র‍্যালি বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা পরিক্রমা করে। জাতীয় পতাকার অনুকরণে শতাধিক মিটার লম্বা ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা সহ শোভাযাত্রা নজর কে।ে নেয় পথের দুপাশে দাঁ।য়ি থাকা শত শত নরনারীর। অন্যদিকে, এদিনটি উদযাপনকে কেন্দ্র করে বিকেলে কাটোয়ার প্রশাসন একাদশ ও সাংবাদিক একাদশের মধ্যে একটি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। এছা।ও বিভিন্ন জায়গায় বৃক্ষরোপণ ও রক্তদান কর্মসূচি এদিন পালিত হয়েছে।

তেরাঙ্গাযাত্রা – ৭৩তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সকালে সিউড়ি এসপি মোড় থেকে বাসস্ট্যান্ড নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তির পাদদেশ পর্যন্ত একশো মিটার দীর্ঘ জাতীয় পতাকা নিয়ে তেরাঙ্গাযাত্রা করলো এবিভিপি।

ছোট লালবাড়িতে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন হল মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিমের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন গার্ডেনরিচের বদারতলা তরুণ তীর্থ, নেহেরু যুবকেন্দ্র দক্ষিণ কলকাতা এবং ক্রেতা সুরক্ষা দফতরের উদ্যোগে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাটক, যোগা প্রতিযোগিতা, নাচ সহ এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পালিত হল স্বাধীনতা দিবস।

হতে চলেছে হস্তশিল্পের প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার আর্থিক সাহায্য বন্ধ করায় দেশিয় ঐতিহ্যগত সম্পদ ও সংগ্রহশালার কর্মীরা আর্থিকভাবে বিপন্ন। এই বিপন্নতায় কর্মীরা দেশীয় ঐতিহ্য রক্ষার দায়বদ্ধতায় বিনা পারিশ্রমিকে বর্তমান হস্তশিল্পীদের শিল্প ও তাদের আর্থিক উন্নয়নের মাধ্যমে সংগ্রহশালারও আর্থিক উপার্যনের একটি অন্যতম উপায় হিসেবে এই বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন। প্রদর্শনীতে থাকবে : পটশিল্পীদের তৈরি নতুন শিল্পী শৈলী– যা মূলত কাঠের, কাগজের মণ্ড বা কাপড়ের/কাগজের উপর চিত্র শিল্প। নতুন ভাবনায় কাঁথা সেলাইয়ের নক্সার রূপান্তর বিভিন্ন পোশাকে, বাড়ি সাজানোর উপাদানে। দৈনন্দিন প্রয়োজনের ব্যবহৃত ডোকরার উপাদান। তাছাড়াও থাকবে শিল্পীদের নিজস্ব ভাবনায় তৈরি উপাদান। গুরুসদয় সংগ্রহশালার সংগৃহীত উপাদান : গুরুসদয় দত্ত যা সংগ্রহ করেছিলেন, তার মধ্যে নকসি কাঁথা, পটচিত্র, চৌকাপট, কালীঘাট পট, মন্দির ভাস্কর্য, বিভিন্ন ধরনের ছাঁচ, পুতুল শিল্প, গালা শিল্প, কাঠের ভাস্কর্য, মুখোশ, ধাতু শিল্প, পাথরের ভাস্কর্য, পুরাতাত্ত্বিক উপাদান– এসবই সময়ের নিরিখে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত।

রাখিবন্ধনে মেতে উঠল আনন্দ নিকেতন

দেবাশিস রায়, কাটোয়া: ভারতের ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন এবং রাখিবন্ধন উৎসব দুয়ে মিলে ১৫ আগস্ট মেতে উঠল তামাম দেশবাসী। এ রাজ্যেও কোণায় কোণায় এদিন ছবিটা ছিল একইরকম। এরই মধ্যে আলাদা করে নজর কেড়ে নিয়েছিল পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়ার সেবামূলক প্রতিষ্ঠান সোসাইটি ফর মেন্টাল হেলথ কেয়ার (আনন্দ নিকেতন)। কাটোয়ার খাজুরডিহিতে প্রাক্তন বিধায়ক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী ডাঃ হরমোহন সিনহা প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থার শতাধিক বিশেষভাবে সক্ষম আবাসিক এদিন স্বাধীনতা দিবস ও রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপনে মেতে উঠেছিলেন। আনন্দ নিকেতন ক্যাম্পাসে আয়োজিত অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর দেশাত্মবোধক নাচ, গান, কবিতা আবৃত্তি প্রভৃতি পরিবেশিত হয়। তারপর রাখিবন্ধন উৎসবে শামিল হন সকলেই।বিশেষভাবে সক্ষম এখানকার আবাসিক নানাবয়সী ছেলেমেয়েরা একে অপরের হাতে রাখি বেঁধে দেন। পাশাপাশি সংস্থার কর্মকর্তা সহ অতিথিবৃন্দের হাতেও তাঁরা রাখি বেঁধে দিয়ে মহা আনন্দ উপভোগ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত কাটোয়া থানার আইসি বিকাশ দত্ত সহ অন্যান্য আধিকারিকরাও কয়েকজন আবাসিকের হাতে রাখি বেঁধে দেন। সংস্থার অন্যতম প্রধান কর্মকর্তা শুভাশিস সিনহা বলেন, প্রতিবারই আনন্দ নিকেতনে রাখিবন্ধন উৎসবের আয়োজন করা হয়। এবার স্বাধীনতা দিবস ও রাখিবন্ধন উৎসব একই দিনে উদযাপিত হওয়ায় সকলেই দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনায় মেতে উঠেছিল। সকলের ঐকান্তিক সহযোগিতায় এদিন দু'টি অনুষ্ঠানই সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়।

ছবি: কাটোয়ার আনন্দ নিকেতনে রাখিবন্ধন উৎসব উদযাপন।

দৃষ্টিহীনদের সাথে রাখী বন্ধনে শারদীয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি : আট থেকে আশির মিলনক্ষেত্রের নামই 'শারদীয়া পরিবার', নিজেদের কাজের গন্ডি পেরিয়ে যাঁদের ব্রত সারাবছর চির অবহেলিত পথশিশু, দুঃস্থশিশু, অনাথশিশুদের পাশে দাঁড়ানো । দৃষ্টিহীন ভাইবোন আর এই পথশিশুদের কঠিন জীবনযুদ্ধে সমাজে তাদের এগিয়ে দেবার প্রয়াস যারা সারাবছর অবিশ্রান্তভাবে করে চলেছে তারাই এই 'শারদীয়া'। দৃষ্টিহীন ভাইবোনদের সাথে রাখীবন্ধন উৎসব এই অসম্ভব সুন্দর প্রচেষ্টার কান্ডারী 'শারদীয়া'। ১৩ই আগষ্ট,২০১৯ (মঙ্গলবার) কলকাতার 'লাইট হাউজ ফর্ দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের দৃষ্টিহীন

ভাইবোনদের সাথে রাখীবন্ধন উসব পালন করল ২ শারদীয় চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। এই রঙিন উৎসব থেকে যারা সবসময়ই ব্রাত্য, সেই দৃষ্টিহীন ভাইদের হাতে রাখী বেঁধে দিল দৃষ্টিহীন বোনেরা সহ 'শারদীয়া'–র সদস্যারাও। বঞ্চিত হননি 'শারদীয়া'–র সদস্যরাও, তাদের হাতেও রাখী বেঁধে দিল এই স্কুলের দৃষ্টিহীন বোনেরা । এদিন 'লাইট হাউজ ফর্ দ্য ব্লাইন্ড' স্কুলের প্রায় শতাধিক দৃষ্টিহীন ছাত্রছাত্রী এবং 'শারদীয়া'–র প্রায় ৮০ জন সদস্য মাতলেন এই পবিত্র রাখী বন্ধন উসবে । আর এভাবেই মনের দর্শনের মাধ্যমে সম্প্রীতির এই রাখীবন্ধন উৎসবকে সার্থকতার রূপ

দিল 'শারদীয়া পরিবার'। এইদিন কিছু দৃষ্টিহীন ছাত্রীর পরিবেশিত নৃত্য ও দৃষ্টিহীন ছাত্রদের সঙ্গীত পরিবেশন মুগ্ধ করেছে সকলকে। শারদীয়া'র রাখিবন্ধন উৎসবের হস্তনির্মিত সুন্দর রাখিগুলো এবারেও প্রস্তুত করে ক্রাফটাস্টিক।

শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে জয়ন্ত মণ্ডল জানান, দিনান্তে এই শিশুদের হাস্যমুখর মুখগুলোই তাদের পথ চলবার পাথেয়। তার সঙ্গে তিনি এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তাদের এই প্রচেষ্টাকে সাফল্যমন্ডিত করে তোলবার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং এভাবেই ভবিষ্যতেও তাদের পাশে থেকে অনুপ্রাণিত করবার আবেদন করেন। রাখিবন্ধন উসবের শেষে এবারের দুর্গাপুজোতে সমাজের কিছু অবহেলিত শিশু, দুঃস্থ মানুষ ও বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের মুখে হাসি ফোটাতে নিজেদের সাধ্যমতো নতুন পোষাক তুলে দেওয়ার অঙ্গিকার বদ্ধ হয় শারদীয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সদস্যরা।

মাঙ্গলিকী

সমকালীনের নাটক 'বিষবৃক্ষ'

বাবুল কৃষ্ণ দে : শুরুরও একটা শুরু থাকে। যাকে আমরা চলতি কথায় বলি সলতে পাকানো। এই সলতে পাকানোর কাজটা সমকালীন সংস্কৃতি জুতসই ভাবেই করে আসছে। নির্দেশক সুদীপ্ত ও তার দল নাট্যচর্চাকে গুরুত্ব দিয়ে এসেছে বরাবর। ওর প্রায় সব নাটকগুলিই এই নাচ্যচর্চারই ফসল।

বর্তমান কালে নাট্যদলের মধ্যে এই নাট্যচর্চারই বড় অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। কলকাতার দুচারটি নাটকের দল এখনও ওয়ার্কশপ–এর মাধ্যমে নাটকের চর্চা ও শিল্পী নির্বাচন করে আসছে, এখবর সত্য, কিন্তু সামগ্রিক চিত্রটা মোটেই আশাপ্রদ নয়। তবে মফস্বলের নাটকের দল অভিনয়ের সাথে সাথে যে নাট্যচর্চা ও সমান তালে চালিয়ে যাচ্ছেন, নিজের চোখে দেখে এসেছি। অন্য থিয়েটারের বিভাস দা, (চক্রবর্তী), নান্দীকার–এর রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত, বহুরূপীর দেবেশ রায় চৌধুরী, স্বপ্ন সন্ধ্যানীর কৌশিক সেন অনসম্বল–এর সোহাগ সেনে–দের সাথে সাথে যে নামটি একসাথে উঠে আসবে তাহল সমকালীন সংস্কৃতির–সুদীপ্ত সরকার। সুদীপ্তর নাটক দেখলেই তা বুঝতে কোন অসুবিধা হয় না। নাট্যচর্চা তথা নাট্য আন্দোলন যা কিনা একটা মুভমেন্ট বা একটা লড়াই আকারে বাংলায় ছড়িয়ে পড়েছিল সেই নবান্নর যুগ থেকে তা ক্রমশ অস্তমিত হয়ে গিয়েছে। এখন নাটকের দলগুলো শুধু নাটক প্রযোজনা এবং তার প্রদর্শন নিইে সারা বছর মশগুল থাকে এবং তার সাথে কলশো–এর দিকে তাকিয়ে থাকে। সুদীপ্ত ঐপথে হাঁটেনি। এমনকি সরকারী অনুদানের দিকেও মুখিয়ে থাকেনি। দলের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে সমবেত চেষ্টায় লড়াইটা চালিয়ে যাচ্ছে। এটাই সুদীপ্তর ট্রাম কার্ড। ওর নাটক 'বিষবৃক্ষ' দেখতে গিয়ে প্রস্তাবনায় এই কথাগুলি না

বলে পারলাম না। এবারে নাটক 'বিষবৃক্ষ' প্রসঙ্গে আসি। রমানাথ রায়ের ছোটগল্প বৃক্ষ অর্থাৎ কিডনি অবলম্বনে হাস্যরসাত্মক সামাজিক নাটক বিষবৃক্ষ। নির্দেশনায় সমকালীন সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ সুদীপ্ত সরকার।

সুদীপ্ত সবসময় নাট্যচর্চার মধ্য দিয়েই নতুন নাটক নির্মাণ করে আসছে বরাবর। বিগত ২৬ জুলাই তপন থিয়েটারে বর্তমান প্রযোজনা 'বিষবৃক্ষ' নাটকটি দেখলাম।

একজন খেটে খাওয়া মানুষের গল্প ও তার বিস্তার এবং তার কিডনির অন্যায্য দাবি নিয়ে বা তাকে কেন্দ্র করে নাটক একেবারে ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছে গিয়েছে। কিডনি আসলে এ নাটকে অনেকটাই প্রতিকী এই রূপক এর অন্তরালে রয়েছে স্বার্থের প্রয়োজনে মানুষের আসল চেহারা বা মুখোশ, যা কিনা সর্বগ্রাসী।

দোলা, মিষ্টু যারা ওই ছাপোষা মানুষ কমলের সঙ্গে ভাব জমায় শুধুমাত্র কমলের একটি কিডনির দানের জন্য, যা তাদের পরিচিত জন কিংবা নিজ স্বামীর জন্য ভীষণ জরুরি। গোবেচারা কমল দিশেহারা হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় বাড়িওয়ালী কুসম, উকিল, পুলিশ এবং মিডিয়ার লোকজনদের সহায়তায় কমল এযাত্রায় বেঁচে যায়। উকিলবাবু দোলার থেকে অনক টাকা কমপেনসেশন আদায়। করে দেয়। কমল ঠিক করে এ তল্লাটে সে আর থাকবেই না। কিন্তু কুসম তাকে যেতে দেয় না। তারপর মধুবেন সমাপয়েৎ।

সুদীপ্তর অসামান্য কৌতুকাবহ সৃষ্টি দর্শকবৃন্দ একেবারে চেটেপুটে উপভোগ করলেন। সামাজিক বার্তা যা এ নাটকে দেবার চেষ্টা হয়েছে তাও অসাধারণ। সংশয়ের দোলাচলে দুলতে দুলতে মানুষের পিঠ যখন দেয়ালে ঠেকে যায়, প্রকৃত বন্ধুরা তাকে প্রেরণা যোগায়। এভাবেই মানুষ খুঁজে পায় বেঁচে থাকার জীয়ন কাঠি।

এই নাটক দলগত সংহতির নাটক। অভিনয়ে কমল চরিত্রে কমল চট্টোপাধ্যায় এবং বাড়িওয়ালী চরিত্রে কুসুম সারাটা মঞ্চ দাপিয়ে বেড়ালো। ওদের এই যুগলবন্দি বহুদিন মনে থাকবে। এধরণের চরিত্রে কমল চট্টোপাধ্যায় বিশেষভাবে দক্ষ শিল্পী। আমাকে হতবাক করেদিয়েছে কুসুম চরিত্রে তনিমা দাস সরকারের অনবদ্য অভিনয়। সমবেতভাবে অন্য সকলেই সমবেত চেষ্টায় নাটকটি অন্য মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে। দোলা চরিত্রে নন্দিনী ভৌমিক পঞ্চচরিত্রে ইন্দ্রজিৎ পাল এবং মিষ্টুর ভূমিকায় অপর্ণা দাস সমানে পাল্লা দিয়ে গিয়েছে। এরা সকলেই দক্ষ শিল্পী।

পুলিশ চরিত্রে দেবাশিস দাস, উকিল চরিত্রে রজত শুভ্র পাইন আবার প্রমাণ করলেন পুরোনো চাল ভাতে বাড়ে।

পাওনাদারদের ভূমিকায় দীপাঞ্জন গাঙ্গুলী, মৈনাক চক্রবর্তী, দীপেন কান্তি আচার্য মোটামুটি কাজ চালিয়ে দিয়েছেন। তবে ওদের স্কোপ খুবই কম। মিডিয়ার লোক হিসাবে মৌমা নস্কর ও দেবীপ্রসাদ ঘোষ দুজনকেই আরও একটু প্রফেশনাল হলে ভাল লাগবে।

মনে রাখা দরকার এ ধরনের নাটকে যদি একটি চরিত্র কোনরকম ভুল বা বাড়তি কিছু করতে যায়, সমগ্র নাটকটি ঝুলে যেতে পারে। সংলাপের ক্যাচ লাইন ঠিকঠাক রাখতে হবেই। তার জন্য দরকার নিরন্তর অনুশীলন।

সুদীপ্তকে বলবো এতো সুন্দর উপস্থাপনা যেন কোনরকম ভাবে টাল না খায়। ডিটেলিং এর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। নাটকের বিন্যাস ও চরিত্রগুলো আমাদের বড় কাছের। এবং তাই দর্শকের অন্তর ছুঁতে পেরেছে। হাসতে ভুলে যাওয়া মানুষ কিছুক্ষণ দমফাটা হাসি হাসতে পেরেছে এটা কম কথা নয়। নিরন্তর কর্মব্যস্ততা এতোটুকু কেড়ে নিতে পারেনি সুদীপ্তর অন্তঃসলিল সুক্ষ রসবোধের ফল্গু ধারাকে। হ্যাটস্ অফ্ সুদীপ্ত হ্যাটস্ অফ্।

আলো এবং আবহ এদুটির মেলবন্ধন নিয়ে আরও একটু ভাবনার প্রয়োজন আছে। কমোডি নাটকে মিউজিক একটা আলাদা মাত্রা এনে দিতে পারে। তবে সামগ্রিক ভাবে মঞ্চ সফল উপস্থাপনায় সুদীপ্ত ওর জাত চিনিয়ে দিতে পেরেছে।

প্রয়োজনা: সমকালীন সংস্কৃতি
কাহিনী: রমানাথ রায়
নির্দেশনা: সুদীপ্ত সরকার

ছন্দের দেশ
বিবেকানন্দ নস্কর

মিঠিমিঠি পিঠোপিঠি
শব্দের মিল
মুছে কালো রঙ আলো
হাসে খিলখিল
পাশাপাশি হাসাহাসি
নাচে মনে ছন্দ
হই হই রই রই
মুছে যায় সন্দ

তাকে ছুঁয়ে পড়ে নিয়ে
লয় আর পর্ব
তাকে খুঁজে চোখ বুজে
বুকে বাজে গর্ব।
এই দেশ সেই দেশ
ছন্দেও বেশ
সব ভালো মুখ আলো
ছন্দের দেশ।
(সন্তোষপুর, ফলতা, দঃ২৪ পরগনা)

কেবল
আব্দুল হান্নান

সুখ নামক একটি পাখী আছে
যার রূপ রঙ দেখা যায় না
শুধুই অনুভব করা যায়।
যার কাছে আসে সেই বোঝে

যার কাছে আসে না সে বোঝে না
শুধুই দূর থেকে দেখে
আর অনুভব করে
অনুমানের অন্তে দাঁড়িয়ে ...।
(সীতারামপুর, দঃ২৪ পরগনা)

ওরা এখনও সবুজ
আরতি দে

ওদের চিনি, আর চিনি বলেই
এগিয়ে গেলাম ওদের কাছে
ডাস্টবিনের কাদাজলে ছিপ ফেলে বসে আছে
জানতে চাইলাম, এখানে কি ধরবি তোরা ?
ওরা সমস্বরে বলল, কতদিন মাছ ভাত খাইনি।
ওদের আমি চিনি, আলপথের ধারে বসে
কাটাধানের গোড়াগুলি চিবিয়ে চিবিয়ে
খাওয়ার চেষ্টা করছে
কারণ জানতে চাওয়ায় ওরা বলল
অনেকদিন আমরা ভাত খাই নি।
নীলাকাশের গায়ে কালোছায়া পড়লেও
ঘনবৃষ্টির পরে রামধনু
কুচকুচে কালো রাতের পরেই সূর্যালোক
ওরা এখনও জাল ফেলতে শেখেনি।
(শহীদ নগর, কলকাতা–৭৮)

নব্য কলকাতা
পার্থ সারথি সরকার

কলকাতার রাস্তায় ত্রিফলা বাতির উচ্ছ্বাস
শপিংমল–রেস্তোঁরা–ইকো পার্কের রঙীন উদ্ভাস
কলকাতার চারপাশে প্রলম্বিত জঙ্গল
ফ্ল্যাটের জঙ্গল – মাথার জঙ্গল –

গাড়ীর জঙ্গল– হোর্ডিংএর জঙ্গল
এলোমেলো একবিংশ শৈশবের জঙ্গল
প্লাস্টিকের জঙ্গল – আবর্জনার জঙ্গল
মদ্যপের জঙ্গল – উগ্র যৌনতার জঙ্গল
ফুটপাথে ঝুঁকে আসা পলিথিনের জঙ্গল
মিছিলের জঙ্গল – মুখোশের জঙ্গল
তারে জঙ্গল – বেতারের জঙ্গল
কলকাতার সৌন্দর্য বিলীন
ময়ালের মত নাগরিক জঙ্গলে।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কল–৪১)

মায়াজাল
সুশান্ত সেন

কখন হৃদয় খুঁড়ি বেদনাকে মাপি চুপিচুপি
আর্দ্র হয়ে আসে মেঘ
আর্দ্র হয় সন্ধ্যার ভ্রুকুটি
বিঘ্ন আসে সব কাজে
শূন্য সব আদান প্রদান
বিষন্ন আয়ুটি কাঁপে নেই কোন
পরিমাপ তার
তোমায় না দেখা–ক্ষুধা জীবনের প্রান্তে
মাথা নাড়ে
অতৃপ্ত রয়েছে মন,
সেই কথা বোঝাবো কাহারে
দিনান্তে সময় তাই চেয়ে থাকে দিকচক্রবালে
মিল নেই মিল নেই
পরিবৃত হইয়াছি লুব্ধ মায়াজালে।
(কলকাতা–২০)

স্মৃতি কথা
বিক্রমজিত ঘোষ

মনে পড়ে যায় সেইসব দিনের কথা –
একদিন সেই ছেলেবেলায়
অসময়ের কত স্মৃতি কথা রয়ে গেছে
মনের কোণে –
কত কথা গেছে মুছে মন থেকে
অতলে তলিয়ে যাওয়া স্মৃতিকথাকে
পারিনা আনতে স্মরণে,
ভাবতে আর পারিনা –
মনে হয় কোন কিছু যেন দূরের অন্ধকারে
মিলিয়ে গেছে।
একদিন কত মান–অভিমান ছিল,
সেগুলোই শুধু জেগে আছে মনে।
বয়সের ভারে আবছা হয়ে যাওয়া কথাগুলো
আর কোনদিনই হয়তো আসবে না স্মরণে।
(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া–৭১১ ১০১)

কেঁদে ওঠে মন
সুচন্দ্রনাথ দাস

যদি সবাই সুখে থাকে মাথা ক'রে উঁচু
এ সমাজে ক্ষতি কী হয়, বুঝি না তো কিছু।
দুঃখ দৈন্যে থাকে যারা সারাটা জীবন,
তাদের কথা যখন ভাবি, কেঁদে ওঠে মন।

কোথাও ঋদ্ধি, আলোর বন্যা, কোথাও অন্ধকার,
নিয়ম–নীতির গোলকধাঁধায় ঘাম ঝরানো সার।
অনেক স্থানে মানবতা মুখের কথা শুধু,
শস্য–শ্যামল শোষণ ক'রে জাগায় মরু ধু ধু।

সবার শ্রমে এ সভ্যতা জানি মনোহর,
স্বার্থ এমন দ্বন্দ বাঁধায় আপনজনও পর।
অশ্রু এত দুঃখ এত, কেঁদে ওঠে মন,
আলোর মাঝেও কেমন যেন আঁধার এ ভুবন।
(দক্ষিণ শিবপুর, হাওড়া–৭১১ ৩১৪)

আকাশের নীচে
সুকুমার বিশ্বাস

জীবন তো দশ মিনিটের
স্বপ্নের মধ্যে শুয়ে থাকা,
আমি মরে যাব; অনাত্মীয় রেলপথ, দেব মাথা।
বেড়ালের পায়ে নূপুর নেই, নিঃশব্দ একা
আমার মৃত্যু–সংবাদ লেখ না তোমরা।
ঘুম থেকে উঠে আসব আমি
একদিন, এই পথে,
সোনার ধানের দোল, মাঠে মাঠে –
কৃষকের পিঠে কালো চামড়া,
আলপথ বৃষ্টিতে ভেজা।
আমি পৃথিবীর পোস্টম্যান।
পথে পথে ডাক নিয়ে যাব –
এবার দেখব আমি এক আকাশ ;
আকাশের নীচে বারান্দা,
বারান্দায় আমাদের পাড়া।
(গোপালপুর, দুর্গাপুর–৭১৩ ২১২)

আর্জি–আলেখ্য
সুদীপ কুমার চক্রবর্তী

আমার জীবিত অবয়বে যতো পারো
অপছন্দের বর্ণমালা সাজাও – কিন্তু
মৃত্যুর মর্মরে আর থুথু ছিটিও না।
কেননা – আমি তো আর ফিরতে পারবো না
বুকে নিয়ে ঘৃণার যন্ত্রণা।

যা কথা মুখোমুখি হোক –
হতে পারে তা দারুণ অপ্রিয়
কিংবা মনান্তরের তীব্রতর ক্ষোভ।

আস্তিনে অপবাদ লুকিয়ে –
করমর্দনে বাড়িও না কলঙ্কের হাত।
গরল নিঃশ্বাসে জানাতে পারবে আর
অন্তরঙ্গ নম্র সুপ্রভাত।
ভালোবাসা থাক শুধু সৌজন্যের ভাষায়
উন্মুক্ত কোরো না কখনও কদর্য হৃদয়।
(বাঁশদ্রোনী, কলকাতা–৭০)

স্বাধীনতা ও গ্লানি
মানবেন্দ্র চক্রবর্তী

পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতা চাইলে
তুমি ছিলে তৎপর ... ... বললে, রক্ত দাও।
তোমার দু'চোখে স্বাধীন ভারতের পতাকার রঙ
ছুটে গেলে দেশ থেকে দেশান্তে ... ...
শোষিত বঞ্চিত মানুষের প্রতিনিধি, প্রধান নেতা !
স্বদেশীদের রক্তে রাঙা ভারতভূমি
আপষে, শর্তে, স্বাধীনতা এলো
বদলে গেল মানচিত্র

খণ্ডিত এই দেশে, তুমিই থেকে গেলে অধরা
নেহেরুময় হল খণ্ডিত ভারতবর্ষ
বছরের একটি দিনের অভ্যর্থনায় –
পাথর মূর্তিতে মালা চন্দন, সুগন্ধী ধূপে অভিবাদন
নির্বিবাদে দেখছ, পালাবদলের খেলা ... ...
দেশপ্রেম ... ভ্রাতৃত্ববোধ ... মিটিং ও মিছিল –
পদপৃষ্ঠ প্রেত
দিন বদলে, বদলে গেছে মানুষ
আত্মকেন্দ্রীকতায় স্বার্থ–দ্বন্দ্বে–রক্তস্রোত

হিংসা বিদ্বেষ হানা হানি, ঘরে ঘরে উদ্বেগ
ফাটল ধরেছে সমাজে সংসারে, প্রিয়জন পরিজনে
উপেক্ষায় উপহাসে আছে বিদ্বজন
স্বাধীন ভারতে এখন দলবদলের গান।
(মায়াপুর, বজবজ, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা)

বাইশে শ্রাবণে অক্ষরকথার রবি–স্মরণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : এদিনটি সকাল থেকেই বর্ষণ–স্নাত ছিল। শ্রাবণী মেঘেদের মুহুর্মুহু ধারাবর্ষণের মধ্যে দিয়ে এই বিশেষ দিনটির সূচনা হল। কবিগুরুর তিরোধান দিবসটিতে তাঁকে শ্রদ্ধায় স্মরণ করার উদ্দেশ্যে আয়োজিত এদিনের (৮ই আগষ্ট) সান্ধ্য অনুষ্ঠানের আবহ ছিল যথাযথ। অক্ষরকথা–র সম্পাদক স্বরূপ চক্রবর্তী সকলকে স্বাগত জানালেন। গান পরিবেশন করলেন, শ্যামল বিশ্বাস, সুব্রতা সাহা, মিনু প্রধান, গৌতম সেন, লিপিকা দে, অনিমেষ ব্যানার্জী সহ একাধিক শিল্পী। কবিতা পাঠে ছিলেন জয়ন্ত দত্ত, রণধীর কুমার দে, তনুশ্রী চক্রবর্তী, স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় পুততুণ্ড, কৌশিক শীল, নীপা চক্রবর্তী, স্বরূপ চক্রবর্তী প্রমুখ। স্বরূপ চক্রবর্তী ও পিয়ালী ভট্টাচার্য্য–র ব্যবস্থাপনায় প্রায় পঞ্চাশ জন কবির উপস্থিতিতে রবি স্মরণের এই অনুষ্ঠান পৌঁছেছিল এক উচ্চতর মাত্রায়।

বলরাম মন্দিরে মাতৃবন্দনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : ঠাকুরের দ্বিতীয় কেল্লা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে বলরাম মন্দির। আরাত্রিক ভজনের আগে শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ থাকে বিভিন্ন দিনে। মাসের দ্বিতীয় সোমবার সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রখ্যাত অধ্যাপক ও চলচিত্রাভিনেতা ড. শঙ্কর ঘোষ। গত ১২ আগস্ট সোমবার সন্ধ্যায় ড. শঙ্কর ঘোষ পরিবেশন করলেন মাতৃসঙ্গীত। বহু প্রাচীন কাল থেকেই বিভিন্ন পদকর্তা তথা গীতিকার সুরকারেরা মা কালীর বন্দনা করে সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন। তেমনই নির্বাচিত কয়েকটি গান পরিবেশন করলেন শিল্পী। সেই তালিকায় ছিল সাধক রামপ্রসাদের 'মন রে কৃষি কাজ জানো না', 'ডুব দে মন কালী বলে', সাধক কমলাকান্তের 'সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনমোহিনী', 'শ্যামা মা কি আমার কালো রে', ত্রৈলোক্যনাথ সান্যালের 'আমায় দে মা পাগল করে ব্রহ্মময়ী', কাজী নজরুল ইসলামের 'আমার কালো মেয়ের পায়ের তলায়', গিরিশচন্দ্র ঘোষের 'ওমা কেমন মা তা কে জানে', মদন মাস্টারের 'গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কালী কাঞ্চি কেবা চায়', অতুল কৃষ্ণ মিত্রের 'আমার সাধ না মিটিল আশা না পূরিল', দ্বিজেন চৌধুরীর 'মায়ের পায়ের জবা হয়ে', রাজা নরচন্দ্রের 'সকলই তোমারি ইচ্ছা' এবং স্বামী কৃষ্ণানন্দের 'একবার বিরাজও গো মা' গান গুলি। ভক্ত শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করলেন শিল্পী তাঁর অবিস্মরণীয় পরিবেশন গুণে। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস এবং মন্দিরায় অরুণ দে।

অতিথি চিরঞ্জিত

উজ্জ্বল সরদার : গত ১১ আগস্ট রবিবার বারুইপুরের শাসন যুবক সমিতির উদ্যোগে এক চমকপ্রদ অঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হল। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাব টি এলাকার সাংস্কৃতিক উন্নয়নে দীর্ঘ দিন ধরে বিশেষ সচেষ্ট। বিগত বেশ কয়েক বছর ধরে তাদের উদ্যোগের এই অঙ্কন প্রতিযোগিতা টি বেশ সাড়া ফেলেছে। ৭০০ জনের অধিক প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে এই অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। অঙ্কন প্রতিযোগিতার বিচারক হিসাবে হাজির ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা, বারাসতের বিধায়ক চিরঞ্জিত চক্রবর্তী। ছোট ছোট বাচ্চাদের এমন উৎসাহ মূলক অংশগ্রহণ দেখে তিনি অভিভূত। সাক্ষাকারে তিনি জানান, যুবক সমিতির মতো এমন পুরানো একটি ক্লাব এধরণের যে প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠান যে নিষ্ঠার সাথে করে চলেছে তা সমাজে দৃষ্টান্ত মূলক। ক্লাবের এবছরের ৭৫ তম বছরের দুর্গা পুজার জন্য ও তিনি বিশেষ শুভেচ্ছা জানান। চলচ্চিত্রের এমন নায়ক কে দেখতে পেয়ে জনগণের মধ্যে উন্মাদনা ছিল তুঙ্গে। সই, সেলফি ছিল অকাতরে। মানুষ চিরঞ্জিত কে পেয়ে সকল বাসিন্দা ও জনগন যে বিশেষ খুসি তা সকলেই এক কথায় জানিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর পুরসভার পুরপিতা শক্তি রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানের ও ক্লাবের বিশেষ সাফল্য তিনি কামনা করেন। এক কথায় এ দিনের অনুষ্ঠান ছিল চমকপ্রদ।

যোগেশ মাইম মঞ্চে মুক্তমঞ্চের অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : মুক্তমঞ্চের শিল্পী কলাকুশলীদের জীবনে রয়েছে নানান সমস্যা। সেই সমস্যা সমাধান কল্পে একটি সংস্থার সূচনা হল গত রবিবার ১১ আগস্ট সকাল ১১টায় কালীঘাটের যোগেশ মাইম মঞ্চে। এই সংস্থার নাম দেওয়া হয়েছে 'বেঙ্গল স্টেজ পারফরমার্স গিল্ড'। প্রথম সাধারণ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এই সংস্থার সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার। সহ সভাপতি প্রখ্যাত সুরকার কুন্দন সাহা। কার্যকরি সভাপতি প্রখ্যাত অভিনেত্রী মানালি দে। সম্পাদক প্রখ্যাত অভিনেতা সুমিত গাঙ্গুলি। কার্যকরি সম্পাদক নিতাই দে। মুক্তমঞ্চের শিল্পীদের জন্য মেডিক্লেমের ব্যবস্থা করা হয়েছে পঞ্চাশ হাজার টাকা। শিল্পীদের দুর্ঘটনা জনিত কারণে এক লাখ টাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই সব শিল্পীরা অনুষ্ঠান করে যদি টাকা পয়সার ব্যাপারে প্রতারিত হন, সে দিকেও নজর রাখবে এই সংস্থা। নামী দামী শিল্পীরা সারা বছরে একটি বা দুটি অনুষ্ঠান বিনা পারিশ্রমিকে করে দেবেন শুধুমাত্র মুক্তমঞ্চের দুঃস্থ শিল্পীদের জন্য। সিনিয়র সিটিজেন হিসাবে যে সব মুক্তমঞ্চের শিল্পীরা রয়েছেন তাদের ভাতা প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এই সংস্থাটি কাজ করে যাবে মুক্তমঞ্চের শিল্পীদের জন্য। ওই দিন এই অনুষ্ঠান চলেছিল দুপুর ২টা পর্যন্ত। আমরা আশা করব এই সংস্থা সঠিক ভাবেই তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

অণু গল্প — শুভ বিবাহ
নির্মল চক্রবর্তী

অনিল – বিকাশ–দা, শুনলাম বিপুর জন্য পাত্রী দেখতে আপনারা নয়ডায় গিয়েছিলেন ?
বিকাশ – ঠিক শুনেছ।
অনিল – মেয়ে পছন্দ হয়েছে আপনাদের ?
বিকাশ – না। কিন্তু ছেলে গোঁ ধরেছে ওই মেয়েকেই বিয়ে করবে।
অনিল – আপনাদের অপছন্দের কারণ কী – মেয়ে দেখতে শুনতে ভালো নয় ?
বিকাশ – দেখতে শুনতে ভালই তবে –
অনিল – তবে কী ?
বিকাশ – মেয়ের চুল বব্ করা। মেয়েদের বব্ করা চুল আমার ও গিন্নীর খুবই অপছন্দ !
কতক্ষণ চুপ থেকে অনিল – বিকাশ–দা, বিপুর লম্বা–চুলওয়ালা পাত্রী যদি বিয়ের পর চুল বব্ করিয়ে নেয় তখন আপনারা কি করবেন ?
বিকাশ – তোমার কথা ভেবে দেখার মত।
দু–দিন পর ...
অনিল – বিকাশ–দা, বিপুর বিয়ের ব্যাপারে কী স্থির করলেন ?
বিকাশ – ছেলের তর সইছে না, অস্থির করে তুলেছে। সামনের বোশেখেই। তোমাদের আগাম নিমন্ত্রণ রইল।

(চিত্তরঞ্জন পার্ক, নিউ দিল্লী)

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

তিলোত্তমায় মজিদ ফিভার

অরিঞ্জয় মিত্র

মজিদ বাসকর নামটা শুনলেই কেমন যেন শ্রদ্ধায় মাথায় অবনত করে ফেলেন অগণিত ফুটবলভক্ত। শুধু ইস্টবেঙ্গল নয়, মোহন সমর্থকরাও এটা মানেন যে ভারত তথা বাংলায় এ পর্যন্ত যত বিদেশি খেলে গিয়েছেন তাঁর মধ্যে সেরার সেরা হলেন মজিদ। গত শনিবার মধ্যরাতে সেই ভদ্রলোক যখন প্রায় বছর ২৮ বছর কলকাতায় প্রত্যাবর্তন ঘটালেন তখন মোটেই তাকে ঘিরে কোনও রিপ ভ্যান উইঙ্কল মার্কা বিরূপ প্রতিক্রিয়া হল । বরং ওই মাঝরাতেও কাতারে কাতারে লাল-হলুদ সমর্থক যেভাবে মজিদকে বরণ করে নিতে এয়ারপোর্টে ভিড় জমালেন তা দেখে অবাক স্বয়ং মজিদও। মেনে নিলেন কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। এহেন তিলোত্তমা এতগুলি বছর পর এই ইরানির ফেরত আসার উপলক্ষ্য অতি অবশ্যই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের শতবর্ষ। এমনিতে এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে জীবিত সব অধিনায়ককে শামিল করতে বদ্ধপরিকর ইস্টবেঙ্গল। শ্যাম থাপা থেকে বাইচুং ভুটিয়া, সুলে মুসারা দিব্যি এসে গিয়েছেন। অপেক্ষা শুধু ছিল তারই। যদিও ইস্টবেঙ্গলের অধিনায়ক তিনি হন নি। কিন্তু লাল-হলুদে তাঁর ছোট্ট স্পেলে তিনিই ছিলেন সর্বাধিনায়ক।

একটা সময় সন্দেহ দানা বেঁধেছিল প্রিয় ক্লাবের শতবর্ষে আদৌ আসবেন তো তিনি? কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এলেন, দেখলেও ও জয় করলেন। প্রথমেই একসময়ের জুটি প্রিয় বন্ধু জামশিদ নাসিরির সঙ্গে নস্টালজিক সাক্ষাত। সেখানে আবার জামশিদ গিন্নির বাড়িতে নেমতন্ন। সোমবার প্রিয় ক্লাব টেন্টে পদার্পণ। শতবর্ষের অনুষ্ঠানে বিভিন্ন প্রজন্মের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে সমর্থকদের ভরপুর আনন্দাবেগে ভেসে যাওয়া। যে জায়গা যুগ যুগ আগে ছেড়ে গিয়েছিলেন তিনি সেই আমূল বদলে যাওয়া ক্লাব চত্বরে ফিরে দৃশ্যতই বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন মজিদ। হয়তো ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যাচ্ছিলেন প্রায় ৩৮ বছর আগের এক সময়। হ্যাঁ এই মহানগরী তিলোত্তমাতেই। সেবছর তৃতীয় প্রধান হিসেবে গড়ের মাঠে দুর্ধর্ষ দল গড়েছিল মহমেডান। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান থেকে মোটের ওপর অধিকাংশ তারকাই বিগ বাজেটের সাদা কালো ব্রিগেডে শামিল হয়েছিল সেবার। তখনই ইস্টবেঙ্গল রিক্রুটাররা তুলে আনেন আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে আসা তিন তরুণকে। মজিদ বাসকার, জামশিদ নাসিরি ওই খাবাজি। বস্তুত সুপারম্যানের মতো ইস্টবেঙ্গলকে টেনে নিয়ে যান মজিদ। তাঁর বাড়ানো পাস, দুরন্ত স্কিল ও গোল চেনার ক্ষমতায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় মোহনবাগান, মহমেডান ও দেশের তাবড় দল। সেই শুরু মজিদ ম্যাজিকের।

আশির দশকের এই শুরুটা কলকাতার মানুষ সহজে ভুলে যাবেন না। মহানায়ক উত্তমকুমারকে হারানো, ইডেনে ইস্ট-মোহন সমর্থকদের সংঘর্ষে ১৬ ফুটবলপ্রেমীর মৃত্যু, ডিস্কো যুগের সূচনার মাঝেই মজিদ জমানার উত্থান ইস্টবেঙ্গলে। দুঃখের এটাই মজিদ জমানা দীর্ঘস্থায়ী হয়ে ওঠেনি। লাল-হলুদের অধিকাংশ সময় বাদে কিছুটা স্মৃতি রয়েছে মহমেডানেও (যদিও তা ফুরিয়ে যাওয়া মজিদের) যে স্মৃতি তিনি রেখে গিয়েছেন তা এখনও টাটকা লাখো লাখো সমর্থক তথা ফুটবলপ্রেমীর মধ্যে। মজিদ ছাড়াও কলকাতায় এসে নাম করেছেন বহু বিদেশি। চিমা ওকেরি, ব্যারেটো, মাইক ওকেরো, এমেকা এজুগো, ওডাফা ওকোলি, চিডি, ডিপান্ডা ডিকা, বেটো, কাতসুমি, সুলে মুসা, স্যামি ওমেলো কাকে ছেড়ে কার নাম করবেন। কিন্তু তাও এত বছর পড়েও একটা ব্যাপারে কলকাতার ফুটবলভক্তরা (কি ইস্টবেঙ্গল আর কি মোহনবাগান) স্বীকার করেন মজিদও হলেন ভারতে খেলে যাওয়া সেরা বিদেশি। একক দক্ষতায় লাল-হলুদকে এভাবেই মেলে ধরেছিলেন তিনি। বন্ধু জামশিদ কলকাতায় আরও বেশ কয়েকবছর খেলা চালিয়ে যান। এখনও জামশিদ কলকাতাতেই তাঁর ডেরা পেতেছেন। ইরানে যাওয়া কদাচিৎ। সেখানে মজিদের চাকরি-বাকরি সবই ইরানে। একসময়ে যুদ্ধবিদ্ধস্ত ইরানে মজিদের মৃত্যু সম্পর্কিত বহু গুজব ছড়িয়েছে। আসলে তখন প্রযুক্তির উন্নতি না হওয়ায় সেভাবে এই কিংবদন্তীর কোনও খোঁজ মেলেনি। সেই মজিদই এতগুলো বছর পর ফিরে এলেন রাজার মেজাজে। বলাবাহুল্য, কলকাতার এক সাংবাদিকের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই এই অসম্ভব সম্ভব হল। কলকাতা ফুটবল তাঁর খনির হীরেটিকে খুঁজে পেল এতদিন পর। সহজে তাঁকে আর ফসকাতে রাজি নয় তিলোত্তমা। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব অফিসিয়ালরাও বারবার সেকথাই বলছেন। ক্লাবের এই রত্নকে আমৃত্যু লাল-হলুদের সঙ্গে রাঙিয়ে নিতে চাইছেন তাঁরা।

কলকাতায় ফিরে প্রিয় ক্লাব টেন্টের পাশাপাশি প্রবল প্রতিপক্ষ মোহনবাগান ও মহমেডান তাবু দর্শনও সেরে ফেলেছেন মজিদ। আসলে মোহন ছাড়া যে ইস্ট সম্পূর্ণ নয় সেটা তো তিনি বেশ বোঝেন। পুরনো সতীর্থদের মধ্যে ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, মিহির বসু সহ অনেক অনেক নাম। মজিদকে ঘিরে ইস্টবেঙ্গল জনতার যে উচ্ছ্বাস তা টের পেয়ে মজিদ নিজেও ভারী অভিভূত। সেকথা বারংবার বলছেনও। আর ১৬ আগস্টের সেই অভিশপ্ত ম্যাচের কথা উঠলে এখনও শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে অকৃতদার মানুষটি ইরানে ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে আগামী দিনের মজিদ তৈরির কাজ চালাচ্ছেন। বলাবাহুল্য, ফুটবলই তাঁর বৃহৎ পরিবার হয়ে রয়েছে এতগুলো বছর পড়েও।মজিদের এই প্রত্যাবর্তনের পিছনে যে সাংবাদিকের কৃতিত্ব ষোলোআনা তিনি হলেন প্রতিদিনের ডাকবুকো ক্রীড়া সাংবাদিক দুলাল দে। এশিয়ান কাপ কভারেজে গিয়ে ভারতের বিদায় দেখে যখন পাঠক পুরো মুহ্যমান, ঠিক তখনই মজিদের সুস্থ থাকার খবর পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলতে দেখা যাচ্ছে মহানগরের লক্ষ লক্ষ ফুটবলপ্রেমীকে। আসলে দুলালবাবু বহুদিন ধরেই তক্কে তক্কে ছিলেন মজিদের সাম্প্রতি অবস্থান তিনি জানবেনই। প্রথমদিকে অনেক ইরানি এজেন্টের সঙ্গে যোগাযোগ করলেও তাঁরা কিছুতেই সঠিক দিশা দেখাতে পারছিল না। শেষ পর্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য মজিদ অন্বেষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করল। হোয়াটসঅ্যাপে প্রৌঢ় মজিদের ছবি দেখেও কলকাতা রীতিমতো উচ্ছ্বসিত। একেই হয়তো বলে পুরনো চাল ভাতে বাড়ে।

পুরো লাল-হলুদ দলটাই সেবার প্রায় উঠে গিয়েছে সাদা কালোয়। মহমেডানের দুর্ধর্ষ টিম নিয়ে কলকাতা ময়দান তখন আলোড়িত। এমন এক পরিস্থিতিতে যে ইরানি যুবকের (কিশোর বলাই ভালো) আগমন ঘটে ইস্টবেঙ্গলে তিনি ছিলেন এক সোনার খনি। ১০০ বছরে একবার হয়তো উঠে আসে এরকম মানের কোনও ফুটবলার। সেই মজিদের কাঁধে ভর দিয়ে দুর্বল ইস্টবেঙ্গল হয়ে উঠেছিল অপ্রতিরোধ্য। অবশ্য মজিদের সেই ইনিংস ছিল খুবই সংক্ষিপ্ত। খারাপ সঙ্গে পড়ে ফ্রিস্কুল স্ট্রিটের ড্রাগসের জগতে হারিয়ে যান মজিদ বাসকার। সেই তিনিই এতদিন পর ফিরে এলেন স্বমহিমায়।

মজিদ বাসকার নামটার প্রতি এখনও বাঙালি বাড়াবাড়ি রকমের নস্টালজিক। আশির দশকের সেই তরুণ-যুবারা যাঁরা এই স্বর্ণালী রামধনুর দর্শন পেয়েছিলেন তাঁরাও এখন প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায়। তাও ফের একটি খবর তাঁদের হারানো চল্লিশটা বছর যেন এক জাদুবলে ফিরিয়ে দিতে চলেছে। এশিয়ান কাপ চলাকালীন এক বাঙালি ক্রীড়া সাংবাদিকের নাছোড় চেষ্টা সাকার হওয়াতেই ভারতের মাটিতে খেলে যাওয়া শ্রেষ্ঠ বিদেশি ফুটবলারের হালহকিকৎ জানা গেল একেবারে স্পষ্ট করে। হোয়াটসঅ্যাপে তিনি তাঁর ছবিও পাঠালেন। বলাবাহুল্য, আশির দশকের গোড়ার সেই ইরানি ফুটবলার নিজেও এখন প্রৌঢ়ত্বের ছোঁয়া পেয়েছেন। তা বলে সেই উদ্দীপনা কিন্তু এখনও প্রকট মজিদ বাসকারের মধ্যে। উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তিনি এও জানিয়েছেন, তাঁর প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ডাকলে তিনি আসবেন কলকাতায়।

মজিদের এভাবে প্রায় কবর থেকে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেল তাঁকে ঘিরে যাবতীয় জল্পনা। বস্তুত, যার বেশিরভাগটাই ছিল নেতিবাচক। ফুটবল মক্কার সেরা এই বিদেশিকে প্রায় মৃতই বানিয়ে দিয়েছিল তাঁর একসময়ের অত্যন্ত প্রিয় গড়ের মাঠ। সেইসব গালগল্পে এও বলা হয়েছিল ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় এই অসাধারণ খেলোয়াড়ের নাকি মৃত্যু হয়েছে। মজিদের একসময়ের প্রিয় বন্ধু ও যার সঙ্গে তিনি কলকাতায় থাকতেন (খাবাজি নামক আরও এক ইরানি ফুটবলারও তাঁদের সঙ্গী ছিলেন) সেই জামশিদ নাসিরিও এ ব্যাপারে অত্যন্ত নির্লিপ্ত ছিলেন। তাও কিভাবে যে মজিদ সম্পর্কে এতটা খারাপ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল তা আজও রহস্যাবৃত। যদিও এখন আর কেউ সেই পুরনো চর্বিতচর্বনে যেতে চান না। চান নিজেদের সমৃদ্ধ করে তুলতে।

যোগ-জিমন্যাস্টিকে রাজ্যবাসীকে মাতাতে এলেন সুইজারল্যান্ডের একঝাঁক প্রতিনিধি

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : যোগ, জিমনাস্টিক, অ্যাক্রোবাট, সার্কাস-থিয়েটার নিয়ে রাজ্যবাসীকে মাতিয়ে দিতে হাজির হলেন সুইজারল্যান্ডের একঝাঁক প্রতিনিধি। সুদূর সুইজারল্যান্ড থেকে দুবাই ও মুম্বই হয়ে গত ৮ আগস্ট গভীর রাতে এই প্রতিনিধি দলটি কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছয়। সেখান থেকে বাসে করে তাঁরা পৌঁছেছেন বীরভূমের কীর্ণাহার সন্নিহিত কোতলঘোষা গ্রামের সপ্তযোগ আশ্রমে। এদিন সকালে এলাকার বাসিন্দারা শঙ্খ বাজিয়ে ও ফুল-মালায় প্রতিনিধিদের বরণ করে নেন। প্রত্যন্ত গ্রামে এরকম উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই তাঁরা উচ্ছ্বসিত। ওই দলে ১৩ জন মহিলা সহ মোট ২০ জন সদস্য রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে একজন মহিলা ছাড়া সকলেই প্রথমবার ভারত সফরে এসেছেন বলে জানিয়েছেন সপ্তযোগ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা তথা আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন যোগগুরু ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য।

সিরকোয়ে এন সিয়েল (Cirque-en-Ciel) নামে সুইজারল্যান্ডের একটি সার্কাস-থিয়েটার গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সমাজের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে সুদৃঢ় করার কাজে লিপ্ত। যোগ, জিমনাস্টিক, অ্যাক্রোবাটের সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন কাহিনিকে যুক্ত করে মানুষের মনোরঞ্জনের একটা অভিনব প্রয়াস গ্রহণ করেছে সংস্থাটি। সুইজারল্যান্ডের এই সাংস্কৃতিক সংস্থার তরুণ-তরুণী সদস্যরা ১১-২০ আগস্ট পর্যন্ত এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যোগ ও জিমনাস্টিক সহ থিম নির্ভর নানাবিধ কসরৎ প্রদর্শন করবেন।

বীরভূমের কোতলঘোষায় সুইজারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

মূলত যোগগুরু ডঃ সুশীল ভট্টাচার্যের উদ্যোগে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মেদিনীপুর ও পূর্ব বর্ধমান জেলার বিভিন্ন প্রান্তে মোট সাতটি জায়গায় এই প্রতিনিধি দলটি তাদের কসরত প্রদর্শন করবে। ১১ আগস্ট বীরভূমের লাভপুরে হবে প্রথম প্রদর্শনী। জানা গেছে, সদলবলে রেলপথে ভ্রমণের প্রাক্কালে ট্রেনের বিলম্বজনিত কারণে স্টেশনে যাত্রীদের মধ্যে যে বিরক্তিকর ও একঘেয়েমি পরিস্থিতি তৈরি হয় তার ওপর ভিত্তি করেই সিরকোয়ে এন সিয়েলের থিম রচিত হয়েছে এবং সেটাই এরাজ্যে প্রদর্শন করা হবে।

ডঃ সুশীল ভট্টাচার্য বলেন, সিরকোয়ে এন সিয়েল গ্রুপ চায় সুইজারল্যান্ডের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের সঙ্গে ভারতীয় তথা বাংলার সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের মেলবন্ধন ঘটাতে, উভয় দেশের ভাবের আদান-প্রদানের একটা প্লাটফর্ম গড়ে তুলতে। আমার বহুদিনের স্বপ্ন ছিল বীরভূমের প্রত্যন্ত কোতলঘোষা গ্রাম আমার জন্মভূমি থেকেই এর সূচনা হোক। আজ সেই স্বপ্ন বাস্তবের রূপ পেতে চলেছে। সিরকোয়ে এন সিয়েল গ্রুপের ক্লেমেন্স লুয়েতহার্ড, বেনেডিক্ট বুয়েটলার, ইভন ফ্রাগনিয়েরে প্রমুখ সদস্য যেভাবে আমার দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাতে আমি কৃতজ্ঞ ও আপ্লুত।

আন্তর্জাতিক ক্যারাটে তে গোল্ড মেডেল সুন্দরবনের প্রিয়াংশু'র

নিজস্ব প্রতিনিধিঃ ফুটপাথে ফল বিক্রি করে সংসার চালালেও একমাত্র ছেলের ক্যারাটে নিয়ে কোন কিছুর খামতি রাখতেন না। এমন অধ্যাবসায় দরিদ্র বাবা-মা কে প্রতি টুর্নামেন্টে গোল্ড মেডেল এবং যশ খ্যাতি এনে দিয়ে তাঁদের স্বপ্নের দুচোখের আনন্দ অশ্রু মুছে দিয়েছিল ছোট্ট প্রিয়াংশু। আজ অবধি কোন টুর্নামেন্টে হারেনি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের সিংহদুয়ার নামে খ্যাত ক্যানিংয়ের মাতলা নদীর তীরবর্তী এলাকার প্রিয়াশু দাস।

গত ৯ আগষ্ট নিউ দিল্লির তালকোটরা ষ্টেডিয়ামে শুরু হয় অল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ। দেশের বিভিন্ন রাজ্য সহ বিদেশ থেকেও প্রায় তিন হাজার প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন এই টুর্নামেন্টে। ক্যানিং ডেভিড সেশুন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র প্রিয়াংশু দাস প্রতিযোগিতায় পাঞ্জাব,দিল্লি,কেরল এবং সর্বশেষ বিহার কে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়।

ছোট্ট প্রিয়াংশু'র হাতে অল ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স কাপ আন্তর্জাতিক ক্যারাটে চ্যাম্পিয়নশিপ এর গোল্ড মেডেল তুলে দেন

দক্ষিণ এশিয়া ক্যারাটে ফেডারেশনের সভাপতি ভারত শর্মা। উপস্থিত ছিলেন ক্যারাটে অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়ার ক্রীড়া কমিশনের সদস্য পরশ কুমার মিশ্র।

প্রিয়াংশুর অভাবনীয় সাফল্যে খুশি ক্যানিং ডেভিড সেশুন উচ্চমাধ্যমিক হাইস্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা থেকে শুরু করে তার সহপাঠীরা। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কৃষ্ণ কুমার ভকত বলেন, আমাদের বিদ্যালয়ের গৌরব উজ্জ্বল করার জন্য,দিল্লি থেকে প্রিয়াংশু ফিরে আসলে আমরা তাকে সংবর্ধনা জানাবো।

অবসর ও তাকে ঘিরে সমালোচনার আসর

ধনঞ্জয় পাকড়াশি: যে ইভেন্টে ভারত সারা বিশ্বে একটা নজরকাড়া বিশেষণ লাভ করেছে সেই টেনিসের ভাঁড়ার গত অলিম্পিক্সে শূন্য থেকে গিয়েছে। যা নিয়ে হাজারো সাফল্যের মাঝেও খেদ থেকে গিয়েছে। সানিয়া মির্জা যেমন ডবলসে চৈনিক জুটির কাছে হেরে গিয়েছিলেন। যে সানিয়া সারাপোভার সঙ্গে জুড়ি বেধে রীতিমতো বিশ্ব কাঁপিয়েছে সেই তার হাল ছিল বেহাল। তবে বিগত অলিম্পিক্সে টেনিসে ভারতের জন্য সবথেকে খারাপ খবর ছিল নিঃসন্দেহে লিয়েন্ডার পেজের হার। হাঁটুর বয়সী রোহন বোপান্নার সঙ্গে জুটিতে অলিম্পিক্স থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের বংশধরকে। নিজের সপ্তম অলিম্পিক্সে অংশ নিয়েছিলেন ভারতীয় টেনিসের এই উজ্জ্বলতম মুখ। অথচ তিনি এই কৃতিত্বের অধিকারী হন এটা নাকি চায় নি ভারতীয় টেনিস জগতের সঙ্গে যুক্ত অনেক ব্যক্তি। তাঁর সতীর্থরাও লিয়ের এই রেকর্ড নাকি পছন্দ করছিলেন না। এমনকি তাঁর পার্টনার রোহন বোপান্না প্রথম থেকেই লি'র সঙ্গে ডবলস খেলতে নারাজ ছিলেন। একরকম তেতো গেলার মতো লিয়েন্ডারকে নাকি মেনে নিতে হয় বোপান্নাকে। আর সেই রাগ তিনি ওসুল করেছেন একেবারে কোর্টে। যার ফলে প্রথম রাউন্ডে বিদায়ের গ্লানি নিয়ে সপ্তম অলিম্পিক্স অভিযান সাঙ্গ করতে হয়েছিল ভেস পেজের ছেলেকে।

এবার যাতে সেরকম কিছুর ছায়া না থাকে সেজন্য এখন থেকেই ব্যস্ত রয়েছে ভারতীয় টেনিসের কর্তাব্যাক্তিরা।

লিয়েন্ডার সেসময় সাংবাদিকদের সামনে তো বটেই নিজের ঘনিষ্ঠ মহলেও সাবাতোজের জন্য আঙুল তুলেছিলেন বোপান্নার দিকেই। এমনকি রিওতে সানিয়া মির্জার ম্যাচ চলাকালীন খোদ শচীন তেন্ডুলকরের সামনে রোহনকে দেখে একরকম পালিয়েই গিয়েছিলেন লি। তার সাফ কথা অন্য খেলার যারা প্রবাদ পুরুষ যেমন গাভাসকার, শচীন, দ্রাবিড়দের কখনও জুনিয়রের অপমান সহ্য করতে হয় নি। অথচ তাকে কিনা প্রায় পুত্রসম বোপান্নার অপমানের শিকার হতে হল। কার্যত এ নিয়ে ক্ষোভে ফেটেও পড়েছিলেন তিনি। এ পর্যন্ত সব ঠিক আছে। এটা ঠিক শুধু টেনিস কেন, যে কোনও পেশাতেই জুনিয়রদের হাতে সিনিয়রের হেনস্থা মেনে নেওয়া যায় না। তার ওপর লিয়েন্ডার যে পর্যায়ের প্লেয়ার, যেভাবে তিনি ডবলস এবং মিক্সড ডবলস সার্কিটে দেশের নাম উজ্জ্বল করেছেন তিনি তো অনেকটাই সম্মান আশা করতে পারেন। রোহনের সঙ্গে তার জুটি নিয়ে কেন এত শোরগোল হবে? এর পাশাপাশি লিয়েন্ডার হয়তো এটা ভুলেই গিয়েছেন যে এদেশে অন্য স্পোর্টসেই সিনিয়র-জুনিয়র দ্বন্দ্ব বেধেছে। তার শহরের সৌরভের কথাই ভাবুন তো। যে মহারাজ ছিলেন দেশের দাপুটে অধিনায়ক সেই তিনিই কিনা গ্রেগ চ্যাপেলের আমলে দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বকালে অনেক অপেক্ষাকৃত জুনিয়রের কাছে কোণঠাসা হয়েছেন। আবার ধোনি অধিনায়ক হয়ে সৌরভ, দ্রাবিড়, লক্ষ্মণ মায় শচীনকে পর্যন্ত বাণপ্রস্থ নিতে বাধ্য করেন। এখানে একটা কথা অবশ্য বলা চলে। সম্মান থাকতে থাকতেই এই উপরোক্তরা খেলা থেকে সরে গিয়েছেন, তুলে রেখেছেন প্যাড-গ্লাভস।

আগের জমানার স্টারদের ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছে আকচার। এর কারণ হল মূলত জেনারেশন গ্যাপ। নয়া প্রজন্মের সিস্টেমের সঙ্গে হয়তো পুরনোদের খাপ খাচ্ছে না। ব্যাস, ছেটে ফেলতে হবে।এটা যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন গেমসেই হয়ে আসছে। তাই লিয়েন্ডার যদি ভাবেন বোপান্নারা তাকে অপমান করছে তা হলে এই পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার আগেই তার অবসরের রাস্তা নিয়ে নেওয়া উচিত ছিল। ওই যে বললাম, সম্মান থাকতে থাকতে অবসর নেওয়া। এই জায়গাটা ভাবা উচিত ছিল লিয়ের। যে সম্মানটুকু হাতে নিয়ে শচীন-সৌরভ-দ্রাবিড়-লক্ষ্মণরা ব্যাট তুলে রেখেছেন ঠিক একভাবেই র‍্যাকেট শো-কেসে রাখতে পারতেন দেশের এই টেনিস কিংবদন্তী। সব কিছুর একটা শেষ আছে। নিজের অবসরের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই। হয়তো মনে হতে পারে আরও কিছুদিন আমি খেলতে পারতাম। এই যে আমাদের ঘরের ছেলে সৌরভ। যে ফর্মে থাকাকালীন চিরতরে রিটায়ারমেন্টের প্যাভিলিয়নে ফিরেছেন তারপরেও স্বচ্ছন্দে আরও ২-৩ বছর খেলা চালিয়ে যাওয়া যেত। স্বয়ং শচীন এমন মনোভাবের শরিক। তাও মর্যাদা থাকতে থাকতেই সরে দাঁড়িয়েছেন ভারতের সর্বকালের অন্যতম সেরা অধিনায়ক। অবসরের ক্ষেত্রে অবশ্য অস্ট্রেলিয়ান মনোভাবের প্রশংসা করতেই হবে। অজিদের মধ্যে ফর্মের তুঙ্গে থাকতে ক্রিকেট বা অন্য স্পোর্টসকে বিদায় জানানোর চল রয়েছে। এই পদ্ধতি মেনে অজিরা কিন্তু বিশ্ব ক্রীড়া সার্কিটে যথেষ্ট সফল।

ভারতের ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়াতে মহকুমা প্রশাসন এবং সাংবাদিকদের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হল। কাটোয়া শহরে গোবিন্দবাগান পুরসভার ময়দানে আয়োজিত উক্ত খেলায় মহকুমা প্রশাসন ৫-০ গোলে বিজয়ী হয়। প্রশাসনের পক্ষে এদিনের খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন মহকুমাশাসক সৌমেন পাল, এসডিপিও ত্রিদিব সরকার, কাটোয়া থানার আইসি বিকাশ দত্ত প্রমুখ। সাংবাদিকদের পক্ষে মাঠে নামা প্রবীণ ব্যক্তিত্ব তথা বিশিষ্ট লেখক মৃদুলমলয় শর্মা সামন্ত দর্শক সহ সকলের নজর কেড়ে নেন। মাঠে উপস্থিত ছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। বিজয়ী ও বিজিত উভয় দলকেই ট্রফি সহ সম্মানিত করা হয়।

কন্যাশ্রীদের নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি: আন্তর্জাতিক কন্যাশ্রী দিবসে কন্যাশ্রীদের নিয়ে এক ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করলো এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।বুধবার বিকালে বাসন্তী ব্লকের পিছিয়ে পড়া মেয়েদের নিয়ে এদিন অনুষ্ঠিত হল চার দলের ফুটবল টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করেন সেচ্ছাসেবী সংস্থা ওয়ার্ল্ড ভিশন ইন্ডিয়া। এই টুর্নামেন্টে উপস্থিত ছিলেন অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত ভারতীয় মহিলা দলের প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় শান্তি মল্লিক। আইএফএ এর নির্বাচিত মহিলা ফুটবল দলের কোচ কাজল রক্ষিত, দেবাশিস দাস, শিবানী রাজপূত। এছাড়াও এলাকার বিশিষ্টজনেরা।

উল্লেখ্য এই সেচ্ছাসেবী সংস্থা দীর্ঘদিন ধরে এলাকার পিছিয়ে পড়া মেয়েদের নিয়ে নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন, মেয়েদের জন্য ফুটবল খেলা অনুশীলনের ব্যবস্থা করেছেন। এই খেলায় চারটি দল অংশগ্রহণ করেন। কলাহাজরা সৃষ্টি স্পোর্টস ফর ডেভেলপমেন্ট ক্লাব, চড়টুইপাড়া ইনসাফ স্পোর্টস ফর ডেভেলপমেন্ট ক্লাব। শিকারী পাড়া স্পোর্টস ফর ডেভেলপমেন্ট ক্লাব,ঝড়খালি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন। টুর্নামেন্টে ঝড়খালি ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন বিজয়ী ট্রফি জয়লাভ করে। খেলায় সর্বোচ্চ ৬ গোল করে শ্রেষ্ঠ গোলদাতা হন কাজল রক্ষিত। সংস্থার পক্ষে থেকে এদিন উপস্থিত ছিলেন সন্দীপ ভৌমিক, রাজকুমার দাস, দেবব্রত পাত্র সহ বিশিষ্টরা।

ক্যানিংয়ে সম্প্রীতির ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিনিধি: ৭৩ তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত হল এক সম্প্রীতির ম্যারাথন দৌড়। বুধবার সকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবন ওয়েস্ট বেকন্ স্কাউট আয়োজিত ম্যারাথন দৌড়ের আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন ক্যানিং পশ্চিমের বিধায়ক শ্যামল মন্ডল।এছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট সমাজসেবীরা উপস্থিত ছিলেন।এদিন ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা প্রায় তিনশ'র অধিক মহিলা পুরুষ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেন। তালদি বাসস্ট্যান্ড থেকে ক্যানিং বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত প্রায় সাত কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শেষ করে অনন্য নজির সৃষ্টি করে বছর দশেকের রাইহান। ম্যারাথন শেষে এক অঙ্কন প্রতিযোগিতারও আয়োজন করেন আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তারা। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় প্রায় শতাধিক কচিকাঁচারা অংশগ্রহণ করে।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9434497772 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com